আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শুভেচ্ছা

ইংরেজী নতুর বছর ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলা পত্রিকা'র সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতাও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা। নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধি। -সম্পাদক

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ১৩ || সোমবার || পৌষ ১২ || ১৪২৮ || জমাদিউল আঃ ২৩ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 13 || 27 December || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নারী পুলিশ প্রধানের 'প্রথম টার্গেট'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে সহিংস অপরাধ দমনে কাজ করতে চান প্রথম নারী পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত কিচান্ট সিওয়েল। নিউইয়র্কের তৃতীয় কৃষ্ণাঙ্গ নারী পুলিশপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়েই তিনি এ ঘোষণা দেন। বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির পূর্বাঞ্চলীয় নাসাউ কাউন্টিতে প্রধান তদন্তকারী হিসেবে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠানে কংগ্রেসম্যান হাকিম জ্যাফরি

কমিউনিটি ক্ষমতায়নে টাইম টিভি বাংলা পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য

বাংলা পত্রিকা: দর্শক-শুভানুধ্যায়ীদের ভালোবাসায় সিক্ত হলো টেলিভিশন টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশন সপ্তম বছর পেরিয়ে অষ্টম বর্ষে আর কমিউনিটির **(বাকি অংশ ২০ পাতায়**


বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেসম্যান হাকিম জ্যাফরি

ব্রিটেনে বাংলাদেশীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কেয়ার স্টাফদের জন্য ভিসানীতি শিথিল করছে ব্রিটেন। তার মানে নতুন করে কেয়ার ওয়ার্কার আসার সুযোগ তৈরি হচ্ছে ব্রিটেনে। এই ভিসার আওতায় বাংলাদেশ থেকেও অনেকে আবেদন করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য শিক্ষা ও কাজের অভিজ্ঞতার **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ওমিক্রনের মধ্যেই নতুন সংক্রমণ ডেলমিক্রন!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রন সংক্রমণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। করোনার নতুন এই ধরন বিশ্বজুড়ে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই তৈরি করছে ডেলমিক্রন। মূলত, করোনাভাইরাসের ওমিক্রন এবং ডেল্টা ধরন মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ডেলমিক্রন। টাইমস অব ইন্ডিয়া এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ডেল্টা এবং ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট মিলিয়ে গড়ে ওঠা ধরন পশ্চিমা দেশে করোনা সংক্রমণের সুনামি চালাচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন,



এটি নতুন কোনো ধরন নয়। বরং আগের দুই ধরন মিলিয়ে এটি তৈরি হয়েছে। ডেল্টা এবং ওমিক্রন উপস্থিত থাকা অবস্থায় এ দুটি মিলিয়ে তৈরি হওয়া ডেলমিক্রন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যখন কোনো ব্যক্তি ডেল্টা ধরনের আক্রান্ত হওয়ার পর ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছেন, তখন তিনি ডেলমিক্রন আক্রান্ত হচ্ছেন। এরপর ওই ব্যক্তি ডেলমিক্রন ছড়াচ্ছেন। এ ছাড়া যখন কোনো ব্যক্তি ডেল্টা ধরনে আক্রান্ত হওয়ার পর সেরে উঠছেন; তারপর ওমিক্রনে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

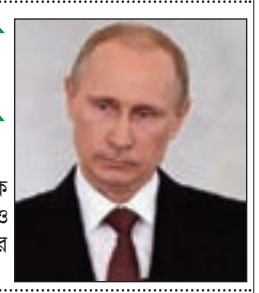


অবশেষে মুখ খুললেন জেনারেল (অবঃ) আজিজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত ২৪শে ডিসেম্বর জার্মানির সম্প্রচার মাধ্যম ডয়চে ভেলের খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বহুল আলোচিত, সদ্য সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। সেখানে ডয়চে ভেলের বাংলা বিভাগের প্রধান খালেদ মুহিউদ্দীনের সঙ্গে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অসম্মান কেন? পুতিনের প্রশ্ন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গত বৃহস্পতিবার তাঁর বার্ষিক সংবাদ সম্মেলনে বলেন,নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে অবমাননা করা ধর্মের স্বাধীনতা ও ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের পবিত্র অনুভূতির লঙ্ঘন। আমাদের তাদের প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, যাদের অনুভূতি প্রভাবিত **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



৪ লাখ অভিবাসী নেবে কানাডা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে কানাডা এ বছর চার লাখ এক হাজার অভিবাসীকে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দিয়েছে। অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রী সিন ফ্রেসা জানিয়েছেন, আগামী **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ আর নেই



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাংবাদিকদের অধিকার আদায় এবং স্বাধীন সাংবাদিকতার পথপ্রদর্শক, একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিক **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

ফিরহাদ হাকিমই কলকাতার মেয়র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কলকাতা পৌরসভার মেয়র পদে বহাল থাকলেন ফিরহাদ হাকিম। সদ্য পৌরসভার ভোটে দলের জয়ী প্রার্থী/কাউন্সিলরদের নিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতার মহারাষ্ট্র নিবাসে **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপে আসছে নতুন চমক



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মেটা মালিকানাধীন মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপের নতুন বছরে বেশ কয়েকটি নতুন পরিকল্পনা রয়েছে। এর বেশিরভাগই বেশ কার্যকর ও জনপ্রিয় হতে পারে। **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

QA FOR SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York, Virginia & CT
OUR MOST POPULAR COURSES:
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company



CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury



স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

'চুমু দিচ্ছে না প্রেমিক', ৯৯৯-এ কল দিয়ে প্রেমিকার অভিযোগ!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেমিক চুমু দিতে চাচ্ছে না। ৯৯৯-এ কল দিয়ে এমন অভিযোগ জানিয়েছেন এক নারী। আর এমন্ত অযৌক্তিক্ত অভিযোগ পেয়ে বিরক্ত হচ্ছে পুলিশ। এ ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাজ্যের লিংকনশায়ারে। বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। লিংকনশায়ার পুলিশ জানায়, আপনার বয়ফ্রেন্ড চুমু দিচ্ছে না, সে জন্য আমাদের কল দেওয়া অযৌক্তিক 'জীবন বা সম্পদের তাৎক্ষণিক ঝুঁকি' না থাকলে জরুরি নম্বরটি ব্যবহার করা থেকে মানুষজনকে বিরত থাকতে আহ্বান জানিয়েছে লিংকনশায়ারের পুলিশ। পুলিশের অবিযোগ, অনেকে ট্রেনের সময়সূচি জানতে ৯৯৯-এ কল দেন, কেউবা দাঁতের ডাক্তারের নম্বর চেয়ে ফোন দেন। আবার পানি নেই, এমন অভিযোগ জানিয়েও কল দেন অনেকে। পুলিশ বলছে, বড়দিনের সময় বছরের সবচেয়ে সব্যস্ত সময় পার করেন তারা। গত বছর করোনাভাইরাসের কারণে বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও ওই বছরের ২০ ডিসেম্বর থেকে এ বছরের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ২৬৫টি জরুরি কল পেয়েছে পুলিশ।



বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে নারীজীবনের দুঃখগাথা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেখানে একটা বড় অংশ জুড়ে আছে নারী। যুগ যুগ ধরে সমাজে নারীর যে অবস্থান তা কখনোই সমাধিকারের ভিত্তিতে মর্যাদার আসনে নয়। নারী সব সময় তার অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারীর ব্যক্তিত্ব মেধা ও মানসিক সৌন্দর্যের কখনো প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। সংসারে নারী একজন সন্তান উৎপাদনের মেশিন, সারা জীবনের বেগারখাটা শ্রমিক আর সবার অবহেলা নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার। সংসারে পদে পদে মেয়েদের জন্য আছে বাধা প্রতিবন্ধকতা। সৃষ্টি হয়েছে নানারকম বিধি আর সামাজিক অনুশাসন। অন্যদিকে সংসারের সমস্যা, ক্ষতি, আকস্মিক বিপদাপদ বা দৈব-দুর্বিপাক ইত্যাদির জন্যও দায়ী করা হয় নারীকেই। নারীকে ভাবা হয় সমস্ত অমঙ্গল আর অকল্যাণের হোতা। একটি মেয়ের বিয়ের পরে সংসারের উন্নতি না হয়ে অধোগতি হলে, শ্বশুরবাড়িতে কোনো বিপদ ঘটলে, স্বামী সন্তানের মৃত্যু বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে, সব কিছুর জন্য দায়ী করা হয় মেয়েটিকে। অপয়া বলে তাকে অপবাদ দেওয়া হয়। এই মানসিকতার পেছনে অশিক্ষা অজ্ঞতা অন্যতম কারণ হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত দায়ী। তাই নারীর জন্য বরাদ্দ থাকে যত রকম অত্যাচার-অবিচার, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, অবজ্ঞা আর অবমাননা। তাদের জন্য তৈরি হয় অজস্র বিধিনিষেধ। সুকৌশলে নানারকম অনুশাসনের মধ্য দিয়ে নারীর জন্য কম খাওয়া, কম পরা, সংসারের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দেওয়া, নিজের সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দেওয়া–ইত্যাদিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এসব বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ নারীর গি-বদ্ধ পৃথিবী আর বঞ্চিত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় লোকসাহিত্যের প্রবাদ প্রবচন ছড়া লোক-বিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে। এগুলোর মধ্যে অনেকই আছে আপাতদৃষ্টিতে বিনোদনমূলক, কৌতুককর, হাস্যকর, কিন্তু তার অন্তরালে আছে মেয়েদের অবজ্ঞেয় অবহেলিত জীবনের মর্মস্পর্শী ছবি। এসব প্রবাদ হয়তো পুরাকালে বিদুষী খনা-র মতো আরো কোনো মেধাবী নারীর দ্বারাই রচিত হয়েছে। তাই এসব রচনায় নারীজীবনের বঞ্চনা হতাশা অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায়। এমন কিছু প্রবাদপ্রবচনের অন্তর্গত চিত্রের দিকে চোখ ফেরানো যাক। শুধু চোখ নয়, নয়ন-মন-দর্শন এই তিনকে একত্র করেই দেখতে হবে এসব আপাত সরল কৌতুকময় প্রবাদ বচনকে।

বুলবুলি লো খালা
একটা বড়ই হালা
তর ঘরে মাইয়া অইলে
দিমু দুগ্যা মালা।

বৈষম্যমূলক সমাজে মেয়েদের মূল্য নেই, তা-ই পরিবারে মেয়ে সন্তান অনাকাঙ্ক্ষিত। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়া নারীর জন্য কোনো আদর ভালোবাসা থাকে না। এই বেদনার দিকটিই ওপরের ছড়ার মধ্যে আছে। গ্রামের বালক-বালিকারা যখন বড়ই তলায় দাঁড়িয়ে গাছের ওপর পাকা বড়ই ঠুকরে খাওয়া বুলবুলির দিকে তাকিয়ে মজা করে এ ছড়াটি বলে, তখন হয়তো ছোট বলে তারা ব্যাপারটা বোঝে না, তবে এর মধ্যে কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলার যে চিত্র আছে তা কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়। হয়তো কোনো সুদূর অতীতে কোনো মেয়েই এ ছড়ার রচয়িতা। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়া জননীকে অনেক সময় সংসার থেকে বিতাড়িত হতে হয়, এ ব্যাপারটি তাকে দুঃখিত করেছিল, তাই হয়তো সদ্যপ্রসূত কন্যার জননীকে অভিনন্দন জানাতে মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার সুপ্ত বাসনা থেকে এ ছড়া মুখে মুখে বেঁধেছিল।

হোনছনি গো কন্যার মা
কইলে বিশ্বাস যাইবা না
আষ্ট পয়সায় দুই আনা!

আঁতুড় ঘর আর রান্নাঘরই নারীর পৃথিবী। বাইরের জগতের কোনো খবরই তার কাছে আসে না। বহিরাঙ্গনের সঙ্গে নারীর কোনো যোগ নেই। রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষাদীক্ষা ব্যবসাবাণিজ্য যুদ্ধবিগ্রহ উত্সব বিনোদন কোনো কিছুর সঙ্গেই গ্রামীণ নারীর কোনো সম্পর্ক নেই। কোথায় কী ঘটছে কিছুই সে জানে না। তাই পয়সা থেকে আনার হিসেব তার কাছে অচেনা, আট পয়সায় দুআনার হিসেবও তার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আর এই অবিশ্বাস্য সংবাদটি সে আর এক নারীকে শোনাচ্ছে। কারণ ঐ নারীও তারই মতন, গি-বদ্ধ জীবনের দোসর!

বাপ গড়িল ঝি
স্যায় (সে) হয় ভাইগনতি।

এ প্রবাদটির অর্থ, মেয়ের চেহারা বাবার মতো হলে ভাগ্যবতী হয়। প্রকৃতপক্ষে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব এখানে কাজ করে। নিজের চেহারার সঙ্গে মিল আছে বলে বাবাও সে মেয়েটির প্রতি যত্নবান হন। তার মেধা প্রতিভার বিকাশ ঘটে, ভবিষ্যত্ জীবন সুন্দর করার প্রচেষ্টা থাকে। মেয়েদের সৌভাগ্যের কারণ হিসেবে মেয়েদের যোগ্যতা স্বীকৃতি পায় না। বাবার মতো চেহারাটিই স্বীকৃতি পায়।

খা লো মাগি খা
পোলাপাইন অওনের আগে খা
ফিন লো মাগি ফিন
পোলাপাইন অওনের আগে ফিন।

এটি একটি প্রবচন, যার অর্থ : মেয়েদের খাওয়া পরার সময় সন্তান জন্মের আগ পর্যন্তই থাকে, এর পরে আর থাকে না। কী গ্রাম, কী শহর, কী অতীত, কী বর্তমান সব ক্ষেত্রেই নারীজীবনে মায়ের ভূমিকা প্রচ-কষ্টের। একজন মেয়ে বিয়ের পরে সন্তানের জননী হবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এ দেশে সন্তান লালনপালনের কষ্টকর দায়িত্বগুলো মাকেই পালন করতে হয়। বাচ্চার জন্মের পরে একজন নারীর মা ছাড়া আর কোনো পরিচয় থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীকে নিজের খাওয়া-পরা-সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিতে হয়। তাকে সারাক্ষণই সন্তানের দেখাশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই ছদ্ম তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, যা কিছু খাওয়া-পরার সাধ তা ছেলেপুলে হবার আগেই পূরণ করে নাও গো মেয়ে!

শ্বশুর বাড়িতে বধূর প্রতি অত্যাচার নির্যাতন বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। আর এই নির্যাতনকারিণী হিসেবেও শাশুড়ি ননদীকেই দেখা যায়। কারণ শাশুড়ি যখন বধূ ছিলেন তিনিও নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁর জীবনের গল্প জেনে যায় মেয়ে। ফলে নিজের পরিবারের পুত্রবধূ বা ভ্রাতৃবধূর প্রতি এক ধরনের অমীমাংসিত ঈর্ষা তৈরি হয়। এভাবে নারী মানসে সংকীর্ণতার বীজ উপ্ত হয়ে যায়। শ্বশুর বাড়িতে বধূ অত্যাচারিত হবে কিংবা শ্বশুর বাড়ি মেয়েদের জন্য একটি ভীতিকর জায়গা এমন ধারণা ও সংস্কৃতি তৈরি হয়ে যায়। লোকজ প্রবাদে তার ছায়াপাত ঘটে। এমন কয়েকটি প্রবাদ-প্রবচন :

ইচা, কোটলে হয় মিছা
রানলে দেয় ঠৌরা
খাইয়ালায় বৌরা।

এ প্রবচন অর্থ: চিংড়ি মাছের কোনো আয়বরকত নেই। এ মাছ দেখতে যতটুকু লাগে, কোটাবাছা করলে তা অনেক কমে আসে। কিন্তু প্রাবচনিক অর্থের আড়ালে আছে ক্ষুধার্ত বধূর করুণ গল্প। শ্বশুর বাড়িতে বধূরা সারা দিন গাধার খাটুনি খাটে কিন্তু তারা প্রয়োজনীয় খাবার পায় না। ক্ষুধার্তই থেকে যায়। তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় বলে ক্ষুধার্ত বধূরা হেঁশেলে বসেই গোপনে আধ সেদ্ধ চিংড়ি খেয়ে নেয়।

হরি এমুন ধুতের ধুত
কাড়ি মাইপ্যা থোয় দুদ
বউ এমুন ধুতের ধুত
পানি মিশায়া খায় দুদ।

এ প্রবাদটিও ক্ষুধার্ত বধূদের নিয়ে। প্রবাদ অর্থ : শঠে শাঠ্যাং। কিন্তু তার পেছনের গল্প করুণ রসের। কৃপণ শাশুড়ি বউকে দুধ খেতে দেয় না। সে হাঁড়িতে কাঠি ডুবিয়ে দুধ মেপে রাখে। যাতে বধূ যদি লুকিয়ে দুধ খায় তো ধরা পড়ে যাবে। তবে ধূর্ত শাশুড়ির চেয়ে বধূও কম চালাক না, সে চুরি করে দুধ খেয়ে পানি মিশিয়ে পরিমাণ ঠিক রাখে। পরিস্থিতি মানুষকে কৌশলী করে তোলে। শ্বশুরবাড়িতে ক্ষুধার্ত বধূর চিত্র আছে আরো প্রবাদে। যেমন:

এক বউ আনলাম চাউল চাবায়
আর এক বউ আনলাম তো ধানে চাউলেই খায়।

আপাতদৃষ্টিতে এ প্রবাদে বধূদের ছোঁচা স্বভাবের ইঙ্গিত করে তাদের নিন্দামন্দ করা হয়েছে। কিন্তু এর অন্তরালেও আছে শ্বশুরবাড়িতে ক্ষুধার্ত বধূদের দিনযাপনের ট্র্যাজেডি। বউরা দিনমান খাটুনি খাটবে, কিন্তু তাদের খাওয়ার কথা কেউ ভাববে না, তাদের জন্য সময়মতো খাওয়া তো থাকবেই না আবার বউদের জন্য খাওয়ার পরিমাণও থাকবে কম, মানও থাকবে খারাপ। যত হাঁড়িচাছা, পচা-পানতা, পোড়া, ফ্যালনা জিনিস তাদের খেতে হবে। ফলে বউরা বেশির ভাগই ক্ষুধার্ত থাকে। পরিশ্রমের ফলে ক্ষুধাও লাগে। তখন খাবার না জুটলে হয়তো লুকিয়ে কেউ কাঁচা চালই চিবিয়ে খায়, চাল না পেলে ক্ষুধায় কাতর হয়ে ধান চিবিয়েও চাল বের করে খায়। আর সেটা যদি শ্বশুর-শাশুড়ি বা এ সহানীয় কারো চোখে পড়ে যায় তখন তাদেরকে ছোঁচা, আখাউক্কা ইত্যাদি নিন্দামন্দ শুনতে হয়।

জিঙ্গইলে আনে চুলার মোখ
হরি আনে বউয়ের মোখ।

এ প্রবাদটি যেন আগের প্রবাদটির ধারাবাহিক রূপ। প্রবাদ অর্থ : ক্রমাগত নির্যাতনে মানুষ এক সময় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বিষয়টি চমত্কার তুলনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গ্রামীণ নারীরা রান্না করার সময়ে জ্বালানি হিসেবে 'জিঙ্গইল' ব্যবহার করেন। জিঙ্গইল হলো বাঁশের শাখাপ্রশাখা। এগুলো অনেক গিঁট ও শক্ত ডালপালাযুক্ত ঝাঁকড়া ধরনের হয়। ভাঙা কঠিন। রান্না করার সময় চুলোর মুখে সহজে ঢুকতে চায় না, জোর করে ঢুকিয়ে দিতে হয়, ফলে কিছু দিন পরে চুলার মুখটি ভেঙেচুরে বড় হয়ে যায়। তেমনি শাশুড়ি যদি ক্রমাগত বধূর সমালোচনা বা নিন্দা করে কথা শোনাতে থাকে এক সময় বধূরও সাহস বেড়ে যায়, সেও শাশুড়িকে কথা শোনাতে ছাড়ে না।

মেয়েদের জন্য আছে সহস্র 'নেই' বা 'না'। লোকবিশ্বাস বা সংস্কারগুলোর মধ্যে এই 'নেই' বা 'না'গুলো দেখতে পাই। মেয়েদের স্বামীর আগে খেতে নেই, দুপদাপ শব্দ করে জোরে হাঁটতে নেই, গলা তুলে কথা বলতে নেই, ঢক ঢক করে পানি খেতে নেই, ঋতুমতী অবস্থায় আচার, পিঠা ইত্যাদি বানাতে নেই, লাল টিপ দিতে নেই, স্বামী ভাসুর শ্বশুরের নাম মুখে নিতে নেই, বিধবা হলে তার কোনো স্ত্রী-আচারে অংশগ্রহণ করতে নেই, বন্ধ্যা হলে তার কোনো কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করতে নেই–এ রকম হাজারো নিষেধ। এসব নিষেধাজ্ঞা গ্রামবাংলার লোকমানসে গভীরভাবে শেকড় বিস্তার করে আছে। শুধু প্রবাদ-প্রবচন বা লোকবিশ্বাসই নয় অজস্র লোকগল্প, ছড়া, উপকথা, গীত, পাঁচালির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে নারী জীবনের এই দুঃখগাথা। বলা যায়, লোকসাহিত্যের নকশিকাঁথায় নারীজীবনের দুঃখের সুঁইসুতোর ফোঁড়ে ফোঁড়ে বুনন করা হয়েছে অজস্র ছবি।

প্রবাদ-প্রবচনগুলো বিক্রমপুর অঞ্চলের।

মুন্সীগঞ্জ জেলার কেওয়ারে পিতৃভূমি হলেও ঝর্না রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯৬৯ সালের ২৮ জুন ঢাকায়। দেশের এই গুণী লেখক অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। তার রচিত উপন্যাস পিতলের চাঁদ, ভাঙতে থাকা ভূগোল পাঠকসমাদৃত। তার রচিত বেশ কয়েকটি গল্পগ্রন্থ, নাটক, কিশোর উপন্যাস এবং অনুবাদ রয়েছে। তিনি অনন্যা সাহিত্য পুরস্কারসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেছেন।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত






WE ARE OPEN
We have missed you

Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট



কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বোরোব্রিজ এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯০৮১ কাডেলটন এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

AMERICAN BANGLADESHI WELFARE ORGANIZATION USA INC

(ABWO)

ELECTED

Executive Committee

2021-2024



Abdus Shahid
President



Md. Adv. Nasir Uddin
Sinior Vice President



Sheikh Jamal Hussain
General Secretary



Md Rafiqul Islam
Vice President-1



B.Meher Chowdhury
Vice President-2



Adbullah Al Reza
Assistant Secretary-1



Sharif Hossain
Assistant Secretary-2



Nurul Islam
Director of Finance



Md Shaheen Kamali
Director of Organizing-1



Saddiqur Rahman
Director of Organizing-2



Robiul Islam
Director of Organizing-3



Hushin Z.Chowdhury (Shipu)
Director of Publicity



Joynal Uddin Layek
Director of Literature



Zuel Ahmed
Director of Cultural



Taslima Patwary
Director of Woman Affairs



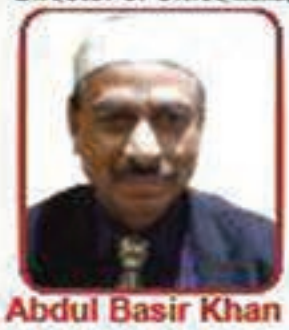
Abul Kalam Azad
Director of Office Management



Mohammed Islam Babu
Director of Education



Al Mamun Sarker
Director of Hospitality & Sports



Abdul Basir Khan
Director

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়
গণতন্ত্রের সঙ্গে মানানসই নয়

ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ধুম লেগেছে যেন। ইউপি নির্বাচনের শেষ তথা ষষ্ঠ ধাপ বাকি আছে। এরই মধ্যে পাঁচ ধাপে ৩ হাজার ৭৪৪টি ইউপি নির্বাচনে ৩৫১ জন চেয়ারম্যান, ৮৫৮ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩৬১ জন সংরক্ষিত সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

সব মিলিয়ে এ সংখ্যা ১ হাজার ৫৭০। ষষ্ঠ ধাপের নির্বাচনের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় পার হলে বোঝা যাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া জনপ্রতিনিধির সংখ্যা কত। বলা বাহুল্য, এত বিপুলসংখ্যক প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ার ঘটনা ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। স্বাভাবিক কারণেই নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা এ অভাবিত ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

তাদের মতে, তৃণমূলের এ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি প্রার্থীর অংশগ্রহণের কথা, অথচ একক প্রার্থী হিসাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপুলসংখ্যক প্রার্থী বিজয়ী হচ্ছেন। তারা বলছেন, রাজনৈতিক ও নির্বাচনি প্রক্রিয়ার জন্য এ প্রবণতা মোটেও সুখকর নয়, বরং এটা এক অশনিসংকেত। তারা আরও বলছেন-দলীয় প্রতীকে ভোট হওয়া, বিএনপিসহ অনেক রাজনৈতিক দলের অংশ না নেওয়া, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর বাইরে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবে কেউ দাঁড়ালে তার বিরুদ্ধে দলীয় ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি, মাঠ পর্যায়ে হুমকি-ধমকি ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় অন্যদের মাঠ ছাড়তে বাধ্য করা ইত্যাদি কারণে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। তারা বলছেন, এ থেকে উত্তরণের জন্য সরকার, রাজনীতিক ও নির্বাচন কমিশনকে এখনই ভাবতে হবে। তাদের মতে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক রাখার বিষয়টিও বিবেচনা করার সময় এসেছে।

বিশেষজ্ঞদের এসব মতামতের সঙ্গে আমরা যোগ করতে চাই, নির্বাচনে টাকার খেলাও হচ্ছে। বিপুল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনবিমুখ করে তোলার উদাহরণ রয়েছে অনেক। নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার প্রবণতার পেছনে কাজ করছে। মাঠ পর্যায়ে যেসব অনিয়ম ও গণতন্ত্রের চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ড ঘটছে, কমিশন সেগুলোর বিহিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতিও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হিসাবে কাজ করছে।

ইউপি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। গণতন্ত্রের মর্মবাণী হচ্ছে, নির্বাচনকে হতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। নির্বাচন করতে আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ভীকচিত্তে প্রভাবশূন্য অবস্থায় নির্বাচকমন্ডলীর কাছ থেকে ভোট প্রার্থনা করবেন, এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। বলা বাহুল্য, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জনগণের মতামত তথা ইচ্ছার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন না ঘটা। আর সেক্ষেত্রে নির্বাচিত হওয়া জনপ্রতিনিধি তার নির্বাচনি এলাকার সমগ্র জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হন। চলমান ইউপি নির্বাচনে তেমনটিই ঘটে চলেছে। অর্থ ও পেশিশক্তি নষ্ট করছে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য ও মর্মবস্তুকে। আমরা গণতন্ত্রের সুষ্ঠু চর্চা দেখতে চাই আর সেজন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার যে উদাহরণ তৈরি হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর এ জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য অংশীজনকে পালন করতে হবে স্ব স্ব দায়িত্ব। জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে আগামী সব ধরনের স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও উৎসবমুখর হোক, এটাই প্রত্যাশা।



শ্রদ্ধাঞ্জলি
রিয়াজ ভাইয়ের শূন্যতা পূরণ হবে না

মনজুরুল আহসান বুলবুল

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ: জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৯৪৫, মৃত্যু ২৫ ডিসেম্বর ২০২১

একজন পরিপূর্ণ মানুষ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের চলে যাওয়ায় সাংবাদিক সমাজে যে শূন্যতা তৈরি হলো, তা কখনোই পূরণ হবে না। তিনি দল-মত নির্বিশেষে সবার কাছে প্রিয় রিয়াজ ভাই হতে পেরেছিলেন। অসাধারণ নেতৃত্বগুণ ছিল তার। যে কোনো সংকটকালীন মুহূর্তে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার এ রকম গুণ হাতেগোনা খুব কম মানুষের মধ্যে দেখেছি। সাংবাদিকদের রুটি-রুজির প্রশ্নে রিয়াজ ভাই ছিলেন আপসহীন। তিনি একটি দল সমর্থন করতেন। কিন্তু সহকর্মীদের স্বার্থে দলের আনুগত্যের কথা ভাবতেন না এই অসাধারণ সাংবাদিক নেতা।

বিএনপি সরকারের আমলে তখন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা। একবার জাতীয় প্রেসক্লাবে পুলিশ সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। প্রতিবাদে সাংবাদিকরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় একজন বিএনপিপন্থি সাংবাদিক আহত হন। তখন রিয়াজ ভাই সাংবাদিকদের পক্ষ নিতে গিয়ে সরকারের কারও কারও কাছে অপ্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু নীতির কাছে আপস করেননি। আসলে রিয়াজ ভাই পরে যে দলই করুন না কেন, তিনি সব সময় ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে গর্ববোধ করতেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এর মাধ্যমে হয়তো মানুষের অনেক কিছুর পরিবর্তন হবে।

দলটির সঙ্গে পরে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করে না রাখলেও কখনও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আপত্তিকর কথা বলেননি। এ কারণে পেশাদার সাংবাদিকদের কাছে তিনি ছিলেন এক আদর্শ মানব।

আমরা যারা ইউনিয়ন করি বা জাতীয় প্রেসক্লাবের নেতৃত্ব দিই, তারা নানা সময় নানা সংকট তৈরি করি। কর্মীদের এসব সংকটকালে রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ছায়ার মতো পাশে থেকে সমাধান দিতেন। যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি খুব সহজভাবে সমাধানের অসাধারণ গুণাবলি ছিল তার। যারা ইউনিয়ন বা প্রেসক্লাবে নেতৃত্ব দেন, তাদের অনেকের লেখালেখির গুণ থাকে না। কিন্তু রিয়াজ ভাই সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নিয়মিত লিখতেন। তার লেখার মুনশিয়ানা আমাদের মুগ্ধ করে। ইংরেজি দৈনিকে কাজ করেও বাংলায় এত চমৎকার লিখতেন, যা আমাদের অনেকের কাছে অনুকরণীয় হয়ে আছে। তার মৃত্যুতে ইংরেজি মাধ্যমের সাংবাদিকতা কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্তহলো। কারণ, তার মতো মানুষ সাংবাদিকতায় আরও বহু বছর দরকার ছিল। তিনি একাধারে সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও নেতা। এতগুলো গুণে গুণান্বিত মানুষ সমাজে কম রয়েছেন।

দৈনিক সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের মৃত্যুর পর আমরা রিয়াজ উদ্দিন আহমেদকে পেয়েছিলাম অভিভাবক হিসেবে। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। এবার তিনি অসুস্থ থাকায় আমার ওপর পুরো দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি আমাকে যে কোনো সংকটকালে পাশে থেকে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তার লেখা 'সত্যের সন্ধানে' বইটি পড়লে বোঝা যায়, কতটা পান্ডিত্য ছিল এ মানুষটির মধ্যে। কিন্তু বিন্দুমাত্র অহংকারবোধ একমুহূর্তের জন্যও তাকে গ্রাস করতে পারেনি। তিনি ছোট-বড় সবার সঙ্গে সমানতালে মিশেছেন। সম্পাদক পরিষদের সংকটে তাকেই সামনে আসতে হয়েছিল। তিনি তার মেধা ও মনন দিয়ে চেষ্টা করেছেন সংকট সমাধানে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি কতটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তিনি। অনেকের বিরুদ্ধে দলবাজি করে সহকর্মীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে দেখা যায়। কিন্তু এ মানুষটিকে দেখেছি আমৃত্যু পেশা ও সহকর্মীদের পক্ষে অবস্থান নিতে। এর ফলে অনেক সময় তাকে তিনি যে দল সমর্থন করেন, সেই পন্থি সাংবাদিকদের তোপের মুখে পড়তে হতো। কিন্তু এসব তোয়াক্কা না করে তিনি সত্য ও সুন্দরের পক্ষই অবলম্বন করতেন।

তিক্ত কথা না বলেও যে প্রতিবাদ করা যায়, এটা আমরা রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের কাছে শিখেছি। তিনি কারও সঙ্গে একমত হতে না পারলে ভিন্নমত পোষণ করতেন বা তার মতামত জানাতেন। কিন্তু কখনও খারাপ শব্দ ব্যবহার বা উত্তেজিত হয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমার চোখে পড়েনি। আসলে তিনি মানুষকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসতে জানতেন। যার ফলে কেউ সংকটে পড়লে তার সঙ্গে কথা বলে সাহস পেতেন। কারণ, মানুষকে বিপদে ফেলার কথা কখনও তিনি চিন্তা করতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সুখের সংসার চলছিল। কখনও অনৈতিক সুবিধা নিতে হবে- এটা কল্পনাও করতে পারতেন না রিয়াজ ভাই। আর এ কারণেই দুরন্ত সাহস নিয়ে চলতেন। সত্য বললে কেউ তাকে বঞ্চিত করবে- এসব চিন্তা করে কথা বলতেন না। তার লেখনী পড়লেই বোঝা যায়, কতটা স্বাধীনচেতা ও বিচক্ষণ গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। এমন গুণাবলি দেখেছি সারওয়ার ভাই (গোলাম সারওয়ার), সামাদ ভাইয়ের (আতাউস সামাদ) মধ্যে। একে একে এসব বটবৃক্ষ চলে যাচ্ছেন পরপারে। আমরা অভিভাবকশূন্য হয়ে যাচ্ছি। এ শূন্যতা সাংবাদিক সমাজকে আরও বহু বছর বয়ে বেড়াতে হবে।



৭৬ বছর বয়সে চলে যাওয়া আমাদের প্রিয় রিয়াজ ভাই বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ছিলেন। ১৯৯৩ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন তিনি। তার মৃত্যুতে আমাদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অনেক সাংবাদিককে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে দেখেছি। এ ভালোবাসা যুগ যুগ ধরে অর্জন করেছেন তিনি। পেশাগত জীবনে সফল মানুষ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ নিজেকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তার মৃত্যু অনেকের কাছে গুরু হারানোর বেদনার শামিল। শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় যোগদানের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ। অর্ধশতকের সাংবাদিকতা জীবনে তিনি ডেইলি স্টারের উপ সম্পাদক, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের প্রধান সম্পাদক, ডেইলি টেলিগ্রাফের সম্পাদক এবং নিউজ টুডের সম্পাদক ও প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ তিনি ফিন্যান্সিয়াল হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন।

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের জন্ম ১৯৪৫ সালের ৩০ নভেম্বর নরসিংদীর মনোহরদীর নারান্দী গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৬৭ সালে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ও ১৯৭২ সালে এলএলবি পাস করেন। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার আগে কিছুদিন তিনি ঢাকার হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজ ও টাঙ্গাইলে কাপাসিয়া কলেজে অধ্যাপনাও করেন।

১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যকরী সদস্য হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হন রিয়াজ উদ্দিন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব এবং ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন তিনি। একাত্তরের ২৫ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের সময় রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ পাকিস্তান অবজারভারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ অবজারভারে যোগ দেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে প্রধান প্রতিবেদক, বিশেষ প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন।

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সার্কভুক্ত দেশগুলোর সাংবাদিকদের ফেডারেশন সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ এশিয়া সাংবাদিক সমন্বয় পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সাউথ এশিয়ান ফ্রি মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের (সাফমা) সভাপতি ছিলেন। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন। এরপর ২০০২ থেকে আবার দুই দফা প্রেসক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার এ চলে যাওয়া সত্যিই আমাদের জন্য অনেক বড় ক্ষতি। তার মতো মানুষ আবার কবে জন্মাবে, সেই অপেক্ষায় থাকতে হবে যুগের পর যুগ। পরাপারে ভালো থাকুন প্রিয় রিয়াজ ভাই। গভীর শ্রদ্ধা জানাই রিয়াজ উদ্দিন আহমেদকে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর/জানু	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	০১	০২
ফজর	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭
সূর্যোদয়	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৯	৭.১৯
জোহর	১১.৫৭	১১.৫৭	১১.৫৭	১১.৫৮	১১.৫৮	১২.০০	১২.০০
আসর	২.৫৫	২.৫৫	২.৫৫	২.৫৬	২.৫৬	৩.০০	৩.০১
মাগরিব	৪.৩৬	৪.৩৭	৪.৩৭	৪.৩৮	৪.৩৯	৪.৪১	৪.৪২
এশা	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০২	৬.০৩

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

চীন মিয়ানমার সম্পর্কের চড়াই উতরাই



মো: বজলুর রশীদ

মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বহুদিন ধরে জাতিগত রাখাইন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সে দেশের পুলিশ ও সেনাবাহিনী লড়াই করছে। নির্যাতন ও হত্যার মাধ্যমে রোহিঙ্গা ও বৌদ্ধ রাখাইন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা এখন হাতেগোনার অবস্থানে। ছয় দশক ধরে বিভিন্ন নামে অভিযান চালিয়ে রোহিঙ্গাদের ও বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে নেইপিদোর সেনাপতিরা এখন প্রচ্ছন্নভাবে এক শক্তিশালী প্রতিবেশীর দিকে আঙুল তুলেছে। অভিযোগ করেছে যে, তারা দেশটির কিছু বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে সহায়তা দিচ্ছে। অবশ্যই সেনারা প্রকাশ্যে সে দেশের নাম উচ্চারণের সাহসও করে না। তারা জানে, অভিযোগ অনেকটা ভিত্তিহীন। আরো অবাক করার বিষয় হলো, মিয়ানমারের সামরিক কমান্ডার-ইন-চিফ সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন সিরিয়ার বাশার আল আসাদ তার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক দেশের মদদ চেয়েছেন।

অনেকে মনে করেন, জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের মন্তব্য চীনকে লক্ষ্য করে করা হয়েছিল। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী বা তাতমাদাও সন্দেহ করছে যে, চীন দুই দেশের সীমান্তে সক্রিয় বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও রাখাইনের আরাকান সেনাবাহিনী বা এ এ-কে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। একজন সামরিক মুখপাত্র সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এ এ বা আরাকান সেনাবাহিনী এবং আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি বা আরসা, এআরএসএ উভয়ই উত্তর রাখাইনে অবস্থান করছে।

আরসা ও আরাকান আর্মির এজেন্ডা সম্পূর্ণ পৃথক। বলা হয়েছে, আরসা উপমহাদেশের বিভিন্ন উগ্রবাদী ও ইসলামপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ইরাবতি পত্রিকা জানিয়েছে, আরসা ও রোহিঙ্গাদের কিছু উগ্রবাদী বিছিন্ন দল মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং সহানুভূতিশীলদের কাছ থেকে এবং পশ্চিমের কিছু দেশ থেকে তহবিল এবং রাজনৈতিক সমর্থন পেয়েছে। যদিও কোনো দেশের নাম স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড ও অন্যান্য রাজ্য আসাম, মিজোরামের স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াইরত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভারতে বড় নেটওয়ার্ক রয়েছে। অস্ত্র চোরাচালানসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় তারা জড়িত। সুবিধা পাওয়ার এরা জন্য ইসলামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে থাকে।

সামরিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে ক্রমাগত ভারী ফ্রন্টলাইন লড়াই নেইপিদোর সামরিক সদর দফতরে প্রভাব ফেলছে। রাখাইন বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব নেই এবং তারা অত্যাধুনিক বিস্ফোরক ব্যবহারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা হিট অ্যান্ড রান গেরিলা যুদ্ধে অভ্যস্ত। উল্লেখ্য, সিপিবি, কমিউনিস্ট পার্টি অব বার্মার তরুণ সদস্যরা একসময় চীনের কাছ থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন পেয়েছিল।

চীন মিয়ানমারের চলমান জাতিগত সঙ্ঘাতে শান্তি স্থাপনে ভূমিকা পালনের প্রস্তাব দিয়েছে। সিনিয়র তাতমাদাও নেতারা এখন গোপনীয়ভাবে বলছেন যে, চীনকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, বেইজিং মিয়ানমারের কিছু জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে সমর্থন করে চলেছে, একই সাথে শান্তি প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করছে। মিডিয়ায় মিয়ানমারের সেনা অধিনায়কদের এমন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

২০১৭ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং স্টেট কাউন্সেলর দাও অং সান সু চিকে বলেন যে, চীন মিয়ানমারকে শান্তি অর্জনে সহায়তা অব্যাহত রাখবে এবং দেশগুলোর যৌথ সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানানোর কাজও করবে। পরে পুরো মিয়ানমারে জান্তাবিরোধী বিক্ষোভ ও সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হওয়ায় চীনসহ আসিয়ান দেশগুলো সেনাপ্রধানকে সতর্ক বার্তা পাঠাতে থাকে। নর্দার্ন অ্যালায়েন্স-বার্মা বা এনএবি নামে পরিচিত জাতিগত বিদ্রোহী জোট মিয়ানমারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্দালয়ের কাছে মায়ো নামে পরিচিত গ্যারিসন শহর আক্রমণ করেছে, সামরিক একাডেমিসহ চীন-মিয়ানমার বাণিজ্য পথেও আক্রমণ চালিয়েছে।

তিনটি বিদ্রোহী দল, পালাউং তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ), মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) এবং আরাকান আর্মি, এ এ এসব হামলা চালায় এবং এ তিনটি দলই চীনাদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এবং তাদের নেতারা প্রায়ই ইউনান প্রদেশে এবং চীনা সীমান্ত এলাকার অন্যান্য স্থানে যান ও অবস্থান করেন।

বিভিন্ন সময় বিদ্রোহীদের কাছ থেকে তাতমাদাউ যেসব অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে তার সবগুলো চীনের তৈরি। বৈধ বা অবৈধভাবে বিদ্রোহীরা এসব সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। এশিয়ানবিষয়ক চীনা বিশেষ দূত সান গুওজিয়াংকে মিয়ানমার সেনাপ্রধান অভিযোগ আকারে বিষয়টি জানান। আরো জানা যায়, আরাকান আর্মি দূর নিয়ন্ত্রণ ডিভাইসের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম আধুনিক ডিভাইসসহ উন্নত ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে, যা মিয়ানমার থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। মিয়ানমার অভিযোগ করে যে, এগুলো কেবল পাশের দেশ থেকেই সংগ্রহ করা সম্ভব।

এ অবস্থায় জেনারেল মিন অং হ্লাইং রাশিয়া ও ভারতের প্রতি আরো ঝুঁকে পড়ে। সেনাপ্রধান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নীত করার উপায় এবং সীমান্ত নিরাপত্তা ও সীমান্তে বিদ্রোহবিরোধী অভিযান নিয়ে আলোচনা করেন এবং নেইপিদো ও নয়াদিল্লির মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত হন। রাশিয়ার সাথে মিয়ানমারের সামরিক চুক্তি রয়েছে যার অধীনে আধুনিক যুদ্ধবিমান ও অস্ত্র পেয়ে থাকে। তা ছাড়া মিয়ানমার ইসরাইল ও পাকিস্তান থেকেও অস্ত্র সংগ্রহ করে।

মিয়ানমারের সাগাইং অঞ্চলের সীমান্ত বরাবর ঘাঁটি থেকে নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে লড়াই করা গোষ্ঠীগুলোর অন্যতম হলো আসামি ও মেইতি বিদ্রোহীরা। মিয়ানমার সেনারা এদের ২২ জনকে ধরে ভারতের কাছে হস্তান্তর করে বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।

২০১৯ সালে ভারত থেকে মিয়ানমার তাদের প্রথম সাবমেরিন পায়। এটি রাশিয়ার তৈরি কিলো শ্রেণীর ডিজেল-বৈদ্যুতিক আক্রমণ সাবমেরিন। নয়াদিল্লি মিয়ানমারের সেনা অফিসারদের প্রশিক্ষণ এবং ভারতের সামরিক একাডেমিতে পড়ার অনুমতি দিতে সম্মত হয়। চীন থেকে কোনো সাবমেরিন না কেনার সিদ্ধান্তও হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড ও অন্যান্য রাজ্য আসাম, মিজোরামের স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াইরত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভারতে বড় নেটওয়ার্ক রয়েছে। অস্ত্র চোরাচালানসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় তারা জড়িত। সুবিধা পাওয়ার এরা জন্য ইসলামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে থাকে।

এ ধরনের গোষ্ঠীগুলোকে উৎখাত করা সহজ নয়। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে, কিন্তু দুর্গম স্থানে থাকায় বিদ্রোহীদের নির্মূল করা সম্ভব হবে না। এ দিকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সম্পদশালী ভারতীয় বিদ্রোহীরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণ শিবির খুলছে এবং বিদেশে বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করছে বলে মিডিয়া প্রতিবেদন ছাপিয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভারতের সাথে সম্পর্কের এই শক্তিশালীকরণ লাদাখের হিমালয় অঞ্চলে দুই এশীয় পরাশক্তির সাম্প্রতিক সহিংস সঙ্ঘাতের পটভূমিতে ফিরে আসে, যা দক্ষিণ এশিয়ার একটি নতুন ভূরাজনৈতিক ফ্ল্যাশপয়েন্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

মিয়ানমারের জন্য বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, যা হিংস্রভাবে গোষ্ঠী দমনপীড়ন দিয়ে শুরু হয়ে মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করছে, এখন একটি ভূরাজনৈতিক অভিশাপের মধ্য দিয়ে চলছে এবং দেশটি তার দুই শক্তিশালী প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে হাবুডুবু খাচ্ছে।

চলতি বছর ৭ মে, ২০২১ মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন করে। গত ফেব্রুয়ারির সেনা অভ্যুত্থানের পর এটি মিয়ানমার বিনিয়োগ কমিশনের বড় আকারের প্রকল্প। এটি মিয়ানমারে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) এজেন্ডার একটি মূল অংশ। চলমান সঙ্কট সত্ত্বেও মিয়ানমারে চীন প্রকল্পগুলো নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়।

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে চীনের ব্যাপক স্বার্থ তীব্র সমালোচনা এবং এমনকি সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে; কারণ সামরিক সরকারবিরোধী আন্দোলনের অনেকেই দাবি করেছে যে চীন ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থান সম্পর্কে অবগত ছিল বা সম্ভবত সমর্থন করেছিল! সু চি রোহিঙ্গা বিষয়ে তদন্তে জাতিসঙ্ঘ কফি আনান টিমকে সাফ বলে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

৫০ এর পথচলায় নারী

(১৯ পাতার পর)

কর্মকান্ড প্রচারিত হচ্ছে নিয়মিত ।

বাল্যবিবাহ নিরোধে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলো কিন্তু করোনাকালে বাল্যবিবাহ বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ যা গত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী । ধারণা করা হচ্ছে ২০২৫ সালে বাল্যবিবাহের সংখ্যা প্রায় ২ কোটিতে পৌছাতে পারে । তারমানে সামনে এক ভয়াবহ সময় । নারীর এগিয়ে যাওয়ার পথে বাল্যবিবাহ এক বড় অভিশাপের নাম । জাতিসংঘ ঘোষিত এস ডি জি অর্জনের একটি বড় মাইলফলক হচ্ছে বাল্য বিবাহ নিরোধ । কারণ যাই হোক না কেন, সঠিক পদক্ষেপ যদি সময়মত নেয়া না যায় তাহলে এম ডি জি বা এস ডি জি যাই বলিনা কেন সকল অর্জনই প্রশ্নের মুখে পড়বে । আর সমাজের ৫০ ভাগ মানুষকে পিছিয়ে রেখে উন্নত রাষ্ট্র ঘোষনা করা মোটামুটি অসম্ভব কাজ । করোনাকালের যে পরিমাণ নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ বেড়েছে এসব ঘটনা আমাদেরকে আবারও মনে করিয়ে দিলো যে সমাজে নারীর প্রতি মানসিকতার ঠিক কোথায় ঘাটতি রয়ে গেছে । পরিবারগুলো এখনও মনে করছে কন্যা সন্তান মানেই পরিবারের বোঝা । কন্যা সন্তানের শিক্ষা বা কর্মের পিছনে বিনিয়োগকে লাভজনক মনে করছেনা পরিবারগুলো । তাইতো বিয়েতেই সমাধান খুঁজে নিচ্ছে । অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট হয়তো হয়েছে কিন্তু মগজের যে উন্নয়ন সেই কাজটি হয়নি মোটেও । একজন কন্যা সংসারের বোঝা নয় বরং সঠিক বিনিয়োগে সেও হতে পারে পরিবারের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার এই বিশ্বাসের জায়গাটিকে প্রতিষ্ঠিতে করা না গেলে বাল্যবিয়ের মত অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব ।

উন্নত দেশের অগ্রযাত্রায় তাই নারীর স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে ।প্রশাসনিক উচ্চ পদে নারীদের আসার রাস্তাটিকে সুগম করতে হবে আরও বেশী করে । উপর থেকে নীচ পর্যন্ত নারীর প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা তৈরীর কাজটি করতে হবে পরিকল্পিতভাবেই । বিচ্ছিন্ন কাজ দিয়ে কিছু সংখ্যাতাত্ত্বিক উন্নয়ন এলেও গুনগত পরিবর্তনটা আসবেনা । আর স্থায়ী বা টেকসই উন্নয়নের বিবেচনায় নারীর ধারাবাহিক ও স্থিতিশীল উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে না পারলে ফলাফল যেকোন সময় উলটো হয়েও যেতে পারে । নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে বিবেচনা করে রাষ্ট্র ও সমাজের সকল কর্মকান্ডে নারীদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের অংশ হিসাবে । নারীবান্ধব বাজেট প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি । নারীর আইনি অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জেন্ডার সমতা আনয়নের কাজটিতে মনযোগ দিতে হবে সচেতনভাবেই । ব্যপক সামাজিক সংস্কার ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার । মত প্রকাশ ও পথ বিচারে নারী একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে যেন নিজের সিদ্ধান্তটি নিতে পারে সেই অধিকারকে সংরক্ষণ করতে হবে রাষ্ট্রকেই । মৌলবাদকে ঠেকাতে হলেও নারীর এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা তৈরী করাটা জরুরি । সমাজ থেকে মৌলবাদী ধ্যানধারণাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্য তাই দরকার শক্তিশালী একটি নারী উন্নয়ন নীতিমালা যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে নারীর শিক্ষা, কর্ম, অর্থনীতি বা প্রশাসনিক অগ্রযাত্রার রূপকল্প ।

লেখক: কলামিস্ট ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী ঃ বাঙালী নারী

(১৯ পাতার পর)

ক্ষেত্রে উন্নয়নের মূলধারার সাথে এগিয়ে গেছে নারীরা । বাংলাদেশের জনশক্তির অর্ধেক নারী, সেই অর্ধেক জনশক্তিকে বাদ দিয়ে কোনো দিন দেশ এগিয়ে যেতে পারে না । অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর এগিয়ে যাওয়ার চিত্র আমরা দারুণভাবে লক্ষ্য করতে পারি ।

শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে । নারীরা এখন নিজেকে যোগ্য এবং প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে পড়াশোনা করছে । বোর্ড পরীক্ষা সহ বিভিন্ন সার্টিফিকেট পরীক্ষাগুলোর ফলাফলের দিকে নজর দিলেই বুঝা যায় নারীদের আগ্রহ এবং উন্নতির বিষয়টা ।

অর্থনৈতিকভাবেও বাংলাদেশে বর্তমানে নারীর অগ্রযাত্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যতগুলো খাত আছে তার প্রায় সবকটিতেই বিশেষ করে কৃষি ও পোশাক শিল্প খাতে নারীর অবদান সবচেয়ে বেশি ।দেশের রপ্তানি শিল্পের ৯০ ভাগই নারী শ্রমে অর্জিত । বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের ৮০ শতাংশের বেশি নারী ।অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ । পোশাক শিল্পকারখানার নারীরা অমানবিক পরিশ্রম করেই কিন্তু দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রেখেছেন । সুতরাং বাংলাদেশ নারীর উন্নয়ন ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু পথটা অনেক লম্বা । শিক্ষা, চিকিৎসাসহ বেশ কিছু পেশায় ভালো মানের কাজের জন্যে নারীরা পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছেন । কর্ম ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আগের তুলনায় বেড়েছে । অতিমারীর এ সময়টাতে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী এবং তারা করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামনের সারিতে রয়েছে । স্বাস্থ্যসেবায় জড়িত নারীরা দেশের এই নাজুক অবস্থায় সংসার, সন্তানের মায়া-ভালোবাসাকে আগলে রেখেই কিন্তু সমাজ এবং দেশের কল্যাণে এ যুদ্ধে এগিয়ে গেছেন ।

এই পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে নারীর তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন হয়েছে । নারীর উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বে আরও ক্ষমতায়ন প্রয়োজন । বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকার নারী । তাই বাংলাদেশ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়েছে । কিন্তু তৃণমূল পর্যায়েও নারীর ক্ষমতায়ন দরকার । কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন একটি চাবিকাঠি । লিঙ্গ সমতা বড্ড জরুরি বিষয় নারীর ক্ষমতায়নকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য । নারীদের এখনো দুর্বল ভেবে পেছনে ফেলে রাখার ভাবনা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে সর্বস্তরে । নারী অংশগ্রহণ সকল ক্ষেত্রে বাড়লেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারী আসতে পারেনা আজও । সকল ক্ষেত্রে সচেতনতা গড়ে তুলতে পরিবারের চেয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা বেশি থাকা উচিত । নারী শিক্ষিত কিংবা কর্মজীবি হলেই পুরোপুরি উন্নয়ন ঘটবে এমন ধারণা আংশিক সত্য । নারী উন্নয়নের জন্যে সবার আগে নারীকে আত্মসচেতন হতে হবে । নারীকেই প্রথমে জানতে হবে তার নারী সত্তার বাইরে গিয়ে সে প্রথমে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ । লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হলে শিক্ষাস্তরের প্রাথমিক পর্যায় থেকে পাঠ্যক্রমের আওতায় এনে লিঙ্গ সমতা অর্জনের মানসিকতা সম্পন্ন সমাজ গড়তে হবে এবং এর শুরু হতে হবে এখন থেকেই । বিজয়ের ৫০ এ এসে এখন নারী বান্ধব পরিবেশ গঠন করার কোনো বিকল্প নেই । বাংলার সুবর্ণজয়ন্তীর এই ক্ষণে এসে প্রিয় জন্মভূমিকে যেমন করে সফলতার চূড়ায় দেখার সাধ, ঠিক তেমন করেই নারীরাও দ্যুতি ছড়িয়ে যাক নিজেদের যোগ্যতায় সর্বক্ষেত্রে, সফলতা ছুঁয়ে থাকুক পরিশ্রমী নারীদের । জ্বলজ্বলে হয়ে উঠুক তারা সফলতার আকাশে লুব্ধকের মতো ।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এসেসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অর্জনে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৮ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

স্বাধীনতার ৫০বছর, আমাদের যাকিছু

(১৯ পাতার পর)

রাজা আমাদেও এই রাজার রাজত্বে' এমন মনোভাবের জন্যে সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন দেখা যায় প্রতিনিয়ত! সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার আকাল চোখে পড়ার মতোন ।

আমার বাংলাদেশ আমার ফেলে আশা শৈশবের বাংলাদেশটা দেখতে ইচ্ছে করে মৃত্যুর আগে আরো একবার । যে বাংলাদেশকে শুধু তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যেই বলবোনা, 'সকল দেশের রাণী সে যে' বলবো সকল মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা এবং মমতার সম্পর্কের জন্যেও ...'হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান দেশমাতা এক সকলের' ।

আর একটা বিষয়ও বোধহয় অনেকেই আমার সাথে দ্বিমত করবেন না, যেনতেনভাবে টাকা বানানোর নেশা, যে কাউকে মেওে ফেলা অবলীলায় যেন আরো ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে এই সময়ে । এবং সরকার স্বাধীনতাবিরোধী বা জামাত-শিবির চক্র ঠেকাতে গিয়ে দেশে রাখেনি কোন বিরোধী শক্তি যে বা যারা বলবে আপনারা যতই উন্নয়নের একক ধারক বাহক হোন, আজ যে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছেন, এমনটাই কী হওয়ার কথা ছিল? পরবর্তী প্রজন্ম দাঁড়াবে কী একে অন্যেও হাত ধওে নির্বিঘ্নে পাশাপাশি, এই বিশ্বাস কী আবার ফিরবে এই বাংলায়?

জানিনা, বলতে ইচ্ছে কওে না, অভিমান হয় আজকাল বুকের মাঝে প্রবাসী হিসেবে এমনিতেই একটা পরবাসী সুর যখন তখন ভোগায় তার মাঝে আমাদেও চেনা দেশের নানান বৈপরিত্যেও টুকরো চিত্র হতাশ করে, ভাবায়, আশঙ্কিতকরে! তবে দিন শেষে একটাই বিশ্বাস থেকে মন গেয়ে উঠে 'তবুও আমার বাংলাদেশ' ভালোবাসি, স্বদেশ আমার । দেশের জন্যে যারা দিয়ে গেছে প্রাণ,

'ভুলিনি আমরা','আমরা তোমাদেও ভুলবো না'

অতল শ্রদ্ধা সকল আত্মদানকারী সুর্যসন্তানদের, যাদের জন্যেই পেয়েছি আমরা আমাদের লাল সবুজ পতাকার মান-চিত্র ।

সকল শুভতা ঘিরে থাকুক আমার দেশকে এইটুকুই চাওয়া ।

আমার অনুভবে করি উচ্চারণ,

দেশ মানে
হাত বাড়ালেই কোন বন্ধুর হাত
দেশ মানে
নিজের মত দিন শেষের রাত
দেশ মানে
পরবাসীমন, বুকেতে লুকানো মেঘ
দেশ মানে
যখন তখন কারণ অকারন আবেগ
দেশ মানে
পুরো একটা আমি
দেশ মানে
বদলে না যাওয়া তুমি!!

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন ।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয় ।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয় ।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয় ।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি ।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি ।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো পবিত্র বড়দিন ও ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে গ্রিনকার্ডেও আবেদন। এডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাকের জন্যে কী কী প্রয়োজন?

এডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এমন একজন যিনি আইন সমম্মতভাবে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য তার গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করার প্রক্রিয়া। যারা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন না বা স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য উপযুক্ত নন, তারা কন্স্যুলার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেতে পারেন। এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছেঃ

বিদেশী যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে আমেরিকান দূতাবাসে অথবা কন্স্যুলেটে আইনসম্মমতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ব্যাপারে আবেদন করেছেন এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে চান- তাদের এডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাসের জন্য কী কী প্রয়োজন?

যোগ্যতাঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদনের জন্য যোগ্য-

আমেরিকান নাগকিরদের সক্ষাত আত্মীয়। এরা হচ্ছেন- (১) স্বামী/স্ত্রী, (২) ২১ নিম্ন বয়সের অবিবাহিত সন্তান এবং (৩) মা-বাবা।

পারিবারিক ভিত্তিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আমেরিকান নাগরিকদের অন্যান্য আত্মীয়। যেমনঃ ২১ উর্ধ্ব সন্তান, বিবাহিত সন্তান এবং আমেরিকান নাগকিরদের ভাই ও বোনেরা। গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রের আইনসম্মত পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের ২১ নিম্ন বয়সের অবিবাহিত সন্তানেরা। আমেরিকান নাগরিক এবং পার্মানেন্ট রেসিরেডন্টদের আত্মীয়দের অবশ্যই আই-১৩০ পিটিশন অনুমোদিত থাকতে হবে এবং এইসব ক্যাটাগরিতে ভিসার প্রাপ্যতা থাকতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে কামাল চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী, আমার স্ত্রীর করা আবেদনের মাধ্যমে আমি গ্রিনকার্ড পেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখ-জনক বিষয় হচ্ছে আমাদের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত টেকেনি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পাবার পর ডিভোর্স হলে গ্রিনকার্ডের অবস্থা কেমন হবে?

এ ব্যাপারে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

কামাল চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

ডিভোর্স হওয়ার পর গ্রিনকার্ডের স্ট্যাটাস কি দাঁড়ায়?

অনেকক্ষেত্রে ডিভোর্সের পর পার্মানেন্ট রেসিডেন্টরা গ্রিনকার্ড পওয়ার জন্য তাদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। আবার অনেক সময় এটা কোন ইস্যু মনে হয় না। কেউ যদি আইনসম্মত রেসিডেন্ট হিসেবে ১০ বছর যাবত গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন তবে বিয়ের স্ট্যাটাস সারাসরি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসকে ক্ষতিগস্ত করতে পারবে না।

আবার কেউ যদি কোন ইউএস সিটিজেন বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্টকে বিয়ে করেই গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে ডিভোর্স সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ইউএসসিআইএস ২ বছর শর্ত সাপেক্ষে গ্রিনকার্ড দিয়ে থাকে। এই ২ বছরকে ইউএস-সআইএস বিয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়নের সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। ইমিগ্রেশন আইন ইউএসসিআইএস দেখতে চায় ঐ ২ বছরের বিয়েটা বিশ্বাসযোগ্য অবস্থায় পৌছেছেন এই শর্ত সাপেক্ষে সময়ের শেষে দম্পতি তাদের বিয়ের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণসহ অবশ্যই যৌথভাবে আবেদন করবেন এবং ফরম আই ৭৫১ প্রমাণসহ পূরণ করে শর্ত প্রত্যাহারের পিটিশন দাখিল করবেন। ফরম আই-৭৫১ হচ্ছে যৌথ পিটিশন এবং এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই স্বাক্ষর করতে হবে।



শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ড পাওয়ার পর গ্রিনকার্ড পেলে কী হবে?

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন ইউএস সিটিজেন বা কোন পার্মানেন্ট রেসিডেন্টকে বিয়ের শর্ত সাপক্ষে গ্রিনকার্ড পাবার পর ডিভোর্স হলে সেক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে ইউএসসি-সআইএস ২ বছরের জন্য শর্ত সাপেক্ষে গ্রিনকার্ড ইস্যু করে থাকে। যদি সঠিকভাবে শর্ত পূরণ করে ২ বছর অতিক্রান্ত হয় তবে যৌথভাবে ফরম আই-৭৫১ ফাইল করতে হবে স্বামী-স্ত্রী দুজনের স্বাক্ষর সহ।

যদি এই সময়ের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় তবে শর্ত মওকুফের জন্য উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত যৌথ আবেদন জরুরী। কন্ডিশনাল রেসিডেন্ট ডিভোর্সের পর একই ফরম আই-৭৫১ পূরণ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে ইউএসসিআইএস প্রায় নিশ্চিতভাবেই কেসটিকে অতিরিক্ত সতর্কতা নিয়ে বাছাই করে দেখতে চাইবে। তারা নিশ্চিত হতে চাইবে যে বিয়েটা প্রকৃত অর্থেই বিয়ে ছিলো। এবং উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ছিলো। ইউএসসি-সআইএস যেনো মনে করে, যে, দু'জন একদা ভালোবেসে ছিলো। এবং একে অপরের প্রতি কমিটেড থাকা সত্বেও তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তবে প্রমাণের দায়িত্ব বর্তাবে যিনি শর্তসাপেক্ষে গ্রিনকার্ড পেয়েছিলেন।

এরকম ক্ষেত্রে আমরা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছি যে, ওয়েবারের জন্য আই-৭৫১ ফাইল করার পূর্বে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলা ভালো। আবেদনকারীকে অবশ্যই আবেদনের সঙ্গে ডিভোর্সের রায় বিবাহিত যথাযথভাবে চলছিলো এবং কেন ডিভোর্স হোল তার একটি বিশ্বাসযোগ্য বিবৃতি সংযুক্ত করে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইমিগ্রেশন প্রমাণ চায় বিয়েটা প্রকৃত বিয়ে ছিলো- গ্রিনকার্ড পাবার জন্য বিয়েটা ছিলো না। বিষয়টি সিরিয়াসলি নিতে হবে এবং যতবেশি প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব তা সংযুক্ত করতে হবে। ফরম আই ৭৫১ ফাইল করতে ব্যর্থ হলে এবং অসফল আবেদনের ফলে ডিপোর্টেশনের আশংকা থাকবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথে যোগাযোগ কারতে পারেন।

কুইন্স থেকে এস হকে প্রশ্নেঃ

আমার আত্মীয়ের জন্যে রিলেটিভ পিটিশন পিশিন ফাইল করার পর সেটি এপ্রুভ না হয়ে ফেরৎ এসেছে। কারণ ছিলো পিটিশনে ফিস নাকি যথার্থ ছিলো না। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাইছি।

এস হকে প্রশ্নের উত্তরঃ

ইউএসসিআইএস'র ফিস কত ছিলো? আপনাকে সঠিক অর্থ এবং যথার্থ অর্থ উল্লেখ করে চেক লিখতে হবে। সটিক অর্থ প্রদান না করলে ইউএসসিআইএস আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেয়। সাধারণত দুটি কারণে ইউএস সিআইএস আবেদন ফেরৎ পাঠাতে পারেঃ

চেকে যদি স্বাক্ষর না থাকে এবং ২) যদি সঠিক ফিস প্রদান করা না হয়। ইউএসসিআইএস'র ফিস চেক করে নেয়া জরুরী। সঠিক ফিস এর জন্য ইউএসসিআইএ-স'র ওয়েব সাইট পরীক্ষা করে নিতে হয়।

ইমিগ্রেশনের কিছু জানতে চাইলে স্পষ্টকরে উল্লেখ করলে তার সঠিক উত্তর দেয়া যায়।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আল্লাহ ন্যায়সঙ্গত বিচার করবেন

(শেষের পাতার পর)

ডাক্তারের কাছে দৌড়াচ্ছেন, সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করছেন, কসমেটিকস দিয়ে নানাভাবে সাজাচ্ছেন এই সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো কাল হাশরের ময়দানে আপনার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে। মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা এগুলোর জবান খুলে দিবেন। সেদিন এরা আপনার মর্জির বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে কথা বলবে। সেই স্বাক্ষ্য আপনার বিরুদ্ধেও হতে পারে আবার পক্ষেও হতে পারে। ভাল করলে ভালো স্বাক্ষ্য দিবে, মন্দ করলে হুবহু তা ধরে তুলবে। সুতরাং আপনার মুখ দিয়ে ভালো ও উপকারী কথা বলুন, হাত-পাকে ভালো কাজ করুন ও চোখ দিয়ে শুধু ভালোই দেখুন।

আপনার প্রিয় মুখ! যার দ্বারা গলাবাজি করেছেন, সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পৃথিবীর মানুষদের ঠকিয়েছেন, গিবত, পরনিন্দা,পরচর্চা করেছেন, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, কত নিরপরাধ মানুষের গায়ে মিথ্যার ট্যাগ লাগিয়েছেন, সম্মানিত মানুষদের অপমাণিত করেছেন। আপনার মুখের কারণে প্রতিবেশীরা সারাক্ষণ তটস্ত্র থেকেছে। আপনার মুখ থেকে বাঁচার জন্য তারা আপনার থেকে দুরত্ব বজায় চলতো বা সর্বদা আপনাকে এড়িয়ে গেছে। আপনার একটি কথার কারণে কত মানুষ দূর্ভোগের শিকার হয়েছে। মিথ্যার অপবাদ নিয়ে কত মানুষ দুর্বিসহ জীবন কাচিয়েছে।

আপনার প্রিয় পা! যার দ্বারা নেচে নেচে অন্যের বিপদে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। দু'পায়ে ঠেলে দিয়েছেন কতসব বৈধ সীমা। অন্যের সীমানা প্রাচীর লঙ্ঘন করেছেন। হেঁটে গেছেন কত সব কু-কাজে। আরো কতভাবেই না এই সুন্দর দুটো পা'কে অবৈধ কাজে ব্যবহার করেছেন।

আপনার হাত, হায়রে প্রিয় ও সুন্দর দু'টো হাত! বৈধ-অবৈধ সব লুটে নিয়েছেন দু'হাতের নাগালে যা পেয়েছেন। মজলুমের উপড় আপনার দু'খানা হাত কত বারই না উঠে এসেছে। অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। খাদ্যে ভেজাল মিশিয়েছেন। সব জায়গায় কথার আগে আপনার হাত দুটো বেশী চলতো। গায়ের জোরে দু'খানা হাতকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করেছেন খুব বেশী।

আপনার এই প্রিয় জিনিসগুলো কাল হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর বিচারালয়ে আপনার বিরূদ্ধে সাক্ষী দিবে। হ্যাঁ,সত্যি আপনার এই প্রিয় অঙ্গগুলো আপনারই বিরুদ্ধে কাল আল্লাহর আদালতে স্বাক্ষী দিবে। আল কুরআন এই সত্যতা প্রকাশ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে।"(সুরা ইয়াসীন: ৬৫)

মানুষের মুখ খুব দ্রুততম একটি যন্ত্র। সারাদিন বক্‌বক্ করতেই থাকে। সত্য-মিথ্যার কোন পার্তক্য ছাড়াই নিজের স্বার্থের জন্য যা মনে চায় তা সে বলতেই থাকে। এমনকি বলতে বলতে তার মুখ এতটাই দু:সাহসিক হয়ে উঠবে যে, হাশরের মাঠে উপস্থিত হয়ে মহান আল্লাহর বিচারালয়ে গিয়েও নিজেকে রক্ষার জন্য সত্য-মিথ্যা বলতে থাকবে। সেদিন এসব উদ্ধত অপরাধীরা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলবে এবং আমলনামার নির্ভুলতাও মেনে নেবে না, তাদের ব্যাপারে এ ফয়সালা দেয়া হবে। তখন আল্লাহ হুকুম দিবেন, ঠিক আছে তোমাদের বাজে কথা বা বকবকানি বন্ধ করো এবং এখন দেখো তোমাদের নিজেদের শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ তোমাদের কৃতকর্মের কি বর্ণনা দেয়।

উল্লেখিত আয়াতে কেবলমাত্র হাত ও পায়ের সাক্ষ্যদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে তাদের চোখ, কান, জিহ্বা এবং শরীরের চর্মও তাদেরকে দিয়ে যেসব কাজ করানো হয়েছে সেগুলো পূর্ণ বিবরণ শুনিয়ে দেবে।

যেমন সুরা নুরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের হাত পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে।"(সুরা নুর:২৪)

এখানে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে আল্লাহ বলেন, আমি এদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিবো এবং উল্লেখিত সুরা নুরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, এদের কণ্ঠ সাক্ষ্য দিবে। এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে তাফ-সীরকারকগণ সামঞ্জস্য বিধান করছেন এভাবে যে, তাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হবে। অর্থাৎ এরপর তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মর্জি মাফিক কথা বলতে পারবে না। আর কণ্ঠের সাক্ষ্যদান অর্থ হচ্ছে, পাপিষ্ট লোকেরা তাদেরকে কোন কোন কাজে লাগিয়েছিল, তাদের মাধ্যমে কেমন সব কুফরী কথা বলেছিল, কোন ধরণের মিথ্যা উচ্চারণ করেছিল, কতপ্রকার ফিতনা সৃষ্টি করেছিল, কি কি কথা বলে মানুষের মধ্যে বিভেদের পাহাড় তৈরী করেছিল এবং কোন কোন সময় তাদের মাধ্যমে কোন কোন কথা বলেছিল সেসব বিবরণ তাদের কণ্ঠ স্বতস্ফূর্তভাবে দিয়ে যেতে থাকবে। অর্থাৎ মুখ তখন আর তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। এটিকে পূর্ণভাবে স্বাধীন করে দেয়া হবে এবং সে যা সত্য তা স্বতস্ফূতভাবে বলার শক্তি দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পরে যখন সবাই সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।"(সুরা হা-মীম আস সাজদা:২০)

আমার শ্রুতিমধুর কান। যার দ্বারা ভাল কথা কোনদিন শুনেনি। আর শুনলেও পরক্ষণই অন্য কান দিয়ে তা বের করে দিয়েছি। নয়নাভিরাম দু'টো চোখ। পৃথিবীর সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখার জন্য আল্লাহর দেয়া এই নিয়ামতটির ওপর কতই না অত্যাচার করা হয়েছে। লোল্যুপ দৃষ্টি থেকে কেহই রেহাই পায়নি। শুকুনের দৃষ্টি দিয়ে সে শুধু মৃত প্রাণীই খুঁজে ফিরেছে। চামড়া, হায়রে আমার স্নেহশীল পরম যত্নের চামড়া তোর জন্য কি না করেছি। কোনদিন অযত্ন অবহেলা করিনি। সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে তোকে ময়লামুক্ত করেছি, মেকআপ দিয়ে নানাভাবে সাজিয়েছি। সুন্দর চামড়া বা অবয়ব দিয়ে অবৈধ জগৎটাকে মোহিত করেছি, অবাধে সব ভোগ করেছি। আর এই চামড়া ও চোখ আমার অবাধ্য হয়ে আমার বিরুদ্ধে সত্য স্বাক্ষ্য দান করবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা জবাব দিবে, সেই আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোন সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের খবর আল্লাহও রাখেন না।"(হা-মীম আস সাজদা: ২১-২২)

এ থেকে আরো জানা গেলো, সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াও যেসব জিনিসের সামনে মানুষ কোন কাজ করেছিলো তার প্রতিটি জিনিসই কথা বলে উঠবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"পৃথিবী তার ভেতরকার সমস্ত ভার বাইরে বের করে দেবে। আর মানুষ বলবে, এর কি হয়েছে। সেদিন সে তার নিজের সব অবস্থার বর্ণনা করবে।"(সুরা যিলযাল:২-৪)

হযরত আবু হুরাইরা রা: বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পড়ে জিজ্ঞেস করেন: "জানো তার সেই অবস্থা কি?" লোকেরা জবাব দিলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন। রাসুলুল্লাহ সা: বলেন, "সেই অবস্থা হচ্ছে, যমীনের পিঠে প্রত্যেক মানব মানবী যে কাজ করবে সে তার সাক্ষ্য দিবে। সে বলবে, এই ব্যক্তি উমুক দিন এই কাজ করেছিলো। এই হচ্ছে সেই অবস্থা, যা যমীন বর্ণনা করবে।"(মুসনাদে আহমাদ, তির-মিযি, নাসাঈ) এ ছাড়াও এই সাক্ষ্যের কথা আনাস রা:, আবু মুসা আশ'আরী রা:, আবু সাঈদ খুদরী রা: এবং ইবনে আব্বাস রা: বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম, নাসাঈতে উল্লেখ রয়েছে।

আসলে প্রত্যেক মানুষের কর্মকা- আল্লাহ সরাসরি জানলেও আখিরাতে যখন তিনি আদালত কায়েম করবেন তখন সেখানে যাকেই শাস্তি দিবেন ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দাবী পুরোপুরি পালন করেই শাস্তি দিবেন। তাঁর আদালতে প্রত্যেকটি অপরাধী মানুষের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হবে তার সপক্ষে এমনসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হবে যার ফলে তার অপরাধী হবার ব্যাপারে কারো কোন বলার অবকাশ থাকবে না। সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তার আমলন-ামা। সবসময় তার সাথে লেগে থাকা কিরামান কাতেবীন ফেরশতারা তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ রেকর্ড করেছেন। এরপর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আমলানামার প্রতিটি বিষয়ের সাক্ষী দিবে।

লেখক: ম্যানেজার, আইবিবিএল, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।



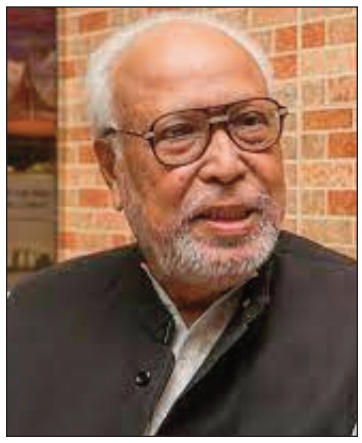


এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ



বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে স্বাধীনতাযুদ্ধসহ সব শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন, অভিবাদন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর দুই ব্রিগেডিয়ার ও এক জেনারেলের সঙ্গে একমাত্র বাঙালী হিসেবে হানাদার সেনাপতি টাইগার নিয়াজির গুহায় গিয়েছিলাম। সেদিন কল্পনাও করিনি স্বাধীন দেশে এত দিন বেঁচে থাকব। কোনো বড় কাজ করে বেশিদিন বাঁচতে নেই। তাতে অবহেলার শিকার হতে হয়। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সমগ্র বাঙালী জাতিকে যেমন দিশাহারা এতিম করা হয়েছিল, তেমনি আমি এবং আমার পরিবার হয়েছে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। রাস্তাঘাটে এখনো সাধারণ মানুষ কমবেশি সম্মান করে, কৃতজ্ঞতা জানায়, সাহায্যও করে। কিন্তু যাদের কৃতজ্ঞ থাকার কথা তারা অনেকেই কিছুই করে না। এবার ১৬ ডিসেম্বর ছিল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিব শতবর্ষ। সকালে প্যারেড গ্রাউন্ডে কুচকাওয়াজে যাইনি। কিন্তু সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় গিয়েছিলাম। সেখানেও বোধহয় যাওয়া হতো না। ১৪ তারিখ ১১টা-সাড়ে ১১টার দিকে সুভাষ সিংহ রায়ের টেলিফোন পাই। সুভাষ এক অসাধারণ মানুষ। '৯০-এ দেশে ফিরে সুভাষকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বোন শেখ হাসিনার সহকারীদের মধ্যে পেয়েছিলাম। চটপট কথা বলত, লেখালেখি করত অবিরাম। আবার আমার খুবই স্নেহের প্রিয় মমতা হেনা লাভলীকে বিয়ে করেছে। লাভলী এখন মহিলা কোটায় একজন সংসদ সদস্য। ফোন ধরেই বলেছিল, 'স্যার, মুজিব শতবর্ষের দাওয়াত পেয়েছেন তো?' বলেছিলাম, পেয়েছি। 'মুজিব শতবর্ষের সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।' তিনিও বললেন, 'স্যার, দাওয়াত পেয়েছেন?' জানি না, কীভাবে যেন দাওয়াতপত্র পেয়েছিলাম। কে বা কারা দাওয়াতপত্র পৌঁছে দিয়েছিল তার বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। এর আগে সেনাকুঞ্জে সেনা দিবসের দাওয়াত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে কেউ এসে দেখা করে কথা বলে দিয়ে যেত। যেদিন থেকে মুজিব শতবর্ষ গণনা হয়েছিল ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দফতরের কি এক ডক্টর কার্ড নিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলাম, বুড়ো বয়সে একা যাব না। তারা বেগম সাহেবার জন্যও কার্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং নিয়ে বসিয়ে ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পেছনে প্রথম সারিতে। এবার অনুষ্ঠানে যাওয়ার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কারণ শরীর খারাপ। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মাস দুই আগে করোনা হয়েছিল। কিন্তু সুভাষ সিংহ রায় এবং অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর অনুরোধে রাজি হয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কামাল আবদুল নাসের বলেছিলেন, করোনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। আমি সকালেই লোক পাঠাচ্ছি। ১৫ তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক প্রিয় ওবায়দুল কাদেরকে দেখতে গিয়েছিলাম। কেবিন ব্লকের ৩১২ ভিআইপি রুমে তিনি ছিলেন। আমিও এবার তাঁর নিচতলা ২১২-তে প্রথম এবং করোনায় আক্রান্ত হলে ৫১২-তে কাটিয়ে এসেছি। ২১১, ২১২ থেকে সব তলারই ১১, ১২ ভিআইপি রুম। শুধু তলা অনুসারে ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এই ব্যবধান। আমি যে কবার হাসপাতালে গিয়েছি প্রতিবারই ওবায়দুল কাদের আমাকে দেখতে গেছেন। শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। মেডিকেল বোর্ড বসেছিল। তাই অনেকক্ষণ বসে থেকেও দেখা হয়নি, চলে এসেছিলাম। বাসায় ফিরেই শুনি কভিড পরীক্ষার জন্য লোক এসেছিল। ফোন করলেই তারা চলে আসবে। বাসায় ফিরে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট দুটি মেয়ে এসে হাজির। মিষ্টি খেয়ে নমুনা নিয়ে ছবি তুলে তারা চলে যায়। রাতে করোনার রিপোর্ট আসে। ফল নেগেটিভ।

১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের কার্ড উল্টে দেখি নির্দেশনা-মোবাইল ফোন থেকে কলম পর্যন্ত সবকিছু নেওয়া বারণ। লোকজন মনে করে আমি খুবই সাহসী। কিন্তু আমি যে আচার-আচরণে কতটা ভীতু তা অনেকেই জানেন না। যে কারণে মোবাইলসহ কলম পর্যন্ত নিইনি। ভিতরে ঢুকেই কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে দেখা। তার মধ্যে একজন সাবেক ছাত্রনেতা এনামুল হক শামীম '৯০-এ যখন দেশে ফিরি তখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল। আমাকে স্মৃতিসৌধের গেটে এক বিশাল সংবর্ধনা দিয়েছিল। যেখানে সাভারের নেতা শামসুজ্জোহা খান মজলিশ এবং গিয়াস উদ্দিন আহমেদ ছিল। অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রথম কাতারে আসন পেলাম। ডান পাশে একসময়ের বঙ্গবন্ধুর পিএস মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন। বাঁ পাশে পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক। তাঁর বাঁয়ে আলাদা চেয়ার নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান বসেছিলেন। তারপর শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, জনাব শেখ সেলিম, তারপর সংসদ সদস্য আমীর হোসেন আমু। ডানে শাজাহান খান, কিন্তু চেয়ারে নাম ছিল ফরাস উদ্দিনের। শাজাহান খান প্রথমে বাঁয়ে গোলাম দস্তগীর বীরপ্রতীকের চেয়ারে বসেছিলেন। গোলাম দস্তগীর এলে তাঁকে অন্য চেয়ারে বসতে বললেও তিনি বসেননি। কিছুক্ষণ পর অনেক বলেকয়ে শাজাহান খানকে দস্তগীরের আসন থেকে তুলে ফরাস উদ্দিনের আসনে বসানো হয়। শাজাহান খানের ডানে ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, তাঁর ডানে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। আমি পৌঁছেছিলাম ৩টা ২০ মিনিটের দিকে। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ৪টায়। জানি না কী কারণে ৪টার জায়গায় ৪টা ২০-২৫ মিনিটে শুরু হয় জাতীয় সংগীত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শপথবাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে। খুব অল্প সময়ের অনুষ্ঠান। মঞ্চ ছিল বড় বেশি দূরে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশে যে শপথবাক্য পাঠ করেন আমরা যারা অনুষ্ঠানে ছিলাম তাদের থেকে ৭০-৮০ মিটার দূরে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান আলোচনা সভা। সেটাও প্রথম সারির মেহমানদের থেকে ৬০-৭০ ফুট ব্যবধানে। অনুষ্ঠানে গিয়ে সামনাসামনি বসে দেখার চাইতে ঘরে বসে টেলিভিশনে দেখলেও মনে হয় অনেক বেশি সান্নিধ্য পাওয়া যেত। তবু বলা যায় চমৎকার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান। মনে হয় ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। তবে রাজনৈতিক তেমন সম্পৃক্ততা চোখে পড়ল না। সবকিছুই প্রশাসনিক। অবাক হলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শপথবাক্য পাঠের মঞ্চে লেখা ছিল 'মুজিবর্ষ'। অথচ হওয়ার কথা 'মুজিববর্ষ'। এত বড় মারাত্মক ভুল কারও চোখে পড়েনি! মুজিব শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সূচনায় ১০ জানুয়ারী ২০১৯-এ যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রেহানা, জয় এদের পেছনের সারিতে যেভাবে আসন ছিল প্রায় একই রকম আসনবিন্যাস ছিল শতবর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠানে। আমি যেখানে বসেছিলাম তার প্রায় ৩০-৪০ ফুট সামনে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, তাঁর বাঁয়ে বোন রেহানা, তারপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ, মান্যবর অতিথি মহান ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। আল্লাহর কি অপার মহিমা আমি যখন নির্বাসনে এই রামনাথ কোবিন্দকে প্রায় ২০-২৫ বার দেখেছি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পরাজিত করে জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে জর্জ ফার্নান্দেজ, ওড়িশার মুকুটহীন সম্রাট বিজু পট্টনায়েক, ইন্দিরাজিকে যিনি পরাজিত করেছিলেন সেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজ নারায়ণ, জনতা পার্টির সভাপতি পরে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখর, মধু লিমাই ও সুরেন্দ্র মোহন এমপির বাড়িতে কতবার দেখেছি তার কোনো হিসাব নেই। সত্যিই আল্লাহর মহিমা বোঝা বড় কঠিন। শপথবাক্য পাঠ শেষে বিরতির সময় যখন চুপচাপ বসেছিলাম তখন নরসিংদীর এক মেজর জেনারেল মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক জিজ্ঞাস করছিলেন, শপথ পাঠটি কেমন হলো? বলেছিলাম, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সরাসরি পেছনে বসেছিলেন এসপি মাহবুব বীরবিক্রম বরিশালের আমাদের প্রিয় নেতা সুলতান শরীফের বন্ধু। সুলতান ভাই কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এসপি মাহবুব বলেছিলেন, মোটামুটি ভালো।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠানে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদকে কেন প্রধান অতিথি করে মহান ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে বিশেষ অতিথি করা হয়েছিল ব্যাপারটা মাথায় আসেনি, এখনো আসছে না। যাক, ওসব নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। অনুষ্ঠানটি ভালো হয়েছে। অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ ছাড়া, আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িতরা ছাড়া কেউ অংশগ্রহণ করেনি। এখানে মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি ততটা সফল হতে পারেনি। ইদানীং রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত না পেলে তেমন কিছু মনে হয় না। ভালো খারাপ কিছুই লাগে না। কিন্তু কেন যেন সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল মহান আল্লাহর কি কুদরত ৫০ বছর আগে ১৬ ডিসেম্বর ছিল বৃহস্পতিবার, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিনটিও বৃহস্পতিবার। ১৮ ডিসেম্বর শনিবার পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাদেরিয়া বাহিনীর উদ্যোগে। সেবারও ছিল শনিবার, এবারও শনিবার। কেন যে একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ একবারের জন্যও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নাম উচ্চারণ করেননি, শ্রদ্ধা নিবেদন করেননি। অন্য সময় হোক বা না হোক সুবর্ণজয়ন্তীতে তখনকার ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান মানেকশ এবং সোহারওয়ার্দী উদ্যানে যার কাছে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেছিল সেই জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নাম উচ্চারণ করা উচিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রীকে খুবই ভালোবাসি। কিন্তু তিনি দুবার 'পাক হানাদার' বলেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আলোচনা করেন বক্তৃতা করেন তখন সব সময় বেশ শঙ্কায় থাকি তিনিও কখনো পাক হানাদার বলে ফেলেন কি না। সত্যিকার অর্থে পাকিস্তান হানাদাররা কখনো পাক না। হানাদার কখনো পাক হয় না, হানাদার সব সময়ই নাপাক। আল্লাহ পাক, রসুল পাক, পবিত্র কোরআন পাক। যাক, এসব বলে কোনো লাভ হবে না। কিন্তু কেন যেন বারবার মনে হচ্ছিল ১৬ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায় নিয়াজির সঙ্গে যখন কথা হয় তখন মিত্রবাহিনীর পক্ষে জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সানসিং বাবাজি ও ব্রিগেডিয়ার ক্লের ছিলেন, একমাত্র বাঙালী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি ছিলাম। কিন্তু সুবর্ণজয়ন্তীতে কেউ একবারের জন্যও মনে করেনি সেদিন আমি না থাকলে শুধু ভারতীয়রাই নিয়াজিকে আত্মসমর্পণ করিয়েছে এমনটা আলোচনায় আসত। জেনারেল জ্যাকব তো বেশ কয়েকবার বলতে চেষ্টাও করেছেন মুক্তিবাহিনী নয়, মিত্রবাহিনী নয়, ভারতীয় বাহিনী ঢাকা দখল করেছে। কিন্তু সত্যটা তা নয়। সম্ভব হলে ঢাকা দখলের কথা ছিল আগরতলা থেকে আসা মিত্রবাহিনীর। সেজন্য তাদের বেশ শক্ত-সামর্থ্য করে সাজানো হয়েছিল। তাদের ট্যাংক ছিল, সাঁজোয়া বহর ছিল, আর্টিলারি সাপোর্ট ছিল। আর উত্তর দিক থেকে নেমে আসা বাহিনীর কিছুই ছিল না। সর্বক্ষণ চলাচলের জন্য শুধু একটা হেলিকপ্টার ছিল। প্রয়োজনে আরও দু-একটা হেলিকপ্টার পাওয়া যেত। অথচ আমরা উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসা দল ঢাকা দখল করেছিলাম। মিত্রবাহিনীকে একমাত্র সাভার ছাড়া আর কোথাও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মুখামুখি কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি। কাদেরিয়া বাহিনীর সঙ্গে রাত-দিন যোগাযোগ রেখে ১০ ডিসেম্বর ছত্রীবাহিনী নামানো হয়েছিল। খাবার প্লেট থেকে দু-একটা ভাত পড়ে যাওয়ার মতো ছত্রীবাহিনীর একটি গাড়ি, দুজন সেনা শহীদ এবং সামান্য কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আমি না হয় নগণ্য, কিন্তু যাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছি সেই বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের নামও আসেনি, প্রধান সেনাপতি বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী কিংবা সেক্টর কমান্ডার শফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান ও অন্যদের। কেন যে আমরা কোনো ব্যাপারেই সবাই এক হতে পারি না! স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতেও পারলাম না। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের এক হওয়া প্রয়োজন। বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে জিয়াউর রহমান বীরউত্তম জাতির পিতা, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এটা কোনো ভালো কথা নয়। রাষ্ট্রের পিতৃপরিচয় ঠিক থাকতে হয়। বাংলাদেশের পিতা সকাল-সন্ধ্যা, রাত-দিন সব সময়ই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মহান ভারতবাসীকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পাশে দাঁড়ানোয় অভিনন্দন জানাই। পুরনো বছর পেরিয়ে নতুন বছর আমাদের জন্য শুভ হোক।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তুরের কাদেরীয়া বাহিনীর প্রধান। রাজনীতিক।

www.ksjleague.com

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠানে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদকে কেন প্রধান অতিথি করে মহান ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে বিশেষ অতিথি করা হয়েছিল ব্যাপারটা মাথায় আসেনি, এখনো আসছে না। যাক, ওসব নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। অনুষ্ঠানটি ভালো হয়েছে। অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ ছাড়া, আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িতরা ছাড়া কেউ অংশগ্রহণ করেনি। এখানে মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি ততটা সফল হতে পারেনি। ইদানীং রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত না পেলে তেমন কিছু মনে হয় না। ভালো খারাপ কিছুই লাগে না।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৪

(শেষের পাতার পর)

নিয়ে উপরের দিকে সিড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম তার কোন হেল্প লাগবে কি না। মৃদ্যু হেসে ধন্যবাদ দিয়ে বলল লাগবে না। বেশ ক'টা সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখি সে অনেক হাঁপাচ্ছে। ভাগ্য ভালো কাঠের বেঞ্চে দুটো বসার জায়গা খালি ছিল। দু'জনেই পাশাপাশি বসলাম। লক্ষ্য করলাম, সে খুবই যত্ন করে ল্যাম্পটা রাখল আর শক্ত করে ধরে রাখল। জিজ্ঞেস করলাম, কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে। বলল, এটা উপহার তার বাবার কাছ থেকে।

পরে জানলাম, যিনি উপহার দিয়েছিলেন তিনি বায়োলজিকাল বাবা না কিন্তু তাকে বাবার মতো অনেক স্নেহ করতেন। ল্যাম্পটা উনার কাছে ১৬ বছর ধরে ছিল, উনি মারা যাবার সময় ওঁকে দিয়ে গেছেন। ভদ্রলোক মারা যাবার পর তার দামী জিনিসপত্র উনার ছেলে মেয়েরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে কিন্তু ল্যাম্পটা কেউ নিতে চাইনি, যেহেতু এটা বেশ বড় আর ভারী।

সে তার হাতে আঁকা ট্যাটু দেখাল যাতে তার বাবার জন্ম সাল ও মৃত্যু সাল লেখা। বাবার সাথে তোলা ছবিও দেখাল আর তার সাথে কাটানো অনেক স্মৃতিচারণ করল আবেগের সাথে। তার বড় বোনের চাইল্ডহুড বান্ধবী বাঙালী, যার সাথে তাদের এখনো সম্পর্ক আছে। সে খুব প্রশংসা করল সেই বাঙালী নারীর। ভীষণ ভীষণ ভালো লাগল, নিজের দেশের মানুষের প্রশংসা শুনে। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত আমরা আসলে নিজের দেশ, পরিবার, ধর্ম, সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করি। নিজে এটা সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করি, কতটা পারি, জানি না।

বেশ আন্তরিকভাবে দু'জনেই কথা বলেছিলাম। যাত্রার প্রায় শেষ পর্যায়ে দু'জনেই ফোন নং আদান-প্রদান করলাম। যেটা খুবই অস্বাভাবিক কারণ আমি ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করি না, খুব পরিচিত, বিশ্বস্ত না হয়। এখনো মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র বার্তায় কথা হয়। খুব ভালো লাগল তার বাবার সাথে তার আত্মার সম্পর্কের সুখ স্মৃতির কথা জেনে।

বাসার কাছে ট্রেন স্টেশনের নিচে এক স্প্যানিশ মহিলা বসেন ফল আর ফুল নিয়ে, সবজি বলতে আলু পেঁয়াজ, ভুট্টা। অফিস ফেরার পথে প্রায়ই তার কাছ থেকে কিছু না কিছু কিনি। সেদিন দেখি মহিলা নেই একজন স্বাস্থ্যবান এক লোক, নামটা ভুলে গেছি। কিছু ফল কিনে দাম জিজ্ঞেস করে ব্যাগপ্যাক থেকে টাকা বের করব তখন সে আমাকে চমকে দিয়ে বলল, 'অর ক্যায়া হাল হে'। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি হিন্দি বলতে পার? উল্টো জিজ্ঞেস করল, হোয়ার ইউ ফ্রম। বললাম, বাংলাদেশ। আমাকে যেন জন্মদিনের উপহার দিল, বলল 'কেমন আছো? আমি অবাক হয়ে বললাম ভালো আছি! উত্তরে বলল, আমিও ভালো আছি।

জিজ্ঞেস করলাম সে বাংলা হিন্দি কোথা থেকে শিখেছে। বলল সে এস্টরিয়াতে কাজ করত, সম্ভবত কোন রেস্টুরেন্টে। সেখানে তার অনেক বাঙালী, ইন্ডিয়ান বন্ধু-কলিগ ছিল সেখানে অল্প স্বল্প শিখেছে। ফেরার পথে সালাম দিল শুদ্ধভাবে, 'আস সালাম আলাইকুম'।

তার সাথে আবারো দেখা হবে বলে ধন্যবাদ ও শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদেয় নিলাম গেলাম ওয়ালগ্রীন ফার্মেসীতে নাইট ক্রিম কিনতে, আগের সপ্তাহে গিয়েও পাইনি। স্টাফ বলেছিল পরের সপ্তাহে সোমবার আসলে পাবেন। তো পরের সপ্তাহে মানে সোম মঙ্গল দু'দিন অসুস্থতার জন্য কাজে যেতে পারিনি। বুধবার গিয়ে দেখি ক্রিম নেই, স্টাফকে জিজ্ঞেস করলাম, এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল! কারণ খুব দামী ব্র্যান্ড না আর খুব বিজি স্টোরও না। সে কোন রিপ্লাই দেয়ার আগে কাষ্টমারকে সার্ভিস দিচ্ছিল তাদের ম্যানেজার বলল তোমাকে কবে আসতে বলেছিল, বললাম সোমবার। খুব রুড়ভাবে বলল তুমি আসনি কেন সেদিন। দু'দিন পর এসে কৈফিয়ত চাইছ। আমি পুরো অবাক বললাম, 'আমি ত কৈফিয়ত চাইনি। জাস্ট জানতে চেয়েছি আর আমি অবাক তাই জিজ্ঞেস করলাম যে এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল'। আগে জানলে আমি সোমবারই আসতাম কারণ কাছেই থাকি। সে আরও কি কি বলল বিরক্ত হয়ে বুঝলাম না। ব্রেড দুধ ওষুধ কেনার দরকার ছিল, আমি লাইনেই ছিলাম, পিছনে অনেক লোক তাই পে করার জন্য কাউন্টারে গেলাম।

পে করার পর সেই স্টাফকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার ম্যানেজারের নাম কী, সে কি সবার সাথে এভাবেই কথা বলে? উত্তর না দিয়ে কেবল নাম বলে বলল, আসলে ওই ক্রিমটা আসেনি। পরের সপ্তাহে আসবে, আমি তোমার জন্য আলাদা করে রাখব। সরিও বলল। তাতে বুঝলাম তার ম্যানেজার একটা মিথ্যুক আর বেয়াদব। জিনিসটা ডেলিভারি আসেনি বললে কি দোষ হত!?

যাইহোক কারো সার্ভিস ভালো না হলে তার শপে বা অফিসে যাই না। এদের শপেও আর যাইনি।

কিন্তু কি যেন একটা কথা আছে না, 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়'। নিউইয়র্কে আসার পর আমার হল সেই অবস্থা।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm



বিয়ানীবাজার সমিতির নতুন কমিটির অভিষিক্ত

(শেষের পাতার পর)

প্রথম পর্বে ছিল নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথ। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি মকবুল রহিম চুনই। পরিচালনা করেন বিদায়ী সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল আলম অপু। এ অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সভাপতি মো. আব্দুল মান্নানকে শপথ পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুর রাজ্জাক। এরপর নবনির্বাচিত সভাপতি মো. আব্দুল মান্নান অন্যান্য কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি মো. আব্দুল মান্নান। সঞ্চালনা করেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব। এ পর্বে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সমিতির উপদেষ্টা আজিজুর রহমান পাখি, সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানু, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজ, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে মিসবাহ আহমেদ ও ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করার পর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, বিয়ানীবাজার সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যাদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসানকে বিয়ানীবাজারের ম্যাপ সম্বলিত একটি সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অভিষেক উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি নাজমুল হাসান।

অনুষ্ঠানে এস এম নাজমুল হাসান বলেন, প্রবাসে বিয়ানীবাজার সমিতি একটি সমৃদ্ধ সংগঠন। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধ থাকলে যে কোনো কাজ সহজ হয়ে যায়। বিয়ানবাজারবাসী প্রবাসে ঐক্যবদ্ধ। এক্ষেত্রে তারা রোল মডেল। নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা বিয়ানীবাজার সমিতির মাধ্যমে কমিউনিটিতে আরো সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

শেষ পর্বে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণা তিথি, রানো নেওয়াজ ও মোহাম্মদ আলিম উদ্দিন। এ পর্ব পরিচালনা করেন নবনির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোস্তফা অনিক রাজ।

উল্লেখ্য, আগামী ১ জানুয়ারী থেকে ননবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব পালন করবে। এর আগে ২৮ ডিসেম্বর রোববার বিদায়ী কমিটি সাধারণ সভা নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ার জনতা গ্রোসারী মিলনায়তনে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

রোগ প্রতিরোধে চিংড়ির গুণাগুণ

(শেষের পাতার পর)

পারে। সে বিষয়ে আমাদের হয়তো অনেকেরই ধারণা নেই। একটু সেদিকে মনোযোগ দিয়ে দেখা যাক।

প্রোটিনের উৎস: তিন আউন্স পরিমাণ চিংড়িতে অন্তত ২০ গ্রাম প্রোটিন মিলবে যা দৈনিক চাহিদার ৪০ শতাংশ পূরণ করে।

খনিজ চাহিদা পূরণে: চিংড়িতে এমনিতেই ক্যালরি কম। তাই চিংড়ি খেলে ওজন বাড়ার সম্ভাবনা কম। তবে চিংড়িতে ফসফরাস, পটাশিয়াম ও জিংক পাওয়া যায়। জিংক দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া ম্যাগনেশিয়াম হাড়ের গড়ন এবং রক্তপ্রবাহ বাড়াতে সাহায্য করে।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়: চিংড়িতে প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করার ক্ষমতা আছে। এতে এইকোসেপানটেনইক এসিড, ডেকোসাহেক্সানোইক এসিড আছে। এছাড়া ডিএইচএ পাওয়া যায়। এসকল উপাদান হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

পারকিনসন রোগ প্রতিরোধে: চিংড়ি মাছে নিউরনগত রোগের প্রতিকার পাওয়া যায়। পারকিনসন রোগ প্রতিরোধে চিংড়ি উপকারী। এতে এক্সটাজেনথিন নামক উপাদান প্রদাহজনিত সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করে।

গর্ভাবস্থায় উপকার দেয়: গর্ভাবস্থায় শিশুর নিউরোকগনিটিভ গঠনে চিংড়ি মাছ উপকারী। বিশেষত সামুদ্রিক মাছ গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সাহায্য করে।

দুইশ রানও করতে পারল না ইংল্যান্ড!

(শেষের পাতার পর)

পড়েছেন ইংলিশ ব্যাটাররা। ৬৫.১ ওভারে মাত্র ১৮৫ রানে অল-আউট হয়ে গেছে জো রুটের দল। একমাত্র ফিফটি এসেছে অধিনায়ক জো রুটের ব্যাট থেকে। ইতোমধ্যেই প্রথম ইনিংস খেলতে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে দলীয় ৪ রানেই ইংল্যান্ডের উইকেট পতন শুরু হয়। আবারও ব্যর্থ হয়েছেন ওপেনার হাসিব হামিদ। প্যাট কামিন্সের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন ডাক মেরে। আরেক ব্যর্থ ওপেনার ররি বার্নসের জায়গায় সুযোগ পাওয়া জ্যাক ক্রাউলিও নিজেকে প্রমাণ করতে পারেননি। দলীয় ১৩ রানে দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ২৫ বলে ১২ করে প্যাট কামিন্সের দ্বিতীয় শিকার হয়েছেন। ইংলিশদের দুর্গে তৃতীয় আঘাতটাও হেনেছেন কামিন্স। তার বলে ডেভিড ওয়ার্নারের তালুবন্দি হয়েছেন ডেভিড মালান (১৪)। ৬১ রানে ৩ উইকেটের পতন।

উইকেট পতনের এই ধারাবাহিকতা আর আটকাতে পারেনি ইংল্যান্ড। একপ্রান্ত আগলে বেশ কিছু সময় লড়াই করেছেন জো রুট। তার ৮২ বলে ৪ বাউন্ডারিতে ৫০ রানের ইনিংসটি থেমে মিচেল স্টার্কের বলে কিপার অ্যালেক্স ক্যারির গাভসবন্দি হয়ে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেছেন জনি বেয়ারস্টো। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের কোনো ব্যাটার ১০০ বলও খেলতে পারেননি! রুটই সর্বোচ্চ ৮২ বল খেলেছেন। ১৫ ওভারে ২ মেডেনসহ ৩৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন প্যাট কামিন্স। স্টার্ক নিয়েছেন ৫৪ রানে ২টি। স্পিন বিভাগে নাথান লায়ন ১৪.১ ওভারে ৩৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

এই টেস্টে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে খেলছে অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে ইংল্যান্ড দল থেকে বাদ পড়েছেন ররি বার্নস, অলি পোপ, ক্রিস ওকস ও স্টুয়ার্ট ব্রড। তাদের জায়গায় দলে ফিরেছেন জ্যাক লিচ, মার্ক উড, জ্যাক ক্রলি ও জনি বেয়ারস্টো। সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ হেরে বসা ইংল্যান্ডের জন্য এই বক্সিং ডে টেস্ট হলো ঘুরে দাঁড়ানোর শেষ সুযোগ। এই ম্যাচ হারলেই সিরিজ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

নতুন মেয়রের ট্রানজিশন টিমে

(শেষের পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

এদিকে নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ৭০০ জনের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে ট্রানজিশন টিম। একেকটি টিমে ১৮-২০ জন করে সদস্য রয়েছেন। এসব টিমে শিক্ষা, অভিবাসন, অর্থনীতি, শ্রমিক উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, বিচার বিভাগের সংস্কারকল্পে সংশ্লিষ্ট সেক্টরে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের রাখা হয়েছে। মেয়র এরিক অ্যাডামসের ট্রানজিশন টিমে স্থান করে নিয়েছেন তিন বাংলাদেশী আমেরিকান। তারা হলেন মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, শাহরিয়ার আলম ও কাজী আজম। জানা গেছে, মোর্শেদ আলম ইমিগ্রেশন-বিষয়ক কমিটিতে, শাহরিয়ার আলম তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক কমিটিতে আর কাজী আজম হিউম্যান রিচোর্স টিমের সদস্য মনোনীত হয়েছেন। তারা দীর্ঘ দিন ধরেই এরিক অ্যাডামসের পরিচিত এবং তার সাথে কাজ করছেন। মেয়রের ট্রানজিশন টিমের গুরুত্বপূর্ণ তিন বাংলাদেশীর দায়িত্ব পাওয়ায় নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী কমিউনিটির গুরুত্ব আরো এক ধাপ বেড়ে গেলো।

বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার সন্তান মোর্শেদ আলম যুক্তরাষ্ট্রে মূলধারার রাজনীতিতে দীর্ঘ দিন ধরে সম্পৃক্ত আছেন। বসবাস কুইন্স। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সংগঠক হিসেবে কাজ করছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফরসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেছেন। সরকারি চাকরি করেছেন।

ডিএইচ হোম কেয়ারের সিইও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ভালো'র প্রতিষ্ঠাতা এবং তরুণ সমাজ-সংগঠক শাহরিয়ার আলম। কুইন্সে বসবাসকারী প্রচারবিমুখ আলম অনেকটাই নীরবে কাজ করে যেতে পছন্দ করেন। করোনাকালীন ঘরবন্দী অসহায় মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে তিনি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হন। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সন্তান শাহরিয়ার ছোটবেলা থেকেই কমিউনিটির বিভিন্ন সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। ইফতারসামগ্রী, খাদ্য বিতরণসহ অনেক কাজ করেছেন।

অপরদিকে কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী আজম চট্টগ্রামের সন্তান। তার বসবাস ব্রুকলীন। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত। পালন করেছেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ। ছিলেন চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সবঅপতি। বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা কাজী আযম আরো সংগঠনের সাথে জড়িত। নতুন মেয়র এরিকের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে।

চীন মিয়ানমার সম্পর্কের চড়াই উতরাই

(৬ পাতার পর)

দিয়েছিলেন 'রোহিঙ্গা' শব্দ উচ্চারণ না করতে। কমিশন শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। কি ঘৃণা ও গোষ্ঠীবিদ্বেষ অং সান সু চির মনে লালিত হয়েছে! তারই নির্দেশে ইয়াঙ্গুন ও নেইপিদোতে 'রোহিঙ্গারা বাংলাদেশী' প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে প্রতিদিন মিছিল করেছে। তারাই আজ নিজেরা গোষ্ঠীগত বিদ্বেষে পুড়ছে, নিজেও জেলে সাজা ভোগ করছে।

অভ্যুত্থানের প্রায় সাথে সাথে চীন সামরিক জান্তার সাথে কাজ শুরু করে। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সাথে বেইজিংয়ের দীর্ঘকাল ধরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রাশিয়ার পাশাপাশি চীন অভ্যুত্থানের নিন্দা জানাতে বা সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রচেষ্টার বিরোধিতাও করেনি।

তবে অভ্যুত্থানের জন্য চীনা সমর্থনের বেশির ভাগ অভিযোগ এখন পর্যন্ত ভিত্তিহীন। চীনবিরোধী তাইওয়ানের গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে, চীনা সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থানের আগে প্রায় ১২ হাজার সৈন্যকে মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় নিয়ে এসেছিল। তবে এটি চীনের রুটিন কাজ বলে চীনের সরকারি পত্রপত্রিকা বলেছে। কেননা লাদাখ, ভুটান, অরুণাচল প্রদেশ অঞ্চলে চীনের ব্যাপক সেনা কার্যক্রম প্রায় সারা বছরই চলমান থাকে।

অর্থনীতির আরেক ফ্যাক্টর গ্যাস ও তেলের পাইপ লাইনটি বেশ অর্থবহ। বঙ্গোপসাগরে সুই গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্ট থেকে গ্যাস ও তেল মিয়ানমারের বিভিন্ন পয়েন্ট হয়ে চীনে যাবে।

এই সমান্তরাল পাইপলাইনগুলো মিয়ানমারে চীনের বৃহত্তম বিনিয়োগগুলোর একটি। চীন মিয়ানমার, পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের উপকূলে কিয়াউকফিউ থেকে চীনের ইউনান প্রদেশ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ কিলোমিটার লম্বা এবং প্রতি বছর ২২ মিলিয়ন টন অপরিশোধিত তেল এবং ১২ বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সঞ্চালন করবে। এতে উভয় দেশ লাভবান হবে। পেন্টাগন এক নতুন প্রতিবেদনে বলেছে, চীন সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণের আওতা বাড়ানোর জন্য মিয়ানমারসহ এক ডজন দেশে অবকাঠামো স্থাপন করতে চাইছে। 'গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সামরিক ও নিরাপত্তা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীন মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কেনিয়া, সিচেলিস, তানজানিয়া, অ্যাঙ্গোলা ও তাজিকিস্তানের অবস্থান বিবেচনা করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্লোবাল পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) একটি লজিস্টিক নেটওয়ার্ক মার্কিন সামরিক অভিযানে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে।

পেন্টাগন বলেছে যে, চীনের উচ্চাভিলাষী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) প্রকল্পগুলো পিএলএ-এর বিদেশী বন্দরগুলোতে প্রবেশের জন্য সামরিক সুবিধা তৈরি করছে। ফলে ভারত মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মতো দূরবর্তী জলসীমায় তার নৌবাহিনী মোতায়েনের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা স্থাপন করা সম্ভব হবে।

চীন মিয়ানমারে কিয়াউকফিউ স্পেশাল ইকোনমিক জোন (এসইজেড) গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা করছে, যা ভারত মহাসাগরে উপস্থিতি বাড়িয়ে তুলবে। এসইজেডের উন্নয়ন দক্ষিণ এশিয়ায় তার পদচিহ্ন সম্প্রসারণে বেইজিংয়ের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ।

চীনকে ভারত মহাসাগরে সরাসরি প্রবেশাধিকার প্রদান এবং মালাক্কা প্রণালীকে উপেক্ষা করার জন্য তার তেল আমদানির অনুমতি দেয়া, কিয়াউকফিউ বন্দর চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোরের (সিএমইসি) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা বিআরআইর একটি অংশ।

বিআরআইর অংশ হিসেবে ১ হাজার ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিএমইসি চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংকে মিয়ানমারের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোর সাথে সংযুক্ত করবে। রাখাইন প্রদেশের কিয়াউকফিউ এসইজেডের সাথে পূর্ব থেকে ইয়াঙ্গুন এবং পশ্চিমে শাখা করার আগে এটি প্রথমে মধ্য মিয়ানমারের মান্দালয়ের সাথে সংযুক্ত হবে। বাণিজ্যিক অবকাঠামো, পিএলএ লজিস্টিক সুবিধা এবং অবস্থানরত বাহিনীর সাথে ঘাঁটিগুলোর এক্সেস সুরক্ষিত করার জন্য চীনা সেনাবাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে 'বিভিন্ন স্থান বিবেচনা' এবং 'অনেক দেশে পৌঁছানোর' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চীন২০১৭ সালে জিবুতিতে প্রথম ঘাঁটি খোলে।

জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং ও ইয়াং নেইপিদোতে গিয়েছিলেন। ইয়াং এক অদ্ভুত মানুষ। তিনি সাধারণত তার বিদেশ ভ্রমণে একটি নির্দিষ্ট কাজ করেন। কাজ সমাধা করেন নতুবা তার বিপরীত ঘুঁটি চালিয়ে দেন।

চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে সেটিকে 'অত্যন্ত ভুল' বলে বর্ণনা করেছে। তারা বলেছে, মার্কিন প্রতিবেদনে 'তথাকথিত চীনা সামরিক হুমকি' অতিমাত্রায় অনুমান করা হয়েছে এবং চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি এবং সামরিক কৌশলের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

সৌরজগতের বাইরের খবর নিতে

মহাকাশে ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পৃথিবী থেকে ১৫ লাখ কিলোমিটার (৯৩০০০০ মাইল) দূরের আউটপোস্টে গত শনিবার রওনা দেবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী স্পেস টেলিস্কোপ। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এ যাত্রায় কিছুটা দেরি হয়েছে।

ফরাসি গায়ানার কৌরো স্পেস সেন্টার থেকে আরিয়ান ৫ রকেটে চেপে পৃথিবী ছাড়বে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। যা তৈরিতে ব্যয় হয়েছে বিলিয়ন ডলার আর সময় লেগেছে প্রায় তিন দশক।

স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ২০ মিনিটের (১২২০ জিএমটি) পরে একটি নির্দিষ্ট লঞ্চিং টেলিস্কোপটিকে তার দূরবর্তী কক্ষপথে এক মাসব্যাপী যাত্রায় পাঠাবে। এটি নতুন নতুন ক্লু নিয়ে ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। যা বিজ্ঞানীদের সৌরজগতের বাইরে মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীর মতো গ্রহের উৎপত্তি সম্পর্কে আরো জানতে সহযোগিতা করবে।

ওয়েব প্রকল্পের সহপ্রতিষ্ঠাতা জন ম্যাথার সোশ্যাল মিডিয়ায় টেলিস্কোপের আশ্চর্য সংবেদনশীলতার বর্ণনা দেন। বিলিয়ন বছর আগে প্রথম গ্যালাক্সি অস্তিত্ব এবং প্রথম নক্ষত্রের দ্বারা নির্গত দুর্বল আভা শনাক্ত করার জন্য এর প্রয়োজন বলে জানান।

ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য

টেলিস্কোপটি আকারে অসম এবং জটিল। এর আয়নাটির ব্যাস ৬.৫ মিটার (২১ ফুট)- হাবলের আয়নার আকারের তিন গুণ। এটি ১৮টি ষড়ভুজ দিয়ে তৈরি। এটি এতই বড় যে রকেটে বসার জন্য ভাঁজ করতে হয়েছে।

একবার রকেটগুলো ওয়েবকে ১২০ কিলোমিটার নিয়ে যাওয়ার পরে ফেয়ারিং লোড হালকা করার জন্য শেড করা হবে। সেই পর্যায়ে চাপের পরিবর্তন থেকে সূক্ষ্ম যন্ত্রটিকে রক্ষা করার জন্য রকেট-বিল্ডার আরিয়ানস্পেস একটি কাস্টম ডিকম্প্রেশন সিস্টেম ইনস্টল করেছে।

বৃহস্পতিবার কৌরোতে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার এক কর্মকর্তা মজা করে বলেন, একজন ব্যতিক্রমী ক্লায়েন্টের জন্য ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা।

লঞ্চের প্রায় ২৭ মিনিট পর ফ্লাইটের প্রথম ধাপ সফল হয়েছে কি না, তা মাটিতে থাকা ক্রুরা জানতে পারবেন। একবার এটি তার স্টেশনে পৌঁছলে আয়না ও একটি টেনিস কোর্ট আকারের সূর্যের ঢাল স্থাপন করা হবে। এই জটিল প্রক্রিয়াটি দুই সপ্তাহ সময় নেবে এবং ওয়েবকে সঠিকভাবে কাজ করতে হলে অবশ্যই এটিকে ত্রুটিহীন হতে হবে। এর কক্ষপথ হাবলের চেয়ে অনেক দূরে হবে।

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ আর নেই

(প্রথম পাতার পর)

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ আর নেই। শনিবার দুপুর দেড়টায় রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়ে, নাতি-নাতনি, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি, দ্য নিউজ টুডে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও দ্য ফিন্যান্সিয়াল হেরাল্ডের সম্পাদক ছিলেন।

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, সমপ্রতি তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে তিনি বাসায় চিকিৎসা নেন। পরবর্তীতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ১৬ই ডিসেম্বর রাতে তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সেখানে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল। রোববার বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর দুপুরে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের আপসহীন রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের জন্ম ১৯৪৫ সালে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার নারান্দী গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সালে অর্থনীতিতে এমএ ও ১৯৭২ সালে এলএলবি পাস করেন।

কিছুদিন অধ্যাপনা শেষে ১৯৬৮ সালে তিনি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান অবজারভারের চাকরি ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেন। স্বাধীনতার পর আবারো অবজারভারে যোগ দেন। সেখানে তিনি ১৯৯০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত কাজ করেন। সাংবাদিকতায় গৌরবময় অবদানের জন্য রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ১৯৯৩ সালে একুশে পদক লাভ করেন। গত ২১শে ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন।

দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং দি নিউজ টুডে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, দ্য ফিন্যান্সিয়াল হেরাল্ডের সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া তিনি চারবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন। অবিভক্ত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সার্কভুক্ত দেশগুলোর সাংবাদিকদের ফেডারেশন সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ এশিয়া সাংবাদিক সমন্বয় পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সাউথ এশিয়ান ফ্রি মিডিয়া এসোসিয়েশনের (সাফমা) সভাপতি ছিলেন। ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ। প্রথমে ছাত্রলীগ এবং পরে বাংলা ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্বে ছিলেন তিনি।

সাংবাদিকদের দাবি আদায়ে লড়াকু সৈনিক: সাংবাদিকদের অধিকার আদায় এবং স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ প্রদর্শক ছিলেন রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও সামনের সারিতে ছিলেন তিনি।

সবশেষ অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টসের অপব্যবহার ও সাংবাদিকদের হয়রানি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজপথের আন্দোলনের সরব কণ্ঠস্বর ছিলেন। সকল চাপের মধ্যেও সাংবাদিকদের কলমকে শক্তিশালী করার কথা বলতেন তিনি। দেশের সকল প্রতিষ্ঠান যখন দলগত বিভক্তিতে তিক্ত তখন রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন সবসময়। সাংবাদিকতার বাইরে তিনি নিয়মিত লেখালেখির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন, আরব্য রজনী, পারস্য রজনী।

কাজের স্বীকৃতি হিসেবে রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ শেরেবাংলা পদক. মাওলানা আকরাম খাঁ স্বর্ণপদক, নরসিংদী প্রেসক্লাব পদক, মাদকবিরোধী ফেডারেশন স্বর্ণ পদকসহ বিভিন্ন পদক ও সম্মাননা অর্জন করেন।

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে জাতীয় প্রেস ক্লাব সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ও সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হাসিব শোক প্রকাশ করেছেন।

সম্পাদক পরিষদের শোক: সম্পাদক পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে সম্পাদক পরিষদ। গতকাল শনিবার বিকালে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহ্‌ফুজ আনাম ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এ শোক জানানো হয়। বিবৃতিতে তারা বলেন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের স্বাধীন সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ তাদের অন্যতম। তার দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষ নেতৃত্বগুণ পরিষদকে বিকশিত হতে সহায়তা করেছে। দি ফিন্যান্সিয়াল হেরাল্ড-এর সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ (৭৭) সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। অবস্থার অবনতি হলে গত ১৬ই ডিসেম্বর রাতে তাকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে গতকাল দুপুর দেড়টায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস ও দি নিউজ টুডে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ। এর আগে দি ডেইলি স্টারের উপ-সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ জাতীয় প্রেস ক্লাবের চারবারের নির্বাচিত সভাপতি। অবিভক্ত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন এই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকতায় ১৯৯৩ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

হোয়াটসঅ্যাপে আসছে নতুন চমক

(প্রথম পাতার পর)

তবে প্রতিষ্ঠানটি বারবার প্রমাণ করতে চাইছে, নিরাপত্তাই তাদের কাছে মুখ্য বিষয়।

নতুন বছরে যেসব ফিচার নিয়ে আসতে পারে-

* হোয়াটসঅ্যাপে নতুন এটি ইন্ডিকেটর যুক্ত হচ্ছে, এর মাধ্যমে জানা যাবে আপনার কল বা চ্যাট এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড। অর্থাৎ আপনি যার বা যাদের সঙ্গে চ্যাট করছেন, সে তথ্য আপনারা ছাড়া আর কেউ জানবে না। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপও না!
* নতুন বছরে কমিউনিটিও তৈরি করা যাবে হোয়াটসঅ্যাপে। কমিউনিটি ইনভাইট লিঙ্কের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের আমন্ত্রণ জানানো যাবে। সবার সম্মতিতেই চ্যাটিং শুরু করা যাবে।
* হোয়াটসঅ্যাপের কল পরিষেবাকে এবার আরও উন্নত এবং অত্যাধুনিক করা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, গ্রুপ কলিংয়ের ক্ষেত্রে এর লুক আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। তবে বাটনগুলো অপরিবর্তিত থাকবে।
* হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেসে কুইক রিপ্লাই নামের একটি ফিচার যুক্ত হবে। এর ফলে একসঙ্গে অনেককে দ্রুত মেজেস পাঠানো যাবে। এ অপশনটি যুক্ত হলে ইউজাররা চ্যাট "/" টাইপ করতে পারবেন এবং মেসেজ প্রিসেট করে রাখা যাবে।
* হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপের অ্যাডমিনরা যে কোনো সদস্যের মেসেজ মুছে ফেলতে পারবেন। এ ছাড়া কোনো ইউজারের অযাচিত কোনো বিষয় সামলানোর জন্যও বিশেষ অপশন থাকবে অ্যাডমিনের হাতে।

ফিরহাদ হাকিমই কলকাতার মেয়র

(প্রথম পাতার পর)

এক জরুরী বৈঠক করেন দলনেত্রী তথা রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনার্জি। ওই বৈঠক থেকেই নতুন মেয়রের নাম ঘোষণা করেন মমতা। সেক্ষেত্রে আগামী পাঁচ বছরের জন্য এই পদে বহাল থাকবেন ফিরহাদ হাকিম। আগামী ২৮ ডিসেম্বর মেয়র পদে শপথ নেবেন রাজ্যের পরিবহন ও আবাসন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

এদিনের বৈঠকের শুরুতেই তৃণমূলের টিকিটে জয়ী ১৩৪ জন প্রার্থীকে অভিনন্দন জানান দলনেত্রী। এরপর পৌরসভার চেয়ারপার্সন হিসাবে মালা রায়ের প্রস্তাব করেন দলের সিনিয়র নেতা ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। পরে পৌরসভার দলনেতা হিসাবে ফিরহাদ হাকিমের নামও প্রস্তাব করেন তিনি।

তিনি জানতে চান যে এই প্রস্তাবে সকলের সমর্থন আছে কি না। মমতারও একই প্রশ্ন ছিল। এরপরই দুইটি প্রস্তাবেই সমর্থন জানান দলের বাকীরা, সকলেই জানিয়ে দেন এই প্রস্তাবনায় তাদের কোন আপত্তি নেই। এরপর মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানান ফিরহাদ হাকিম। পরে ডেপুটি মেয়র হিসাবে অতীন ঘোষের নাম প্রস্তাব করেন মমতা। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরই মমতা ব্যনার্জিকে প্রণাম করেন ফিরহাদ হাকিম। মুখ্যমন্ত্রীও তার মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন তিনি যেন ভাল করে কাজ করেন।

মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম করেন ফিরহাদ হাকিম।

এ বিষয়ে ফিরহাদ বলেন, 'উনি বলেছেন, 'ভালোভাবে কাজ করো।'

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ফিরহাদ বললেন,'আমার প্রথম লক্ষ্য হবে ভোটের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার প্রত্যকটি পালন করা।'

ফিরহাদ হাকিমকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'ভালো কাজ করলে দল দেখবে। এখানে কোনও ব্যক্তিগত লবি নেই বললেন মমতা। তৃণমূলে একটাই লবি দল। একটাই নেতা মা-মাটি-মানুষ।'

৪ লাখ অভিবাসী নেবে কানাডা

(প্রথম পাতার পর)

বছরের জন্য এ লক্ষ্যমাত্রা আরও বেশি। ২০২২ সালে ৪ লাখ ১১ হাজার জনকে দেশটিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দিতে চায় কানাডা। গত বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানান তিনি। সিন ফ্রেসা আরও বলেন, 'গত বছর আমরা একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম। আমরা তা অর্জন করতে পেরেছি।'

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ২০১৫ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অভিবাসন সুবিধা বাড়িয়েছেন। এ-সংক্রান্ত একটি লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করেছেন তিনি। কানাডার অভিবাসন নীতি অনুসারে প্রতি বছর দেশটির মোট নাগরিকের অনুপাতে ১ শতাংশ মানুষকে অভিবাসন সুবিধা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, উত্তর আমেরিকার এই দেশটির অর্থনীতির চালিকাশক্তি মূলত অভিবাসীরা। তবে ২০২০ সালে এই স্থায়ী অভিবাসন সুবিধা কমে গিয়েছিল। সে বছর এক লাখ ৮৫ হাজার মানুষকে এ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়। এর মূল কারণ ছিল করোনাভাইরাসের ফলে গত বছর দেশটির সীমান্ত অধিকাংশ সময়ই বন্ধ ছিল।

Property Description Sheet

উডসাইডে থ্রী ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রি হবে

HOUSE FOR SALE IN WOODSIDE

Detached

37-11 59th St, Woodside, N Y 11377.

Price	$1.950 Million
Type	3 Family
Construction	Brick
Lot Size	2614 SQFT
Bldg Size	3080 SQFT
Heat	Gas
Garage	2 Car Parking.

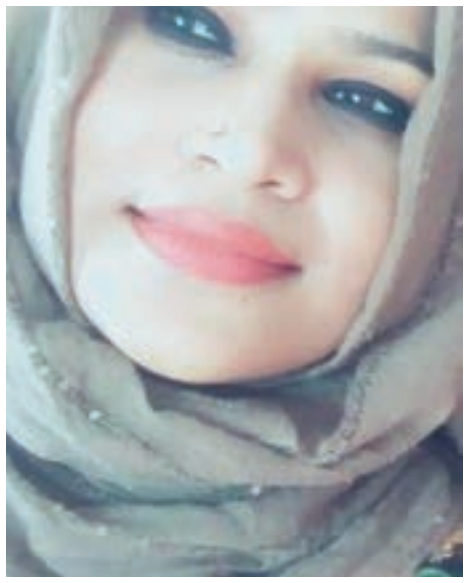


Great Location! Great Location! Great Location!
Beautiful Legal 3 family new fully renovated house.
15 Minutes to Manhattan & Walking distance
to train station and LIRR.

1st Floor	3Br, Lr, Dr, Eik, 2 Full Bathroom, 2 Entrance.
2nd Floor	3Br, Lr, Dr, Eik, 2 Full Bathroom.
3rd Floor	4Br, Lr, Dr, Eik, 2 Full Bathroom.

Contact the Owner

(718) 600-6058 / (934) 216-2890



বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীতে নারী

ড. বিলকিস রহমান দোলা

বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী ও বাংলা পত্রিকা'র নারীর কথা'র চতুর্থ বর্ষ পূর্তিতে সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দক্ষণে যখন বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশিই উন্নতি করেছে তখন আমরা দেখতে চেষ্টা করি বাঙালী নারী কতোটা এগিয়েছে? নানাসূচকে বাংলাদেশ শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয় অনেক উন্নত দেশকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে চলছে।

ত্রিশলক্ষ শহীদের রক্ত আর দু'লক্ষ মা বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী সহ রাজাকার, আল বদর, আলশামসদের দ্বারা ধর্ষিত, নির্যাতিত বাঙালী নারীরা স্বাধীনতা অর্জনের পরও সমাজে নিগৃহীত হতে হয়েছে নানাভাবে। অনেকে আত্মহত্যা করেছে, কেউ কেউ বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করেছেন। সম্ভ্রম হারানো নারীদের পরিবারে, সমাজে কোন স্থান ছিলো না। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য এই বীর নারীদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধী দিয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ তাঁদেরকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি! স্বাধীনতার এই ৫০ বছরে অন্তত এইক্ষেত্রে একটা বড় অর্জণ হচ্ছে বীরাঙ্গনারা বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মতো তাঁরাও প্রতিমাসে ভাতা সহ অন্যান্য সকল সরকারী সুযোগ সুবিধা পাবেন। ২০২১ সালে ৬ জুন প্রকাশিত সরকারী গেজেটে বীরাঙ্গনাদের নাম মুক্তিযোদ্ধাদেও তালিকায় স্থান পেয়েছে। এখন বীরাঙ্গনারা অহংকার করে বলতে পারেন দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের কথা।

সারাবিশ্বে নারীরা যেমন নির্যাতিত হচ্ছে বাংলাদেশও এর ব্যাতিক্রম নয়। তবে বাংলাদেশে নারীদের অগ্রগতি দৃশ্যমান এবং উজ্জ্বল। স্বনির্ভর নারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। নারীর সংগ্রাম গণপরিহনে সংরক্ষিত নারী আসন, চাকরিতে নারী কোটা কিংবা সংসদে সংরক্ষিতনারী আসনের চিত্র পাল্টে বাংলাদেশ এখন নারীপুরুষ সম অধিকারের আন্দোলনের প্রতীক। এবং এটাই বাংলাদেশের বাস্তবতা।

বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে মূল শ্রমিক নারী।কৃষিতে, গার্মেন্টস শিল্পে, নির্মাণ শিল্পে ও মাটি কাটার শ্রমিক নারী, ইট ভাঙ্গার শ্রমিক নারী। উবার চালায় নারী, পাঠাও চালায় নারী, বাস চালায় নারী, প্লেন চালায় নারী, জাহাজ চালায় নারী! ১০০ বছর আগে বাঙালী পুরুষ ভাবতেও পারেনি বাঙালী নারী সকল বাধা অতিক্রমকরে এতোদূর এগিয়ে যাবে। গত ত্রিশ দশকের বেশি সময় বাংলাদেশ শাসিত হচ্ছে নারীদ্বারা। বেগম রোকেয়া একশো বছর আগে তাঁর "সুলতানার স্বপ্ন" গ্রন্থে নারীস্থান এর কথা লিখেছেন। যেখানে নারী শাসন করে। সেটা পুরোপুরি সত্য না হলেও অনেকাংশে তো সত্য হয়েছে বাংলাদেশে।



বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী নারী, সংসদ নেত্রী নারী, বিরোধীদলের নেতা নারী, স্পিকার নারী, স্বরাস্ট্র মন্ত্রী নারী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী নারী, শিক্ষামন্ত্রী নারী, সচিব নারী, বিচারক নারী, পুলিশনারী, সেনাবাহিনীতে নারী, বিমান বাহিনীতে নারী, নৌবাহিনীতে নারী! কোথায় নেই নারী-রঅবস্থান? সকল ক্ষেত্রে নারী প্রতিযোগিতা করে নিজের আত্মসম্মান নিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমান করে চলেছে। যদিও এখনো সমান সুযোগ, সম মর্যাদার জন্য নারীদের ঘরে বাইরেসংগ্রাম করতে হচ্ছে। সংগ্রাম চলছে। নিশ্চয় খুব দ্রুত নারী তার কাংখিত লক্ষে পৌঁছবে। সেই স্বপ্ন দেখতেই পারি। যে সমাজে নারীপুরুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, সম মর্যাদা নিয়েপরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র সহ অবস্থান করবে।



নাদেরা সুলতানা নদী

স্বাধীনতার ৫০বছর, আমাদের যাকিছু অর্জন এবং না-পাওয়া দীর্ঘশ্বাস!

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্ম আমি।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমার জন্ম, স্বপ্নের শৈশব, কৈশোর এবং বেড়ে উঠা স্বাধীন একটা ভূমিতে, রক্তের দামে কেনা সে যে আমার জন্মভুমি। বিজয়ের ৫০ বছরপূর্তি, মনের মাঝে হাজারো অনুভূতি ডানা ঝাপ্টাচ্ছিলো, এমন একটি ঐতিহাসিক সময়ের সাক্ষী হতে পারার অনুভূতি ব্যক্ত করার আকুলতায়।

ভাবছিলাম, দেশ এই ৫০ বছওে কী পেল, কী হারালো সেই হিসেবটা হয়তো খুব স্বার্থপরতা হয়ে যাবে। অকাতওে বিলিয়ে যারা দিয়ে গেছেন বিজয়ের লাল, সবুজ পতাকা তাঁদেও চাওয়া ছিল নিশ্চয়ই আমাদের স্বাধীন, সার্বভূমি এবং মাথা উঁচু করে নিজেদেও স্বকীয়তা নিয়ে বেঁচে থাকা এই বিশ্বের বুকে আত্ন পরিচয় নিয়ে। তারপরও একযুগ ধওে প্রবাসী জীবনে থেকে আমার একান্ত ভাবনায় যাকিছু বলতে চাই তার অল্প বিস্তরই শুধু রাখছি এইলেখায়।

বলি যা কিছু অর্জন বলে আমি দেখছি আজ, পাওয়ার তালিকা নিশ্চয়ই নেহাৎই কমনা। দেশে যারা আছেন তারা তা আরো ভালো জানেন। সবুজ দেশ আরো বেশী সবুজ হয়েছে। এই বিষয়টি প্রবাস থেকে যতবার দেশে যাবার সৌভাগ্য হচ্ছে ততোবার যেন নূতন কওে অনুধাবন করি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কমতি কোনকালেই ছিল এই দেশটির আসলে!

গ্রাম, শহর উন্নয়নের জোয়াওে সমানভাবে না ভাসলেও, অনেক জায়গায়ই তা দৃশ্যমান। প্রবাসী রেমিটেন্স যোগ হয়েছে রেকর্ড গড়ে, মানুষের আয় বেড়েছে এবং পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বিশেষ কওে শহরে। রাস্তা, ঘাট-উড়ালসেতু, মেট্রোরেল এবং আরো নানান আধুনিকতা। খাবার-দাবার, লাইফ স্টাইল বদলেছে সকল শ্রেণীর মানুষেরই যেন। বেড়াতে যাবার আধুনিক সব ব্যবস্থাপনা হয়েছে জেলায় জেলায়। আধুনিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং মোটেলের সংখ্যা চোখে পড়ার মতন।

বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে এইসব অর্জন বা বদলে যাওয়াটা কাঙ্খিত, ইতিবাচক এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্যে দেশ থেকে হাজার মাইল দূওে বসেও আমরা অনেকটাই তা অবলোকন করতে পারি বৈকি! তবে এই সব অর্জন যার কাছে অনেকাংশে ম্লান হয়ে যায় বলে আমি মনে করি। দেশ হারিয়েছে 'অসাম্প্রদায়িকতার' মতো স্বাভাবিক সৌন্দর্যের বিষয়টি। মানুষে মানুষে নেই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অনেক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র রাজনৈতিক, ধর্মীয় দর্শন আলাদা হবার কারণেই! আরো যে হতাশার বিষয়টি বলতেই চাই-

নারীর প্রতি ভীষণহীন এক দৃষ্টিভঙ্গিও কারণে এবং পুরুষ নামের কিছু অমানুষদেও কাছে কি ভীষণ অসহায় ফুলের মতো সুন্দও প্রকৃতির মতো নিস্পাপ মেয়েদেও শৈশব কৈশোর তারুণ্য আজও এই বাংলাদেশে।

দেশ ছেড়ে আসার এক যুগ হয়ে যাবে খুব শীঘ্রই আমার! নিজের শৈশব, কৈশোর, তারুণ্যেও সময়গুলোর অভিজ্ঞতা বাদই দিলাম। ২০০৯ এ যে দেশ, পরিবার, পরিজনবন্ধু, স্বজন, কাছের বা দূরের মানুষদের রেখে এসেছি তার প্রায় সবই বদলে গেছে এই এক যুগে। নিশ্চয়ই এটা স্বাভাবিক।

কিন্তু যা আমাকে অবাক কওে তা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বলে যে ধারণা বা অভিজ্ঞতা আমার ছিল, আমাদেও যা ছিল বিশ্বাস বা প্রকাশ ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে, কেন যেন মনে হয় এই রকম মানসিকতা খুব কমই মানুষই আজকের বাংলাদেশে ধারণ করে। দেশে সাম্প্রদায়িক যেকোন হামলার পর যেভাবে স্পষ্ট হয়ে দুই পক্ষ বা মতামত উঠে আসে এবং আমার সকল ধারণাকে উড়িয়ে গুড়িয়ে দিয়ে যায়, তাতে সত্যি বলতে কোন রকম প্রতিবাদেও শব্দ খুঁজে পাইনা আর। ভাবতেই চাই এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, চাই খুব কওে চাই বিশ্বাস করতে!! কিছু মানুষ, যাদেও সংখ্যালঘু বলি আমরা, নিজেদেও আলাদা কওে তাদেও বুদ্ধি বিবেচনা বা জীবনযাপন নিয়ে হয়তো জীবন যুদ্ধে মাথা উঁচু কওে বা সম্মান নিয়ে টিকে আছে। তবে এর বাইরের চিত্রকরুণ...কেউ তাদেও রাজনৈতিক দাপটের জন্যে স্টাবলিশ করবে দেশে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। কেউ বলবে যা আছে তা শুধুই অন্য একটি রাজনৈতিক পক্ষেও জন্যেই। মানুষের অসহায়ত্ব ছিল এবং থাকবে! দিন শেষে কিছু মানুষই ধুঁকে ধুঁকে মওে যায় বা বেঁচেই থাকে মরে, নিজভূমে পরবাস এই বিষময় এক তীব্র কষ্টেরঅনুভব নিয়ে!

আমাদের অনেকেই বিশ্বাস করিনা, 'এইদেশ এই রাষ্ট্র যতটকু আমার, আপনার ঠিক ততটুকুই তাঁর্ব্ব! আমরা কাদের নিয়ে ভাববো, প্রতিবাদ করবো, আশা করবো বা বিচার চাই বোসে একান্তই নিজ বিবেচনার বিষয় আজ। আমি দেখি কে কোন ভাবে তা কওে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তার প্রতিবাদ। তবে সার্বিক এই বিষয়গুলো দেখেশুনে, সত্যি বলছি, কিছু বলতে ইচ্ছে করেনা আজকাল, এক বুক অভিমান নিয়ে নিজেই তাই নিজের সাথে বলিকথা। সকল ধর্ম চর্চার বাড়াবাড়ি এবং এর কেউ কেউ 'আমরাই (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমি ও আমার দেশ...

সোহানা নাজনীন

মাতৃভূমিকে ভালোবাসতে চাইলে রাজনীতি করার দরকার পড়ে না, যুদ্ধে যাবার প্রয়োজনও পড়ে না। দেশকে ভালবাসতে হলে হৃদয়ে তাকে ধারন করতে হয়, প্রবাসে থেকেও মনে ও মননে মাতৃভূমিকে জাগিয়ে রাখতে হয়।কোনদিন আমি বয়স লুকাইনি, নিজের জন্মবছর বলতে ভালোবাসি,কারণ আমি আগুনঝরা একাত্তরে জন্মেছি। "আমি স্বাধীনতা প্রজন্ম", ছোট্ট জীবনে এই কথাটাই ভীষণ গর্বের আর অহংকারের।

জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই কাটিয়েছি প্রবাসে,বলতে গেলে মানসিক পরিপূর্ণতা এসেছে দেশ ছাড়ার পরের সময়টুকুতে। গুলশানে দুর্গের মতো উচু প্রাচীরে ঘেরা আমেরিকান এম্বেসীতে আমার দেশীয় সবকিছু জমা দিয়ে ভিসা নিয়েছিলাম।বছরের দুটো ঈদ, শবে বরাত, সাদা পাঞ্জাবীর ঢলে জুম্মার দুপুর, পহেলা বৈশাখ, বইমেলা, পহেলা ফাল্গুন, ষোলই ডিসেম্বর, একুশে ফেব্রুয়ারী, একে একে সব সাদামুখো সাহেবদের কাছে গচ্ছিত রেখে পাড়ি জমিয়েছিলাম নর্থ আমেরিকায়। ডিসেম্বরের বড়দিনে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম সাদা আর নীলের দেশে, যেখানের তীব্র ঠান্ডা বাতাস আমাকে ছুরির ফলার মতো এফোঁড় ওফোঁড় করেছিল। যেদিকে তাকাই শুধু বিষন্ন ধুসর পাতাহীন প্রকৃতি। দশজন বাঙালীর মতো আমেরিকান জৌলুসের কাজল চোখে লাগাতে পারিনি, যখন যা কিছু দেখে মোহিত হয়েছি, পরক্ষনেই ভেবেছি "এ আমার নয়, এই সুন্দরে আমাকে মানায় না। আমার দেশ আরো মায়াময়" । সাজানো গোছানো পরিপাটি শহর চমক ধরালেও আমার মন পড়ে থাকতো ঢাকা শহরের হাজারো রিকশার রূপালী চাকায় ঘূর্ণায়মান সেই ধুলো ওঠা রাস্তায়। ঢাকার মোহাম্মাদপুরে বেড়ে উঠেছিলাম, মোগল আমলের রাজা বাদশাদের নাম নিয়ে মোহাম্মাদপুরের অলি-গলির নাম, ঘুমের মধ্যে সেই সব গলিতে ঘুরে বেড়াই এখনো। মনের অজান্তে আমেরিকার একশো তিন নাম্বার এভিনিউ হয়ে যায় নব্বইয়ের দশকের ব্যাস্ততম নজরুল ইসলাম রোড। দেশ থেকে অনেকেই আমাকে বলেছিল, আমরা নাকি দেশের অকৃতজ্ঞ সন্তান, দেশের খেয়ে প্রবাসে মেধা বিকশিত করছি। কিকরে তাদেরকে বোঝাই, এই দূরে এসেই মাতৃভূমিকে যেন আরো ভালোবেসেছি।দেশের ভিতরে থেকে যতোটা না বুঝেছি তার থেকেও বেশী ভালোবাসা উপলব্ধি করেছি দেশ ছাড়ার পর।দেশীয় প্রাপ্তিরসবকিছুর সাথে প্রতিমুহূর্তে প্রতিস্থাপন করেছি এদেশে আচার-নিয়ম। কিন্তু তাই বলে দেশকে ভুলে যাইনি, মনে হাহাকার নিয়েই মানিয়ে নিয়েছি এখানে।কিছু ঘটনা থেকে যায় মনের আলমারীতে সাজানো বইয়ের মতো। দেশ থেকে আসার সময় মোহাম্মাদপুর বাজার থেকে কেনা কিছু গরম মশলা দিয়েছিলেন আব্বা। তখন দোকানীরা ছোটখাট জিনিসপ্যাকেটের বদলে খবরের কাগজে মুড়িয়ে দিতেন। জানুয়ারীর তীব্র ঠান্ডার এক রাতে পেন্সিলেভনিয়ায় আমি তখন, একাকী রান্নাঘরে কাগজের মোড়কটা খুলে অদ্ভুত এক অনুভুতিতে ডুবে গিয়েছিলাম। বাংলায় লেখা কাগজটা চোখ বুজে নাকের কাছে নিতেই মনে হয়েছিল চাকরীর বিজ্ঞপ্তি ছাপানো টুকরোটা আমার দেশের মানচিত্র, ওই মশলার গন্ধটাই যেন আমার "বাবা"। এই হাহাকার গুলো আসলে কাওকে দেখাবার নয়, বোঝাবার নয়। গত সপ্তাহে ঢাকা থেকে আসা একজন বিখ্যাত সাংবাদিক কোন এক অনুষ্ঠানে রাশান লেখকের লেখাদুটো লাইন বলেছিলেন, "দেশের জন্য আসলে কোথা থেকে হয়? দেশ মানুষ কোথায় ধারন করে?" মানুষ নিজেও বোধকরি জানেনা যে সবার অলক্ষ্যে দেশকে সে ধারন করে বুকের মাঝে। বসন্তের শুরুতে একরাশ টিউলিপের মাঝে মাতাল কৃষ্ণচূড়া খুজে ফিরি। সেই তো একই চাঁদ সূর্য যা ঘুরে ফিরে প্রবাসের আকাশে ওঠে কিন্তু তারপরেও বড্ড অচেনা মনে হয় কেন? আজ বাইশ বছর চলে গেল, এখানকার জঙ্গলের প্রতিটা গাছে, প্রতাটা পাতায়, ফুলের রঙ্গে, সুবাসে, জানালার কার্নিশে ঝুলে থাকা এক টুকরো আকাশের নীলে আমি আমার দেশকে খুজে বেড়াই, কিন্তু মেলেনা কিছুই। পানি থেকে তুলে আনা ছটফটানো জলজ মাছই জানে পানির প্রয়জনীয়তা। আমিও ঠিক তাই, এখনো চিন্তা-চেতনায়-কল্পনায় আমার শহরে ঘুরে বেড়াই, সেই দোয়েল চত্বর, কার্জন হল,নাগ কেশর গাছের সারি, শহীদুল্লাহ হলের পুকুর পাড়, তিন নেতার মাজার, বাংলা একাডেমী, অপরাজেয় বাংলা,বেগুনী জারুল ফুলে ছাওয়া ভাষা ইন্সটিটিউট, নীলক্ষেত, সব হাতছানি দিয়ে যেন ডাকে আমায়।

একাত্তরে জন্মেছিলাম বলে স্বাধীনতার সংগ্রাম দেখা হয়নি, ঢাকার একজন নামকরা গাইনী ডাক্তার দেখানো সত্ত্বেও আমার মা ঢাকা ছেড়েছিলেন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে। তাই আমার জন্ম হয়েছিল শৈলকূপায় নানাবাড়ীতে। জীবনের প্রথম স্কুল যশোরে দাদাবাড়ীতে শুরু করলেও পরের দিকে বেড়ে ওঠাটা পুরোটাই ঢাকায়। খুব ছোটবেলায় আমার তখন চার-পাচ বছর বয়স হবে,প্রতি ষোলই ডিসেম্বরে মানিক মিয়া এভিনিউতে কুচকাওয়াজ হত। তখনো আসাদ গেটের অদূরে আড়ং বিল্ডিংটা হয়নি, জায়গাটা ফাকা ছিল, অনেকগুলো বিলবোর্ডের আড়ালে নারকেল গাছ ছিল শুধু। আব্বা আমাকে খুব সকালে নিয়ে যেতেন কুচকাওয়াজ দেখাতে। ছোট্ট আমি ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতাম, কিছুই দেখতে পেতাম না। কালো ফ্রেমের মাইনাস পাওয়ারের মোটা চশমা পরা আমার ছয়ফুট লম্বা আব্বা তখন আমাকে কাঁধে তুলে নিতেন, "এবারে দেখতে পাচ্ছ মা?" দেশ আর পিতা-মাতা, আমাদেরকে ধারন না করলে হয়তো আমাদের বেঁচে থাকাটাই সম্ভবপর হতনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়াকালীন সময়ে আমি নব্বইয়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন দেখেছিলাম। নুর হোসেন দিবস দেখেছিলাম, দেখেছিলাম চুন্নু হত্যা, ডা. মিলন হত্যা। রাজনৈতিক আন্দোলন কেমন হতে পারে তা ঐসময়য় কিছুটা আঁচ করেছিলাম। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পুরোটাই ইতিহাস ঘেঁটে জেনেছি, ছোটবেলায় "মা" অনেক গল্প বলতেন। ১৯৭২ সালে জানুয়ারীর মাঝামাঝিতে সরকার গণবাহিনীকে অস্ত্র জমা দেবার জন্যে নির্দেশ দেয়। আমি তখন এগারো মাসের শিশু, আব্বা আম্মা আমাকে নিয়ে যশোর থেকে ঢাকায় ফিরছেন। জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে, শীত তখন জোরে সোরেই পড়তো। ফেরী পারাপারের পর আরিচা ঘাটে বেশ বড় চরহেটে পাড়ি দিতে হবে, মাইল দেড়েক তো হবেই। আব্বা- আম্মা পালা করে আমাকে কোলে নিয়ে হাটছেন, পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছেন আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধারা, তাদের কাধে রাইফেল। অস্ত্র জমা দেবার জন্যে সবাই ঢাকায় ফিরছেন, তাদের মধ্যেই একজন আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, আম্মাকে একটু রিলিফ দেবার জন্যেই হয়তোবা। আমি তখনো পুরোপুরি কথা বলতে শিখিনি, মুখে আবোল-তাবোল শব্দ বলতে পারি, সেই তা-তা শব্দেই মুক্তিযোদ্ধার কাধের উপর দিয়ে উকি দেয়া বন্দুকের ধাতব নল স্পর্শ করেছিলাম। আম্মার বর্ণনায় সেই দৃশ্য আমি যেন জীবন্ত দেখতে পাই, চোখের উপরে ভাসাতে পারি। শীতের এক দুপুরে নদীর অবারিত চরে মসুরের নীল ফুল ফুটে আছে, পদ্মা নদী থেকে ভেসে আসা বাতাসে দুলছে তারা। তারই মাঝদিয়ে হেটে চলেছে ক'জন যুদ্ধজয়ী সৈন্য। তাদের টগবগে মনের মাঝে উপছানো আনন্দ। এরই মাঝে এক কৌতূহলী শিশু হাত পা নাড়ছে এক মুক্তিযোদ্ধার কাঁধে চেপে। আজ পঞ্চাশ বছর পরে ঘটনাটা মনে ভাসিয়ে আমার সারা গাঁয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হায়! আমি সেই মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি কোন জেলায়-নাম-ঠিকানা কিছুই শুনিনি, চেহারাও জানার কথা নয়। আদৌ উনি বেঁচে আছেন কিনা তা উত্তরহীন এক প্রশ্ন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেই সব শহীদদের জানাই লাখো কোটি সালাম। যতোদিন বেচে থাকবো এই কথাটাই সাহসী উচ্চারনে বলবো, "আমি বাঙালী, স্বাধীনতা প্রজন্ম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যত বছর, আমারও বয়স তাই।"



স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বাংলাদেশের নারী



নাহিদ খান

ইংরেজিতে একটা অভিব্যক্তি আছে,'এপল টু এপল' অর্থাৎ আপেলের তুলনা শুধু আপেলের সাথে হওয়া উচিত। আপেলের সাথে কমলার তুলনা হয়না। তো বাংলাদেশের নারীদেরকে পশ্চিমা নারীদের সাথে তুলনা করলে সেটা আসলে চেরির সাথে কাঁঠালের তুলনা হয়ে যায়, যে ভুলটা আমরা প্রায়ই করি।

কয়েকবছর আগে আমিও করেছি। পশ্চিমা নারীরা কত ঋজু, স্বাধীনচেতা, সাহসী ইত্যাদির সাথে তুলনা করে বাংলাদেশের মেয়েরা মুখবুজে কেনো নির্যাতন মেনে নেয় তা নিয়ে হাহুতাশ করেছি। কিন্তু বাংলাদেশের পুরো সমাজটা যখন রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকছে সেখানে মেয়েরা আকাশ থেকে প্রাগ্রসর হতে পারেনা। শুধু বাংলাদেশের সমাজ বলছি কেন, পুরো পৃথিবীই একটা অস্থির সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতেএকটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। বৈশ্বিক মতাদর্শ যা অতীতে মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এসেছে, পৃথিবীতে এখন তেমন আদর্শের অভাব, মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত। বিংশ শতাব্দীর বড় আদর্শগুলি, সমাজতন্ত্র, মানবতা, এমনকি বিশ্বায়নের মন্ত্রও এখন ঝুঁকির মুখে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রক্ষণশীলতা, ডানপন্থা, এবং উগ্র জাতীয়তার যে উত্থান, বাংলাদেশ তার থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

এই বিভ্রান্তিকর সময়ের ভেতরেও আমাদের স্বপ্নের বদ্বীপ বাংলাদেশ সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করল। যখন সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে, তখনই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দুটো মেয়ে পারিবারিক সহিংসতায় মারা গেছে, অথবা তাদের মেরে ফেলা হয়েছে। বেড়াতে গিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষনের শিকার হচ্ছে নারী। আর ঘরেঘরে অহর্নিশ অগুনতি নির্যাতন তো আছেই। পুরো দেশটার অবস্থা কি অন্যকিছু? সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। লঞ্চে আগুন লেগে মরে যাচ্ছে মানুষ। আবার এই বাংলাদেশই বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম উদীয়মান শক্তি। এমন বাস্তবতায় পঞ্চাশ বছরে আমাদের প্রাপ্তি আর হতাশার সংখ্যাগত ও গুণগত হিসেব করা বেশ কঠিন।

দেশ ছেড়ে অনেক দূরের আপাত নিরাপদ ও নারিবান্ধব প্রবাসেও বাংলাদেশী নারীর অবস্থা ভিন্ন কিছু নয়। এখানে তারা অনেকে অর্থ উপার্জন করলেও অনেক সময় সে অর্থে তাদের অধিকার নেই। তারা পারিবারিক সহিংসতার শিকার। আর অধিকাংশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে দেশকে যদি আমরা দায়ী করি তবে প্রবাসী নারীরা কেন একইভাবে নিগৃহীত? প্রবাসী বাংলাদেশী নারী, বিশেষ করে উন্নত দেশে বসবাসরত শিক্ষিত মেয়েদের নিয়ে গবেষণা করার, ভাবার এবং বলার দরকার আছে। তারা কেন নিপীড়িত, নিগৃহীত, নির্যাতিত?

এর উত্তর হচ্ছে একজন মানুষের আদর্শ, মূল্যবোধ,'চয়েস' কয়েকপ্রজন্ম ধরে তৈরি হয়।প্রবাসে পাড়ি জমালেও মানুষের জীবন তার পরিবার, স্বজন, স্বজাতির সাথেই বাঁধা থাকে। খুব অল্পসংখ্যক মানুষ এসব সীমাবদ্ধতাকে জয় করতে পারেন। শরীরটা কয়েকহাজার মাইলের দূরত্ব পাড়ি দিলেও মগজে থেকে যায় পুরনো জঞ্জাল,এ এক ভয়ংকর ফাঁদ।

তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আছে, সামাজিক বিজ্ঞানে যাকে বলে 'পজিশনালিটি'। মানুষ মাত্রই বৃহত্তর পরিচয় খোঁজে। ষাট, সত্তর দশক পর্যন্ত বাঙালীর যে পরিচয় ছিল পরবর্তীতে সে পরিচয় বদলে গেছে। বদলের পেছনে সামরিক শাসন, মধ্যপ্রাচ্যের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা, ইসলামি বিশ্ব নামে এক পরিচয়ের আত্মপ্রকাশ, এমনকি সেপ্টেম্বর এগারো উত্তর মুসলিম-বিদ্বেষ -এসব আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় দায়ী। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন সব মিলিয়ে বাংলাদেশীদের যে আন্তর্জাতিক পরিচয় ছিল, উদার-রাজনীতি সচেতন, বিদ্রোহী, প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, এই পরিচয় বদলে বাংলাদেশীদের বর্তমান পরিচয় 'রক্ষণশীল মুসলিম'। এই পরিচয় আঁকড়ে ধরার খেসারত বাঙালী নারীকে অনেক বেশি করে দিতে হচ্ছে, স্বদেশে এবং বিদেশেও।

বৈশ্বিক রাজনীতি ও পিতৃতন্ত্র দুজনেই কিন্তু খুব চালাক। তারা নারীর ওপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিচয় চাপিয়ে দিয়েছে। পিতৃতন্ত্র সুদীর্ঘকাল নারীকে রূপসী, ক্রন্দসী, অবলা ইত্যাদি বলেছে। নারী নিজে সেটা বিশ্বাস করে পুরুষের উপর নির্ভরশীল থেকেছে শত শত বছর। তারপর তারা যখন শেকল ছেড়ে বের হতে শুরু করেছে পিতৃতন্ত্র আমদানি করেছে মাতৃত্বের ফাঁদ! এবার নারী আর অবলা নন, তিনি একদম মমতার আধার। গত কয়েকদশক ধরে আবিষ্কার করেছে 'সর্বগুনা' মিথ। নারী নাকি সব পারে, সব সহ্য করে, ঘরে বাইরে দশহাতে কাজতো করেই আবার জিমে গিয়ে শরীর রাখে মেদহীন, স্পাতে গিয়ে ত্বক বানায় মসৃণ।

বাংলাদেশী নারী 'রক্ষণশীল মুসলিম' পরিচয়ের কারণে বোরখা, হিজাব গ্রহণ করেছেন, আবার দশভূজা হতে গিয়ে কর্পোরেটে কাজ করছেন, আবার মেকাপ, জিম এসবও আছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের হাত ধরে কিষাণীর মাথায় ঘোমটা উঠেছে, তার যাতায়াতে সিমাবদ্ধতা এসেছে, তার চারপাশে উঠেছে মধ্যবিত্তের বিবিধ দেয়াল। আরও আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে সময় ও পরিচয় এতোটা বদলে গেলেও বাংলাদেশি পুরুষের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাদেরকে পোশাক বদল করে 'রক্ষণশীল মুসলিম' পরিচয়ের পরীক্ষা দিতে হয়না, কর্পোরেটে কাজ করতে গিয়ে সংসার ঠিকমতো চালানোর অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়না, তাদের জন্য সর্বগুনেগুণান্বিত হবার 'মিথ' নেই!

আমাদের সমাজে সব জনপ্রিয় 'মিথ' নারিবিরোধী। যে নারী বাইরে কাজ করেন না তার পরিচয় 'কিছু করে না'। যে নারী কাজ করেন, সেটাও অপরাধ, মা'র দায়িত্ব পালন করছেন না, সেটা পদে পদে মনে করিয়ে দেবে। ধর্মীয় নেতারা ফতোয়া দেবে কর্মজীবি নারীরা প্রেম করে আর বেলেল্লাপনা করে। এনজিওর নারীকর্মিরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রি করে সমাজ নষ্ট করে দিচ্ছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়েগুলো বেশ্যা।

যে সমাজ ক্রমশ মেয়েদের কোণঠাসা করছে, সেখানে এগিয়ে আসাটা দশগুণ পরিশ্রমের কাজ। এইযে এসব ঘেউঘেউ ফেলে আমাদের মেয়েরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে সেও কম অর্জন নয়।

ওয়েলডান বাংলাদেশ, কিন্তু পঞ্চাশ পেরুনো বাংলাদেশকে আরো বেশি কিছু করতে হবে। রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে যে লৈঙ্গিক সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং নারীর নাগরিক অধিকার। নারীকে নানাবিধ অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে, কঠোর পরিশ্রম করে তা অর্জন করতে হবে কেন?

সরকারকে সবরকম প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে হবে, নারিবিরোধী ধর্মীয়-সামাজিক গোষ্টিকে প্রতিহত করতে হবে। আর সবচে জরুরী হচ্ছে পুরুষদেরকে নারী অধিকার, ক্ষমতায়ন, সমতা বিষয়ে সচেতন করতে হবে। তারা মঞ্চের মৃত সৈনিক নন, তাদেরকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষা গবেষণায়ইদানীং একটি কথা বলা হয়- 'আন-লার্নিং', অর্থাৎ নতুন কিছু শিখতে গেলে ভুলভাল যেসব জেনে এসেছি, মেনে এসেছি সেগুলো প্রথমে মাথা থেকে নামাতে হবে।

বাংলাদেশের নারীর সুষম, সার্বিক, টেকসই উন্নয়নের জন্য সবার আগে গত কয়েক শতাব্দী ধরে পিতৃতান্ত্রিক যেসব বিশ্বাস, আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধ আমাদের মগজে বাসা বেঁধেছিল সেগুলো সমূলে উৎপাটন করতে হবে। পুরুষকে নতুন বাস্তবতার জন্য তৈরি করতে হবে,সহস্রবছর ধরে যে প্রিভিলেজ তারা উপভোগ করেছে তা ছাড়ার জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

আর নারী, তোমাকে বুঝতে হবে তুমি ঊনমানুষ নয়, পূর্ণ মানুষ। যদি ধর্ম বলে তুমি পুরুষের তুলনায় হীন তবে সে ঈশ্বরকে ত্যাগ করো! যদি সমাজ বলে তুমি দুর্বল সে সমাজকে বর্জন করো। যদি পরিবার বলে তুমি তুমি কারো চেয়ে কম, সে পরিবার ছেড়ে দাও। যদি রাষ্ট্র তোমার অধিকার নিশ্চিত না করে, সে রাষ্ট্রকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাও। বাংলাদেশ পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল, আহা সে পথ কুসুম বিছানো ছিলনা। তেমনি কুসুমাস্তীর্ন নয় বাংলাদেশের নারীদের পথও। কিন্তু মনের গভীরে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের নারী উভয়েই অপ্রতিরোধ্য!

৫০ এর পথচলায় নারী



লীনা পারভীন

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া শিশুটি আজ ৫০ বছরের অভিজ্ঞ এক যুবক। তবে এই ৫০ এর পথচলা কি মসৃণ ছিলো? চলেন একটু পিছনে ঘুরে আসি। ৭১ থেকে ৭৫ ছিলো সদ্য জন্ম নেয়া শিশুটির উঠে দাঁড়ানোর কাল। এরই মধ্যে শিশুটি হারালো তার জন্মদাতাকে। ঘাড় মাথা শক্ত হবার আগেই এক ধাক্কায় কোমড় ভেঙে গেলো। তারপর থেকে চলেছে শোষনের ইতিহাস। যে স্বপ্ন নিয়ে দেশটির জন্ম হয়েছিলো সে স্বপ্নগুলো একে একে মুখ থুবড়ে পড়তে লাগলো। শুরু হলো কালো অধ্যায়ের পুনরাবর্তন। দেশটি থমকে গেলো এক জায়গায়। উন্নয়ন দূরে থাক, স্বাভাবিক কর্মকান্ডই তখন ছিলো প্রশ্নবিদ্ধ।

তাই এই ৫০ বছরে কার কতটা অগ্রগতি হয়েছে সেই বিষয়টি আলোচনার আগে বুঝতে হবে ৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশকে। এই লম্বা সময়টাকে বাদ দিলে সঠিক বিবেচনা করা যাবেনা। বাস্তবিক অর্থে বাংলাদেশে আলোর রেখা ঢুকতে শুরু করে ২০০৮ সাল থেকে। ৭৫ পরবর্তী বেশীরভাগ সরকারই বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে ভাবেনি। মাঝে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এর সময়কালটাকে বাদ দিলে বাকি ২৭ বছরের ইতিহাস মানেই বাংলাদেশ বিরোধী শক্তির শাসনামল। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মত ক্ষমতায় এসে শুরু করলো সত্যিকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনায় যুক্ত হলো নারীর অগ্রগতিও। এর আগের ক্ষমতায় থাকা জিয়া, এরশাদ বা বি এন পি জামাত জোটের খালেদা জিয়ার সরকার কেউই নারীর অগ্রগতি নিয়ে ভাবেনি কোনদিন। কারণ তারা নারীর অগ্রযাত্রায় বিশ্বাসী ছিলো না। শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর এদেশের নারীরা সাহস পেলো নিজেদের নিয়ে ভাবার। এগিয়ে যাবার গল্পটা তাই শুরু ২০০৮ থেকে।

এখন দেখা যাক নারীর অগ্রগতিতে কোন কোন বিষয়গুলো যুক্ত হয়েছে আর কোনটাতে কতটা সফলতা বা বিফলতার গল্প প্রকাশিত বা লুকিয়ে আছে।

৫০ বছরের জার্নিতে নারীর সবচেয়ে বড় যে অগ্রযাত্রাটি হয়েছে সেটি হয়েছে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে নারীর অবদান যুক্ত হয়েছে। নারীরা এখন সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখছে এবং নারীর আয়কেও স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সরাসরি জিডিপিতে নারীর অবদান বেড়েছে যা এখন মোট অবদানের প্রায় ২০% বলে ধরা হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৫০ বছরের অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ঘটনাটা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ। স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীতে এসে আমরা গর্ব করে বলতেই পারি যে যে যে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়েছে সেখানে নারীর এই অগ্রযাত্রার হার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে নারীর সরাসরি নির্বাচন করার পাশাপাশি সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নির্বাচনে নারীর সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাও এখন আর কেবল পুরুষদের সংরক্ষিত আসন নয়। সমানতালে যোগ্যতার স্বীকৃতি পাচ্ছে নারীরাও।

এমন অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে নারীর অগ্রযাত্রার। তবে উন্নত দেশ হবার রাস্তায় এসব উন্নয়নে সফলতা খুঁজলেই কি আমাদের চলবে? যেকোন উন্নয়নের দুটি দিক থাকে। একটি পরিমাণগত আরেকটি গুণগত। পরিমাণগত উন্নয়ন হয়তো অনেক হচ্ছে বা হয়েছে। আমরা বৈশ্বিক স্বীকৃতিও অর্জন করেছি অনেক কিন্তু গুণগত উন্নয়নের দিকটিতে যে পরিমাণ কাজ হবার কথা ছিলো বা মনযোগ দেয়ার প্রয়োজন ছিলো সেই কাজটি হয়নি আশানুরূপভাবে। আর সে দিকটি হচ্ছে নারীর প্রতি একটি ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তোলার কাজ। এখনও আমাদের দেশে নারীদেরকে ভোগ্য পণ্য হিসাবেই



দেখেছি আমরা। বিমান, সামরিক, পুলিশ বা নৌ বাহিনীর মত বিশেষায়িত বাহিনীগুলোতে নারীদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। নারীদের আকাশে উড়ার বিষয়টি এখন আর গল্প নয়। ব্যাংকিং খাত থেকে জাতীয় সংসদের স্পীকারের চেয়ারগুলো দেখা হয়। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় নারীর সকল অগ্রযাত্রাই বিফলে চলে যায় যখন একজন প্রতিষ্ঠিত নারীকে গৃহ নির্যাতনের শিকার হতে হয়। সকল অর্জন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় যখন ৮ মাসের কন্যাশিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে। দিনের পর দিন নারী নির্যাতনের মামলাগুলো পড়ে থাকে ফাইলের নীচের দিকে। মৌলবাদী গোষ্ঠী এখনও ফতোয়া দেয় নারীরা হচ্ছে তেতুলের মত। নারীরা থাকবে ঘরের কোণে যাদের কাজ হচ্ছে কেবল স্বামী সেবা করা। নারী শিক্ষার সকল অর্জনকে ব্যর্থ করে দেয় যখন ধর্মের নামে ফতোয়া দেয়া হয় নারীদের উচ্চ শিক্ষার দরকার নেই বলে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে কিন্তু সেগুলোর বেশীরভাগই হয়েছে পোশাক শিল্প খাত ও কৃষিখাতে। শিল্প বা প্রশাসনিক পদে নারীর অংশগ্রহণ গত ৫০ বছরে বেড়েছে অতি সামান্য। আর তাই নারীর এই অগ্রযাত্রা কখনও আগায় আবার কখনও পিছিয়ে পড়ছে। স্থিতিশীলতা আসেনি। অনানুষ্ঠানিক না নিম্ন আয়ের কাজে যে পরিমাণ প্রবৃদ্ধি এসেছে সে তুলনায় উচ্চপদ বা উচ্চ আয়ের জায়গাটিতে উন্নয়ন ঘটেছে আশংকাজনকহারে কম। নারীর সক্ষমতা উন্নয়নে নেই কোন উদ্যোগ। সরকার যদিও ঘোষনা করেছে একটি নারীবান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠার কিন্তু বাস্তবে এই লক্ষ্য অর্জনে কাজটি হচ্ছেনা কোন দিক দিকেই। আমরা ৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোকে সমালোচনা করি তাদের পিছিয়ে পড়া মানসিকতার জন্য। সেইসব শাসনামলগুলোতে নারীকে নিয়ে চিন্তাই করা হতোনা। নারী শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এসব নিয়ে কোন ভাবনাই করেনি কেউ। বিশেষ করে বি এন পি জামাত জোট সরকারের আমলে মৌলবাদী সরকার কেবল নারী নয়, গোটা দেশকে পিছিয়ে দিয়ে গেছে অন্তত ৫০ বছর। সারাদেশে সন্ত্রাসের তান্ডব চালিয়েছিলো তারা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি কোন ক্ষেত্রেই কোন অগ্রগতি করেনি। কিন্তু ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসা আওয়ামীলীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার হিসেবে এখনও ক্ষমতায় আছে। তাই আমাদের যত প্রত্যাশা সব তাদের কাছেই যার নেতৃত্বে আছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন। সমস্যা হচ্ছে প্রশাসনে থাকা লোকগুলো কি নারীর এগিয়ে যাওয়াকে ইতিবাচক হিসেবে দেখে?

অভিযোগ আছে, স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় যেসব নারী জনপ্রতিনিধি আছে তাদেরকে পদায়ন করা হয়েছে কিন্তু ক্ষমতায়ন করা হয়নি। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে পরিমাণ সিদ্ধান্ত নেয়ার মত ক্ষমতা বা স্বাধীনতা থাকার কথা ছিলো সেটি পায়না তারা। কেন? এই যে নারীদেরকে বিভিন্ন পদে বসানো হচ্ছে তারা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্বটুকু পালনের মত যথেষ্ট সহায়তা বা নির্বিঘ্নে করতে পারছে কি না সেই বিষয়টি মনিটরিং করা হচ্ছে না বা করা না হলে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছেনা। যার ফলশ্রুতিতে নারীরা নিরুতসাহিত হচ্ছে বা থেমে যাচ্ছে।

মৌলবাদের আস্ফালন এখন অনেক বেশী দৃশ্যমান। ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল মিডিয়ার সুযোগ নিয়ে চলছে নারী বিদ্বেষী ওয়াজ, বক্তৃতা, ফতোয়াবাজি। অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় নারীদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়। নারীর শরীর নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেয়া হয় ওয়াজের নামে। সেগুলোর বিরুদ্ধে নেই কোন প্রশাসনিক বা আইনী প্রতিরোধ। এখনও আমাদেরকে দেখতে হয় হেফাজতে ইসলামীর মত মৌলবাদী দলগুলো নারী শিক্ষা, নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাবিনামা পেশ করার সাহস পায়। একবিংশ শতকে এসে ধর্ষণের জন্য নারীর পোষাককে দায়ি করে ফতোয়া দিয়ে ধর্ষণকে জায়েজ করার চেষ্টা করা হয়। সারা দেশে সরকারী অর্থায়নে মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে অথচ সেসব মসজিদ মাদ্রাসা থেকে নারী বিদ্বেষী আলোচনা ও (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী ঃ বাঙালী নারী

সাজিয়া আফরিন

বাংলার জন্ম থেকে এই সুবর্ণজয়ন্তীর ক্ষণ পর্যন্ত সময়ে নারীরা নেই কোথায়! নারীদের অবদান প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যে দিক থেকেই তাকাবেন, নারীকে দেখবেন স্বতঃস্ফূর্তরূপে। দশভূজা হয়ে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামলে নারী কাজ করে যাচ্ছে সংসার, সমাজ, সর্বোপরি দেশের খাতিরে। আজকের বাংলাদেশের এই গৌরবান্বিত পঞ্চাশে নারীরা দ্যুতি ছড়িয়ে যাচ্ছে চমৎকারভাবে। ৫০ বছরের পথচলায় দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে দেশ। দরিদ্র আর দূর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে আত্মপ্রত্যয়ী একটি দেশ হিসেবে জাগ্রত। এই ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্জন অনেক। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এদেশের নারীরাও আজ রান্না ঘরে সীমাবদ্ধ নেই, বাংলার এই অগ্রযাত্রায় নারীরাও এগিয়ে চলছে সমান গতিতে।৫০ বছরে সমাজের বিভিন্ন (বাকি অংশ ৮ পাতায়)



কমিউনিটি ক্ষমতায়নে টাইম টিভি বাংলা পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য

(প্রথম পাতার পর)

অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ২৫ বছর পেরিয়ে ২৬ বছরে পদার্পণ করেছে। কমিউনিটি সেবার পাশাপাশি আমেরিকান মূলধারার রাজনীতিতে কমিউনিটির এম্পাওয়ারমেন্টে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র অবদান অনস্বীকার্য। কমিউনিটির সেবার পাশাপাশি আমেরিকান মূলধারার রাজনীতিতে অগ্রণি ভূমিকা রাখছে গণমাধ্যম দু'টি। মিডিয়া দুটির বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেন অতিথি ও বক্তাগণ। গত ২০ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বার্তা সংস্থা ইউএনএ'র খবরে বলা হয়: জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হলে আয়োজিত মিডিয়া দু'টির বর্ষপূর্তীর বর্ণাঢ্য গালা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য, নিউইয়র্কের কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট- থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান হেকিম জাফরী। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু ও নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে নবনির্বাচিত প্রথম বাংলাদেশী-আমেরিকান কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তবর্গ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে টাইম টেলিভিশন-এর সিইও এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটির বিনির্মাণের প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু করা টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা আজো অবিচল আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মিডিয়া দুটির অগ্রযাত্রায় কমিউনিটির সহযোগিতার জন্য তিনি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কংগ্রেসম্যান হাকিম জাফরী আবু তাহেরকে তার অন্যতম ঘনিষ্ট বন্ধু উল্লেখ করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে তার ভিষণ ও মিশন সফল হয়েছে।

ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু তার বক্তব্যে দুই বছর আগে বাংলাদেশ সফরের কথা উল্লেখ এবং সফরের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। কমিউনিটির অগ্রসরে তিনি টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র ভূমিকার প্রশংসা করেন। নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ বলেন, আমার আজকের এই অবস্থানে আসতে মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই সাথে নারীর ক্ষমতায়নে মিডিয়া সহ অভিভাবকদের আরো ভূমিকা রাখার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক ও টাইম এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠানের প্রধান প্যানেলিষ্ট নাজমুল আহসান বলেন, জনগণের কল্যানে সঠিক তথ্য পরিবেশন মিডিয়ার প্রধান দায়িত্ব। সেই দায়িত্বই পালন করছে টাইম টেলিভিশন। যার প্রতিদিনের অনুষ্ঠান 'টাইম এক্সক্লুসিভ' প্রবাস ছাড়িয়ে বাংলাদেশ ও বিদেশেও জনপ্রিয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য ডা. মাসুদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, এটর্নী মইন চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট বেদারুল ইসলাম বাবলা, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী অসিফ চৌধুরী, বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, ডা. নাহিদ খান, নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় ইউটিউবার প্রিসিলা। এছাড়াও ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক ও টাইম টেলিভিশনের 'টাইম এক্সুসিভ' অনুষ্ঠানের নিয়মিত অতিথি আলোচক হাসান ফেরদৌস ও টাইম টেলিভিশনের সাবেক অনুষ্ঠান প্রধান, মূলধারার রাজনীতিক মেরী জোবায়দা। আরো শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ডা. সবুর খান, সাপ্তাহিক প্রথম আলো'র সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে কংগ্রেসম্যান হাকিম জাফরীর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এসময় সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান এবং প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী তাজুল ইমাম ছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী চন্দ্রা রায় ও শামীম সিদ্দিকী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলায় ছিলেন তপন মোদক। এছাড়াও নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী জেরিন মাইশা পরিবেশন করেন একক নৃত্য। মাজেদ ডিজায়ার-এর 'মাজেদ লোদী ও নাজিয়া জাহান' গান ও নৃত্যের সাথে ফ্যাশন শো প্রদর্শন করেন। সাংস্কৃতিক পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী শামীম সিদ্দিকী ও উপস্থাপক আশরাফুল হাবিব মিহির। সাউন্ড সিস্টেমে ছিলেন তানভীর শাহীন।

নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিক এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও চ্যানেল ৭৮৬ ও এ-এইচ ড্রিম ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন সংগঠন/প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে আবু তাহেরকে বিশেষ শুভেচ্ছা জানানো হয়। তবে করোনাভাইরাসের নতুন ভেরিয়েন্ট ওমিক্রনের বিস্তারে সীমিত অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে। যারা এসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ভ্যাকসিনেটেড। নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অসম্মান কেন? পুতিনের প্রশ্ন

(প্রথম পাতার পর)

হতে পারে।

তিনি বলেন,'নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অসম্মান কেন? এটি কি সৃজনশীল স্বাধীনতা? আমি মনে করি না। এটি ধর্মের স্বাধীনতার লঙ্ঘন এবং মুসলমানদের পবিত্র অনুভূতির লঙ্ঘন। এটি চরমপন্থার প্রকাশ।'

তিনি আরো বলেন,'নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যাঁরা লড়াই করেছিলেন তাঁদের স্মৃতির প্রতিও একই সম্মান প্রদর্শন করা উচিত এবং এই বিষয়ে এ যুদ্ধে বিজয়ী সৈন্যদের অবদানের স্মরণে ওয়েবসাইটে নাৎসি জার্মানির নেতা অ্যাডলফ হিটলারের প্রতিকৃতি পোস্ট করা অগ্রহণযোগ্য।'

তিনি যোগ করেন,'রাশিয়া একটি বহুজাতিক এবং বহুমতসহিষ্ণু রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হয়েছিল। আমরা মূলত একে অপরের স্বার্থ ও ঐতিহ্যকে সম্মান এবং সেইমতো আচরণ করতে অভ্যস্ত। এটি প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বের একটি শক্তিশালী ভিত্তি। একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়ার অস্তিত্বের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি।

ওমিক্রনের মধ্যেই নতুন সংক্রমন ডেলমিক্রন!

(প্রথম পাতার পর)

আক্রান্ত হলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। ভারতীয় চিকিৎসক ডা. শশাঙ্ক যোশী বলেছেন, ডেল্টা এবং ওমিক্রন ধরন মিলিত হয়েই এই ডেলমিক্রনের সৃষ্টি। অজান্তেই ইউরোপে এরই মধ্যে ডেলমিক্রন সংক্রমণের মিনি সুনামি আছড়ে পড়েছে।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান সতর্ক করেছেন, বুস্টার ডোজের ওপর এখনই বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপাতত দুটি করে ডোজ দিয়ে প্রতিটি দেশকেই ২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ৭০ শতাংশ নাগরিককে টিকাদান করতে হবে। তার সেই বক্তব্য ডেলমিক্রনের সংক্রমণ ঠেকাতে কতটা কার্যকর হবে তা এখনো জানা যায়নি।

ডেলমিক্রন আক্রান্তদের উপসর্গ এখনো জানা যায়নি। কারণ এ ধরনের রোগী নিয়ে এখনো কোনো সমীক্ষা চালানো হয়নি।

আউটলুক ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, যারা শারীরিকভাবে দুর্বল এবং বয়স্ক, তারা ডেলমিক্রনে আক্রান্তের ঝুঁকিতে আছেন। একবার করোনার ডেল্টা ধরনে আক্রান্ত হয়ে সেরে ওঠা ব্যক্তিদেরও সতর্ক থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক পরার কথা বলেছেন বিশেষজ্ঞরা।

ব্রিটেনে বাংলাদেশীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ

(প্রথম পাতার পর)

প্রয়োজন হবে।

ব্রিটেনে করোনাকালীন কেয়ার ওয়ার্কার সংকট চলছে। তাছাড়া বেক্সিটের কারণে অনেক কর্মী চলে গেছেন। এরই মধ্যে ব্রিটেনে কেয়ার ওয়ার্কার, কেয়ার এসিসটেন্স এবং হোম কেয়ার কর্মীদের জন্য অভিবাসন নিয়ম শিথিল করা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে স্বিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দেশটির স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে বলা হয়েছে, কর্মীদের শূন্যতা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে হাজার হাজার অতিরিক্ত কেয়ার ওয়ার্কার নিয়োগ করা হবে। কেয়ার কর্মীদের শূন্যতা তৈরি হচ্ছে এবং টার্নওভারের সম্মুখীন হচ্ছেন। এ ছাড়া ওমিক্রনের কারণে কর্মীদের ওপর বাড়তি চাপ বাড়ছে।

নতুন একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কর্মীদের সংখ্যা প্রায় ৪২ হাজার কমেছে। গবেষকরা বলেছেন, স্টাফ সংকটের কারণে দুর্বল বয়স্ক ব্যক্তিদের কেয়ার হোমগুলো বন্ধ হচ্ছে।

আর এ কারণে শূন্যতা পূরণ করার জন্য কেয়ার কর্মীদের হোম অফিসের ঘাটতি পেশার তালিকায় যুক্ত করা হবে। তার মানে এ খাতে বাইরে থেকে কর্মী আনার তালিকায় যুক্ত করা হবে।

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র দফতর সূত্রে জানা গেছে, ব্রিটেনের বাইরে থেকে আসা কর্মীদের বছরে ২০ হাজার ৪৮০ পাউন্ড বেতন দেওয়া হবে। কেয়ার ওয়ার্কার তাদের পরিবার মানে স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তানসহ ব্রিটেনে আসার ভিসা পাবেন।

আরও বলা হয়েছে, আগামী বছর যে কোনো সময় নতুন নিয়মগুলোর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে। ধারণা করা হচ্ছে কেয়ার ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে ১২ মাসের ভিসার সুযোগ থাকবে।

স্বরাষ্ট্র সচিব প্রীতি প্যাটেল বলেছেন, কেয়ার খাত করোনা মহামারির কারণে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং সরকার স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা ভিসায় যে পরিবর্তন করছে তা কর্মশক্তিকে শক্তিশালী করবে। বর্তমানে যে চাপের মধ্য দিয়ে সরকার যাচ্ছে তা অনেকটাই দূর হবে। ন্যাশনাল কেয়ার ফোরামের চিফ এক্সিকিউটিভ ভিক রেনার বলেছেন, এ পদক্ষেপ নতুন বছরের জন্য আশার ঝলক। অতিরিক্ত দক্ষ কর্মী প্রয়োজন, যা নতুন এই নিয়মের কারণে পাওয়া সম্ভব হবে।

নারী পুলিশ প্রধানের 'প্রথম টার্গেট'

(প্রথম পাতার পর)

কর্মরত কিচান্ট সিওয়েল বলেন, আমরা মূলত সহিংস অপরাধে মনোযোগ দিচ্ছি। সহিংস অপরাধ আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।

সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ও নবনির্বাচিত মেয়র এরিক অ্যাডামস শহরটির দ্বিতীয় কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র। ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের আগেই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে মনোনীতদের নাম ঘোষণা করেছেন।

এরিক অ্যাডামস বলেন, অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সিওয়েল একজন পরীক্ষিত যোদ্ধা। নিউইয়র্কবাসীর নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞতা ও মেধা তার রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শহরটিতে প্রায় ৩৬ হাজার পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছেন। ৪৯ বছর বয়সী সিওয়েল এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন। করোনাভাইরাস মহামারিতে নিউইয়র্কে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কঠিন দায়িত্বও তাকে পালন করতে হবে। স্থানীয় পুলিশ ইউনিয়নের প্রধান প্যাট্রিক লিঞ্চ বলেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

দুবাই থেকে জেনারেল আজিজ কি বলতে চেয়েছেন?

(প্রথম পাতার পর)

আলোচনায় নিজের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগ নিয়ে কথা বলেছেন জেনারেল আজিজ। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার তথ্যচিত্র, নিজ ভাইদের অপকর্মের সাথে জড়িয়ে নানা অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রে নিজের ভিসা বাতিলসহ নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সবগুলো অভিযোগই অস্বীকার করেছেন তিনি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সাংবাদিক খালেদ বরাবরের মতোই জার্মানির বন শহর থেকে সবাইকে স্বাগত জানালেও জেনারেল আজিজ কোন দেশের কোন শহর থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন তা দর্শকদের জানানো হয়নি। তবে জানা গেছে, তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে ওই অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছিলেন। জেনারেল আজিজের দেয়া সাক্ষাৎকার যারা দেখেছেন তারা প্রায় সবাই বলছেন, তাকে করা বিভিন্ন প্রশ্নের (সবই ছিল অভিযোগ) কোনোটিরই উত্তর তিনি এক কথায় দেননি অর্থাৎ 'হ্যাঁ' বা 'না' বলেন নি। গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে তাকে করা একেবারে প্রথম প্রশ্নটি ছিল 'আপনার কি যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যালিড ভিসা আছে এই মুহূর্তে?' এমন প্রশ্নের জবাবে আজিজ অনেক কথাই বলেছেন। তবে সবচেয়ে সুস্পষ্ট জবাবটি ছিল 'এজ ফার এজ আই অ্যাম কনসার্ন, ইয়েস (আমি যতটুকু জানি, আছে)'। সাংবাদিক খালেদ অনেকভাবে সরাসরি উত্তরটি জানতে চাওয়ার চেষ্টা করলেও আজিজ একবারও শুধুই 'ইয়েস' বা 'হ্যাঁ' বলেননি। সেনাপ্রধানের দায়িত্ব ছাড়ার পরপরই তার ব্যক্তিগত সহকারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় বলে খবর বের হয়েছিল। তার 'ব্যক্তিগত সহকারীকে দুর্নীতি বা মিসকন্ডাক্টের কারণে বরখাস্ত করা হয়েছিল কিনা এমন প্রশ্নের জবাবও তিনি সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' তে দেননি। তিনি বলেন, 'আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, আমি যখন রিটায়ারমেন্টে আসি, তখন শুনেছি সে অবসরে গেছে।...'

'আপনি কি স্পাইওয়্যার কেনা নিয়ে জনাব সামির সাথে কথা বলেছিলেন?' এমন প্রশ্নের উত্তরও তিনি সরাসরি দেননি। প্রথমে শুধু বিস্ময় আর কটাক্ষের সুরে বলেছেন, 'আমি কবে সেনাপ্রধান হয়েছি! আর এটা কেনার প্রক্রিয়া কবে থেকে শুরু হয়েছে!' পরে অবশ্য তিনি এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। স্পাইওয়্যার কেনা নিয়ে ভাইদের জড়িয়ে তার দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগ করা হলে তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করে জানান যে, এসব ক্রয়ের প্রক্রিয়া একদিনে হয় না, তিনি সেনাপ্রধান হওয়ার আগেই ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার ব্যাখ্যায় দেয়া বিভিন্ন দিন-তারিখ শুনে সাংবাদিক খালেদ মুচকি হেসে প্রশ্ন করেন, 'তাহলে আপনি সেনাপ্রধান হওয়ার একদিন পরই এটা কেনার চুক্তি হয়?' আজিজ অবশ্য সেটা স্বীকার করে আবারো বলেন, সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর তো অনেক আনুষ্ঠানিকতা থাকে, একদিন পর এটা কেনায় প্রভাব খাটানো সম্ভব নয়। এছাড়া, আরেকটি কাকতালীয় ঘটনা নিয়েও খালেদ কথা বলেন। সেটি হলো, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জেনারেল আজিজের ভাইদের ক্ষমা ঘোষণা করার পরদিনই তাদের তার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায়। এ বিষয়ে তিনি বলেন, শুধুতো বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল না। গায়ে হলুদসহ আরো অনেক অনুষ্ঠান ছিল। সেগুলোতে তাদের দেখা যায় নি। আল জাজিরার তথ্যচিত্র প্রচারের পরই জানা যায়, তার ভাইদের ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অবশ্য সরাসরি কোনো জবাব দেননি জেনারেল আজিজ। 'আপনার ভাইয়েরা ভিন্ন নাম, ঠিকানা, পরিচয় ডকুমেন্ট করে যখন জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট করেছিলেন সেসময় বিজিবির অফিসার বা অধস্তনরা সেগুলোতে স্বাক্ষর করেছিলেন, এতে বুঝা যায় কিনা সেটা করতে তারা আপনার প্রভাব খাটিয়েছিলেন?' এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আই ডোন্ট থিংক সো। এই ধরনের কোনোকিছু হয়েছে কিনা আমার ঠিক জানা নেই। এ ধরনের করার প্রসঙ্গ এসেছিল কিনা আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

আপন ভাইয়েরা নিজের নাম, মা-বাবার নাম, স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তন করে অন্য সব নাম ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয় পত্র এবং পাসপোর্ট বানিয়ে বিদেশে বসবাস করছেন এমন অভিযোগ পরোক্ষভাবে স্বীকার করে তিনি উল্টো প্রশ্ন করেন, 'লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী যারা প্রবাসে আছে তারা তাদের নাম, পিতৃ পরিচয় বা ঠিকানা কি অ্যাকচুয়েলটা (সত্যিকার) ইউজ (ব্যবহার) করছে?' তিনি একাধিকবার এমন কথা বলেন।

উল্লেখ্য, জেনারেল আজিজের এমন কথায় লক্ষ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন। অনেক প্রবাসীই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, তার এমন বক্তব্যে তারা অপমানিত বোধ করছেন। কারণ নামমাত্র দু-চারজন বাংলাদেশের অপরাধী হয়তো নিজের নাম, মা-বাবার নাম এবং নিজের আদি ও অকৃত্রিম ঠিকানা পরিবর্তন করে বিদেশে বসবাস করছেন, বাকিরা তো এমন কাজ করেননি! তিনি কেন তাদের সবাইকে ঢালাওভাবে দোষী করলেন? এমন প্রশ্ন তাদের। আল-জাজিরার তথ্যচিত্রে জেনারেল আজিজ আহমেদ ও তার একজন কোর্সমেটের কথোপকথন ফাঁস করা হয়। তার দাবি, ফাঁস হওয়া অডিওটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনা করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, 'আগামী (২০২২) জুনের ২৫ তারিখের পর আমার সম্পূর্ণ রিটায়ারমেন্ট শুরু হবে। তখন আমি চিন্তা করবো এ ব্যাপারে কী করা যায়।' কিন্তু অনেকের প্রশ্ন, জেনারেল আজিজ যদি তার চাকরির বর্তমান অবস্থায় টকশোতে এসে এমন সব স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন, তবে আর এতো অপেক্ষা কেন?

'এক-দুই কোটি টাকা দেখান' : তিনি শত শত কোটি টাকার মালিক কিনা- এমন প্রশ্ন করেন সঞ্চালক। জবাবে আজিজ আহমেদ বলেন, 'কয়েকশ কোটি নয়, আমাকে সামান্য কিছুর সূত্র দিন যাতে বাকি জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে পারি। শত শত কোটি নয় যদি... বলতে পারেন লাখ লাখ বা এক-দুই কোটি টাকা আছে, তা হলে ওটা দিয়ে আমি পরিকল্পনা করব আমার ভবিষ্যৎটা স্বাচ্ছন্দ্য হতে পারে কিনা।' এ ধরনের অভিযোগকে তিনি মনগড়া হিসেবে অভিহিত করেন।

অবসর জীবন নিয়ে সাবেক এ সেনাপ্রধান বলেন, 'রিটায়ারম্যান্টের পরে তিনি এখন দায়িত্বের চাপ থেকে মুক্ত। এই মুহূর্তে পোস্ট ডক্টরাল করছেন তিনি, সেই বিষয়ে গবেষণা করেই সময় কাটাচ্ছেন।'

ব্যক্তিগত সহকারীর 'পদচ্যুতি' : সেনাপ্রধানের দায়িত্ব ছাড়ার পরপরই তার ব্যক্তিগত সহকারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় বলে খবর বের হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশে ১৬তম সেনাপ্রধান বলেন, 'আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, আমি যখন রিটায়ারম্যান্টে আসি তখন শুনেছি। সে অবসরে গিয়েছে।... ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে। দুর্নীতির বিষয়টি আরও গভীর।... অত সিরিয়াস যদি কোনো কিছু হতো 'হি শুড হ্যাভ বিন ডিসক্লোজড ফ্রম দ্য সার্ভিস'। সেক্ষেত্রে আমরা অনেককে জেল দিয়ে থাকি, অনেককে বরখাস্ত করে থাকি। 'হি ওয়াজ গিভেন নরম্যাল রিটায়ারম্যান্ট'। আমি এ ব্যাপারে 'ফারদার' কিছু বলতে চাচ্ছি না।'

ভাইদের জাতীয় পরিচয়পত্র: বাংলাদেশে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, জেনারেল আজিজের দুই ভাই হারিছ আহমেদ ও তোফায়েল আহমেদ নতুন নাম আর ভিন্ন ঠিকানা ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে সাবেক সেনাপ্রধান বলেন, 'কত লাখ লাখ বাংলাদেশি লোকজন বিদেশে আছে তাদের কি নিজস্ব নাম পিতৃপরিচয় বা ঠিকানা কি একচুয়েলটা ইউস করছে?'

নাম-পরিচয় পরিবর্তনে তিনি প্রভাব খাটিয়েছিলেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'একটা উদাহরণ দেন কোনো জায়গায় আমি কাউকে টেলিফোন করেছি কিনা, যে আপনি একে নির্দেশ দিয়েছেন যে এটা করে দেও। এ রকম কোনো এভিডেন্স কি আপনাদের কাছে আছে? প্রমাণ দেন।'

আবেদনপত্রের কোনো পর্যায়ে তার অধীন কোনো বিজিবি অফিসার যুক্ত ছিলেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'এ ধরনের কোনো কিছু হয়েছে কিনা আমার কিছু জানা নেই। আর এ ধরনের স্বাক্ষর করার প্রসঙ্গ এসেছিল কিনা আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

কোর্সমেটের সঙ্গে ফোনালাপ : আল জাজিরার তথ্যচিত্রে জেনারেল আজিজ ও তার একজন কোর্সমেটের কথোপকথন ফাঁস করা হয়। এ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে আজিজ আহমেদ দাবি করেন অডিওটি সঠিক নয়। তিনি বলেন, 'ইট ওয়াজ এ কাট অ্যান্ড পেস্ট। ইট ওয়াজ টেম্পার্ড।...অনেক কিছু করা হয়েছে।'

নির্বাচন প্রসঙ্গ : দেশের সবশেষ জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন করা হয় তাকে। জবাবে তিনি বলেন, সেনাবাহিনী কী দায়িত্ব পালন করবে তার পরিষ্কার নির্দেশনা ছিল। তিনি বলেন, চাইলেই সেনাবাহিনীর যা খুশি করার এখতিয়ার নাই। নির্বাচন কেমন হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় ভালো নির্বাচন হয়েছে।

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION
JOB PROPOSAL
WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

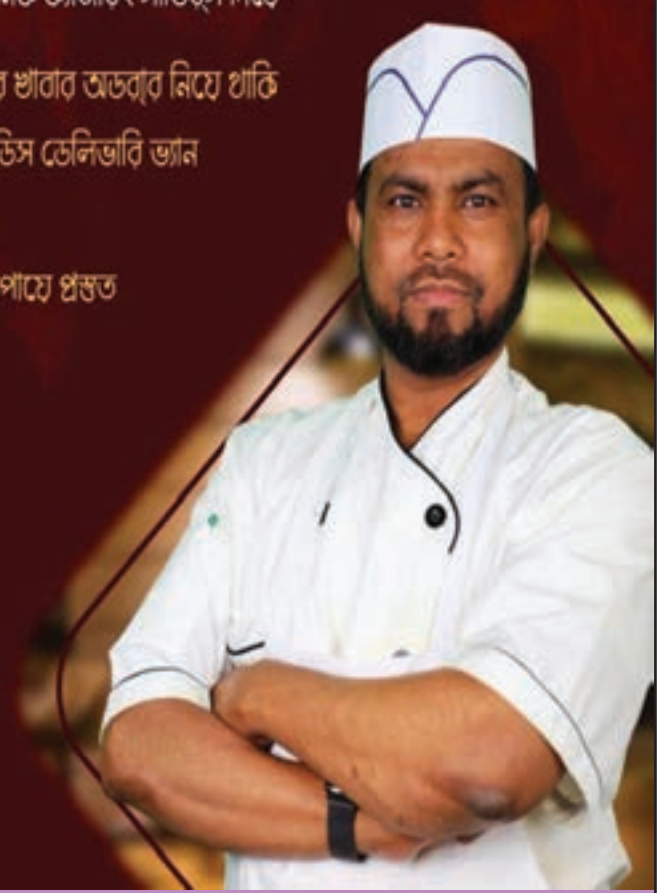
929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

orderkhalilsfood /

খলিল"স ক্যাটারিং

সামার শেষের বাকি দিন গুলি হয়ে উঠুক জমজমাট
খলিল'স ফুড এর নান্দনিক ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে

- ২০-২০০০ মানুষের খাবার অর্ডার নিয়ে থাকি
- সর্বাধুনিক মাসেরডিস ডেলিভারি ভ্যান
- খাবার গরম থাকে
- ১০০ ভাগ হালাল উপায়ে প্রস্তুত
- স্বাদ মাশাল্লাহ!



Khalil's Food

For order or online:
www.khalilsfood.com

Place Order:
646-763-5073
347-621-2884

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
October 19, 2019	October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
November 16, 2019	November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী'র জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন

তমিজ উদ্‌দীন লোদীর কবিতা

হাসান ফেরদৌস

{আগামী ১ জানুয়ারী ২০২২ এ ৬৩ বছর পূর্ণ করবেন আশীর দশকের অন্যতম প্রধান কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলা পত্রিকা'র সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে লেখা বিশিষ্টজনদের কিছু লেখা দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা গেল। বাংলা পত্রিকার পক্ষ থেকে কবিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। বিশেষ এই পাতা সম্পাদনা করেছেন কানাডা প্রবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক মালেক ইমতিয়াজ}

ভালো কোনো কবিতায় তিনি কী আশা করেন, সে-কথার জবাবে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, কবিতায় থাকতে হবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, সান্দ্রতা, সেই আর্দ্র ও ঈষৎ অন্ধকার বাতাস, যা প্রাণের জীবাণুর পক্ষে অনুকূল। এখানে সান্দ্রতা কথাটা আমার কাছে আগ্রহোদ্দীপক মনে হয়েছে। সান্দ্রতা আক্ষরিক অর্থে নিবিড়, তরল অথচ ঘন এমন কিছু। কবিতায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অর্জিত হয় চিত্রকল্পে- যে-চিত্রকল্প স্মৃতিকে উসকে দেয়, দেহ ও মনকে নিকটতর করে। কিন্তু সান্দ্রতার কাজ ভিন্ন, কবিতাকে সে ঐন্দ্রজালিক বিস্ময়ের প্রতিবিম্ব হিসেবে স্থাপন করে। এই ঐন্দ্রজালিকতার কথা মনে করেই কার্ল স্যান্ডবার্গ কবিতাকে এক প্রতিধ্বনির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, যে-প্রতিধ্বনি ছায়াকে নৃত্যে আহ্বান করে।

তমিজ উদ্‌দীন লোদীর কবিতা পড়তে গিয়ে আমি এই সান্দ্রতার খোঁজ করেছি। লোদী আশীর দশক থেকে কবিতা লিখছেন, গত এক দশক আছেন যুক্তরাষ্ট্রে, যদিও তাঁর আসল বশ্যতা ফেলে আসা স্বদেশের প্রতি। 'কবিতা হারিয়ে যায়, শুধু থাকে বিস্ময়', এই রকম একটি সান্দ্র বাক্যে তিনি আমাদের ধরিয়ে দেন, কবিতার আসল কাজ মানবমনে বিস্ময়বোধকে জাগিয়ে রাখা। এই বিস্ময়বোধই আসলে কবিতা, কারণ যা শ্রুতিগ্রাহ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, এমন প্রিয় স্মৃতিকে ধরে রাখে সে। কবিতা-তা এপিক অথবা লিরিকধর্মী, যাই হোক, তার কেন্দ্রে থাকে কাছের ও দূরের স্মৃতি। এই দুয়ের তফাৎ এই যে, এপিক কবিতায় ফুটে ওঠে কোনো দেশ বা গোত্রের সম্মিলিত স্মৃতি; কিন্তু লিরিক কবিতার স্মৃতি ব্যক্তিনির্ভর। কবি নিজেকে আধার হিসেবে ব্যবহার করে একটি ব্যক্তিগত মানচিত্র নির্মাণ করেন, যা মুখ্যত তাঁর যাপিত জীবনের প্রতীকী বিবরণ। পাঠককে তিনি সে-মানচিত্রে নজর দিতে আমন্ত্রণ জানান সম্ভবত এই বোধ থেকে যে, যতই নির্জন ও নিভৃত হোক এই স্মৃতিমন্থন, কবি আশা করেন, কেউ না কেউ তাতে নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখতে সমর্থ হবে। যত নিবিড় এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ, তত সে সান্দ্র। ইন্দ্রজালের বিস্ময় মোড়ক সত্ত্বেও পাঠক তাতে নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি পান, দেখেন নৃত্যরত সে-প্রতিধ্বনির ছায়াকে।

তার কবিতাসমূহ মূলত তিনটি বিষয় ঘিরে আবর্তিত হয়: স্বপ্ন, বেদনা ও আক্ষেপ। এক অর্থে তারা একই বিষয়ের তিনটি দিক-সকল স্বপ্ন নির্মাণের পেছনেই তো রয়েছে বেদনা ও আক্ষেপ। কিন্তু মানবিক অভিজ্ঞতার স্বরসংগতি খোঁজা অর্থহীন। ফলে এই তিনটি বিষয় ভিন্ন-ভিন্নভাবে উদ্ধারে আমাদের আশ্রয় করতে হয় প্রতীকময়তার বিনির্মাণে, যার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয় লেখকের- এবং পাঠক হিসাবে আমাদের-অন্তর্গত মানবিকতা ।



তার একটি কবিতা 'মানুষের মুখ'-এর কথাই ধরা যাক। কবিতাটির উদ্বোধন এভাবে: 'আমাকে মানুষের মুখ আঁকতে বলা হয়েছিল /কিন্তু আমি আঁকতে গিয়ে টের পাই পৃথিবীর অন্যতম কঠিন একটি কাজে/ আমার অজান্তেই আমি হাত দিয়ে ফেলেছি ।' কারণ,'মুখ আঁকতে গিয়ে দেখি মুখের আড়ালে আরো আরো মুখ আছে', এই অভিজ্ঞতা থেকে কবির উপসংহার, 'মানুষের মুখ আঁকতে গিয়ে অবশেষে/ আমি প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই আঁকতে পারিনি ।'

একই সঙ্গে বেদনা ও আক্ষেপের উচ্চারণ, কিন্তু তার পেছনে কাজ করে মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা, তাকে উদ্ধারের অপেক্ষা। অন্যথায় কবি মানুষের মুখ আঁকার এ-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবেন কেন? অনাবৃত বেদনার প্রকাশ সত্ত্বেও তাঁর এ-অপেক্ষা, তাকে আমরা স্বপ্ন বলে চিহ্নিত করতে পারি। আর স্বপ্ন, সে তো সর্বদাই ইতিবাচক। এই উদ্বোধনী কবিতা থেকেই আমরা তমিজ উদ্‌দীন লোদীর কবিতার ইতিবাচক ভাবনার সাথে পরিচিত হই। তার কবিতাসমূহে আমরা তিনটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হই: কবির ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর, শিল্পের আড়াল নির্মাণে কুশলতা ও কাব্যকণ্ঠের লাবণ্য। বিষয়টি ভেঙে দেখা যাক।

'এলোমেলো' ও 'মৃত্যু এক হলুদ-লালচে পাতা' এই নামের দুটি কবিতায় লোদী মৃত্যু-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অথচ অন্তর্গতভাবে অভিন্ন দুটি ঝড়ষরষড়যুঁ নির্মাণ করেছেন ।প্রথম কবিতায় ঋতু পরিবর্তনের প্রতীকে মৃত্যুকে অবলোকন করেন তিনি; দ্বিতীয় কবিতায় দিন ও রাত্রির প্রহরাগমনে খুঁজে পান মৃত্যুর অমোঘ পদধ্বনি। 'কাঁধে এক নদী' কবিতায় দেশত্যাগের সিদ্ধান্তে কবির মনে অজানা-অচেনা এক বাউল জেগে ওঠে। কিন্তু সেই দেশত্যাগ যখন বাস্তব হয়ে ওঠে 'নিউইয়র্কে গ্রীষ্মকাল' কবিতায়,

কবি তখন কঠোর অথচ কোমল প্রকৃতির ভেতর নতুনকে আবিষ্কার করেন ; বিশুষ্ক শাখা থেকে খুঁজে পান নতুন কুঁড়ি । অন্য কথায় একদিকে আক্ষেপ, অন্যদিকে অপেক্ষা । ওরয়েছি সুদূর পথ্রে কবিতায় এই প্রতীক্ষা পরিণত হয় সাগ্রহ আলিঙ্গনে , কারণ্ডজমে যাওয়া শরীরের ত্বকে'ও তিনি পান 'শীতল হাত-জলকণার আনন্দ-আলোক ।'

আশ্চর্য সব দৃশ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষমতা রয়েছে লোদী'র । পরিযায়ী পাখির ডানায় তিনি দেখেন 'রোদের গন্ধ', তার চঞ্চুতে পান 'প্রকৃতির মতো অনুপ্রাস' । অবিরল তুষারপাতের পর তিনি দেখতে পান 'দুগ্ধ সরোবরে' লাফানো 'জ্যোৎস্নার চিতা' । বেদনার ভাষা নির্মাণ করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন 'কফের মত বসে থাকা কান্না' ।

লোদী'র কবিতার অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য তাঁর রাজনৈতিক স্টেটমেন্ট । অতি নিম্নকণ্ঠে, যেন নিজেকে বলছেন, এমন স্বগত উচ্চারণে তিনি প্রবল কষাঘাতসম্পন্ন সাক্ষ্যভাষা দিয়ে যান তাঁর চারধারে ঘটে যাওয়া নষ্ট জীবনের । 'অস্থির মানুষেরা গিলে ফেলতে চাচ্ছে সব', এমন সিদ্ধান্তে আসতে তাঁর কোনো দ্বিধা হয় না, কারণ তিনি দেখেছেন 'হাড়বজ্জাত মানুষেরা চিনে গেছে মই' । তিনি অপরিচিত নন পরিবর্তন ও বিপ্লবের সম্ভাবনার সঙ্গে, কিন্তু 'স্পন্দমান অপচয়গুলো ভেসে যায় ছেঁড়া খড়ের মতো' এও তাঁর অভিজ্ঞতার অন্তর্গত । যারা স্বপ্ন দেখাতে উৎসাহ দিয়েছিল, এখন তারাই 'সত্য বলা মহাপাপ' এই ব্রতে মুখে কুলুপ সেঁটে আছে ।

কিন্তু অমানিশাই শেষ কথা নয়। মানুষের ইতিবাচক ভবিষ্যতে, তার বিজয়ে ও প্রেমে এক গভীর ও সংশয়হীন আস্থা থেকে কখনোই বিচ্যুত হন না কবি। তিনি জানেন, 'মানুষ চাইলেই খুব উচ্চতায় যেতে পারে/অথচ সজ্ঞানে সে খাটো হয়ে থাকে ।'ওঅনন্তের মাঝখানে যারা দ্বিধাহীন দাঁড়াতেই পারে', কবি তাদের উদ্দেশে বলেন, 'ছায়াচ্ছন্ন আঁধারেও' তোমরা তৈরি করে নিতে পারো, 'প্রকৃতির দৃশ্যপট'। তিনি এই বিশ্বাসে অবিচল থাকেন যে, 'মানুষেরা যায় তবু মানুষ ফুরায় না'। সেজন্য একমাত্র মানুষই পারবে 'কাঁটাতার ছিঁড়ে খুঁড়ে জ্যোৎস্নার ভেতরে চাঁদ নিয়ে আসতে ।' কাব্যভাষায় সান্দ্রতা-তার নিবিড়, তরল অথচ ঘন অনুভূতি-তমিজ উদ্‌দীন লোদী কতটা অর্জন করতে পেরেছেন, তা বিচারের নিক্তি আমার কাছে নেই, তবে এটুকু বলব তাঁর কবিতা পাঠের পর কবিতার সম্ভাবনা নিয়ে আমার আস্থা আরো দৃঢ় হয়েছে।

চেতন কবিতায় কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী'র নির্বাচিত ও আনন্দ পাঠ

মতিন বৈরাগী



০১

আধুনিক কবিতা বাস্তবের দিকের, এই বাস্তব জীবন চেতনার এবং জীবন লগ্নতার এক মেলোডি। বাস্তবতাই তার মূল কিন্তু সেই বাস্তবও উঁচু নিচু দাঁতালো কখনো নম্র-সমানুপাতিক। তাই আমরা আধুনিক কবিতায় যতটা মনোজগত ও বর্হিজগতের উপস্থিতি লক্ষ করি রোমান্টিক যুগের কবিতায় তার উপস্থিতি ছিলনা। ভাবে বস্তু ছিলনা, কেবল এক কল্পনা হৃদয়বৃত্তিকে বাস্তবে নয়, দায়বোধ থেকে দূরে প্রলয় থেকেও দূরে ছিল তার অবস্থিতি। সংগত কারণে আধুনিক কবিতায় যুক্ত হয়েছে তত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান, শরীরবিদ্যা, অস্তিত্ববাদ, সংশয়বাদ সহ নানা দার্শনিক প্রজ্ঞা। যুক্ত রয়েছে ইতিহাস ও কালচেতনা। এই বাস্তবতার সন্ধান দৃশ্যমানতায়, ধারণায়, যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ও কল্পনারূপাশ্রয়ী। কল্পনা প্রজ্ঞায় জারিত হয়ে যে ভাষ্যরূপ তৈরি করে এবং পাঠকের চেতনাজগতকে আলোড়িত করে, সুখসুর অনুভব গড়ে তোলে এবং পাঠক মনে যে নতুন ইমেজ সৃষ্টি করে তা' তাকে ভাবতে এবং তৃপ্ত হতে প্রাণিত করে। সে কারণে অতিক্রান্ত নানা যুগের কবিতা থেকে আধুনিক কবিতার রূপ রস গঠনক্রিয়া ভিন্ন এবং ক্রমাগত বদলক্রিয়ায় আরো ভিন্ন হয়ে উঠছে। সন্দেহ নেই যে আধুনিক এই সময়ে যা তাত্ত্বিকদের মনমূলে আধুনিকতাকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং একটা সংজ্ঞাও নির্ণিত হয়েছে 'আধুনিক উত্তর' এবং তারও পরবর্তি সময়ের দিকে, তার অর্থ আধুনিকতা বদলে যায়নি বা তাতে কম কিছু পড়েনি । বিকাশমান প্রতিটি পর্বের যাত্রার কেন্দ্রবিন্দুটি কিন্তু ঠিকই আছে, যাকে আমরা কবিতা বলি আর যা আদিম কালের তা কিন্তু অন্যকিছু হয়ে যায়নি, যাকে আমরা সভ্যতা বলি তা আজও বহাল আছে তাকে আমরা অসভ্য কাল বলি বর্তমানের তুলনায়, হ্যাঁ বর্তমানের তুলনায় তা প্রাগ-আঙ্গিকের কিন্তু সেই বিষয়বিন্দুগুলোই কিন্তু বিকাশ পর্যায়ে শিকার পর্বথেকে পুঁজিতন্ত্র প্রতাপান্বিত সমাজের চাহিদায় বদলেছে, কারণ বদলেছে বিষয়, প্রয়োজন, অনুষঙ্গ কিন্তু 'কবিতা' এই নামের গুণের বিষয়ের সুন্দর মনমূর্তিটি অটুট। যুগচাহিদায় আধুনিক কবিতা আজ আর কেবল রূপানন্দ নয় বরং মনোজগতের নানা ক্রিয়াকে ধারণ করে যুক্ত রেখেছে মানব জীবনের অন্তরসত্তার গভীর জ্ঞান ব্যক্তি থেকে বহুতে। জগত ও জীবন অভিজ্ঞতার সার বুনন আধুনিক কবিতা শব্দবন্ধে ভাষ্য হয়ে-হতাশা, ক্লান্তি, আর্তনাদ, দহনদাহ, অস্থিরতা, নিষ্ঠুরতা, প্রতিহিংসা, একাকীত্ব, দুঃসহতা, কবির অন্তরচিত্তের বৈরিতায় যে নতুনত্ব তৈরি করে তার লক্ষণ সুপুষ্ট হয় ভাষ্যে এবং ভাষ্যগুলোতে একটা রূপকাঠামো হয়ে সেকালের যা ছিল এবং একালের চিন্তা হয়ে আবার নতুন চিন্তার পরিধিকে যুক্ত করে সৃষ্টি করে চলছে আনন্দপরিমন্ডল যাতে আমরা তৃপ্তি বল্গি-প্রশান্তির। কিন্তু এই নান্দনিকতা কেবলই নান্দনিকতা নয় বিনোদনই শুধু নয়; আধুনিক কবিতা মনোবিশ্লেষণধর্মী, সমাজমানুষ ও তাদের অভিজ্ঞতা রূপায়িত করতে চায় কবির মনোভূমির কাঙ্খিত রূপায়নে। ফলে আধুনিক কবিতায় যেমন বিবৃত হয় মনোজগতের বিষয়াবলী তেমনি বাহ্যিক নানা টানাপোড়েন দহনজ্বালা অগ্নিবিস্তারময় দীর্ঘশ্বাস। কবির সময় ও কালের বাস্তবতায় নতুন রূপায়নকে বাস্তবতার অনুগামী করে। যা সত্যের উপলব্ধির দিকে পাঠক মনকে প্রসারিত করে। আধুনিক কবিতা ন্যায়ের, বোধের, আনন্দ ও উজ্জীবনের। জীবন সত্যই তার মৌলিক। জীবন জটিলতার নানা উপসর্গ অঙ্গন হিসেবে গ্রহণ করে কবি রূপদেন তার কাম্য রূপটি ফুটিয়ে তুলতে। গড়ে ওঠে কাব্য শরীর।

০২.

বাংলায় আধুনিক কবিতার যাত্রাকে কালপর্বে নির্ধারণ করা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তি এবং রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত ইংরেজি সাহিত্যপ্রভাম্বিত কবিতার রূপকাঠামোকে। সে হিসেবে ১৯২০ পরবর্তি কবির কবিতায় আধুনিকতার অনুষঙ্গগুলো স্পষ্ট হয়ে গায়ে শরীরে লাগতে থাকে। আধুনিকতার সব কাজের প্রেক্ষাপটে কোনো কারণ থাকে, দর্শন তত্ত্ব থাকে,পরিকল্পনায় ভূমিকা থাকে, নকশা থাকে, ভালোকে মন্দের উপর এক ধরনে আলাদা মর্যাদা দেয়। আধুনিকতা কাঠামো নিয়ে চিন্তা করে বিষয়ের গহিন গভীরে প্রবেশ করতে এবং চায় অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। আসলে আধুনিকতা চায় একীভূত করার কোনো এক ক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজে উপস্থিত সকল যৌক্তিক কাজকে মূল্যায়ন করা যাবে। [সহায়তা মঈন চৌধুরীর প্রবন্ধ]

কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী প্রবাসী বাংলাভাষার কবি। আশীর এই কবি প্রবাসে থাকলেও আমাদের কাব্যাঙ্গনে সমান জনপ্রিয় একটি নাম। প্রচুর লিখেছেন তিনি এবং তার জনপ্রিয়তা প্রায় ঈর্ষণীয়। তার নির্বাচিত গ্রন্থটি হাতে এসেছে তাও বছর গড়িয়ে গেছে, আমার পাঠমুগ্ধতার কথাই বলছি আজ।

'আমাকে মানুষের মুখ আঁকতে বলা হয়েছিল'

অভিব্যক্তিময় মানুষের মুখ চিরকালীন, এই মুখ কবি সাহিত্যিক শিল্পী এমনকী দার্শনিকদেরও নানা ভাবে ভাবিয়েছে, কারণ মানুষের সকল চিন্তা হাইডেগারীয় ভাষায় 'ডাজাইন' ও ডাসমান'-র চিহ্ন সহ সকল এক ভূগোল খুঁজলেই সন্ধান মেলে। আর কবি বলেন 'আমাকে মানুষের মুখ আঁকতে বলা হয়েছিল' কেউ তো আর বলেনি, বলেছে সমাজ নিরীক্ষণ তার মনোজগতে প্রতিম্বিত চিত্রাবলী থেকে উদ্ভুত এক নির্দেশ যে বলতে চায় মানুষের মুখ কোন সত্য বলে, কতরকম মুখ চারপাশে তারা কি সবাই একই রূপ সত্যের সংবেদ কবিকে দেয়, নাকি তার ভিন্নতা আছে না-কি স্পষ্ট করে একসত্য যা হাইডেগারীয় 'ডাজাইন' এবং 'ডাসমানের' নানা ভার্ষণকে উন্মুক্ত করে। ঘটনার উপর মানুষের মন ক্রিয়া করে এবং এই ক্রিয়া সৎসত্তায় কিংবা পতিত সত্তায় যে প্রভাব বিস্তার করে তার স্পষ্ট লক্ষণগুলো বর্তমান থাকে মানুষের প্রতিবিম্বিত মুখদর্পণে। আর তখনই কবির কাছে মানুষের মুখাঙ্কন কঠিন হয়ে পড়ে। কি আঁকবেন তিনি। দা' ভিঞ্চি মানুষের মুখ দেখতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মডেল হিসেবে এবং তারপর সব কিছু আপাতত স্থগিত রেখে ভাবতে বসতেন। কারণ অবশ্যই শিল্পীর ছিল, আর সে কারণ তিনি যে মুখগুলো খুঁজেছেন এবং যে বিষয়টি নির্বাচন করেছেন তার রূপায়ন ওই মুখগুলোর কোন মুখে আছে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। প্রেমিকার বা প্রেমিকের মুখ আঁকতে গিয়ে কবিরাও ভাবেন কি অভিব্যক্তি ভাষ্য হয়ে উঠবে তার সৃষ্টিতে। কিন্তু কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী তার প্রকাশে এই মুখ আঁকতে গিয়ে কিংবা **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

সাক্ষাতকার

লেখক না হলে চিত্রকরই হতাম কবি তমিজ উদ্‌দীন লোদী

লেখক না হলে কী হতেন?

ছোটবেলায় একজন আঁকিয়ে ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা ছিল না তাঁর। তবু খুব বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করতাম তিনি আমাদের ছবি এঁকে দিচ্ছেন। তখন খুব ইচ্ছে হয়েছিল আমিও এরকম একজন আঁকিয়ে কিংবা চিত্রকর হবো। লেখক না হলে হয়তো আমি চিত্রকরই হতাম। কৈশোরে আমার ইচ্ছা হয়েছিল ইবনে বতুতা কিংবা মার্কোপলোর মতো পর্যটক হবার। শেষ পর্যন্ত এর কোনোটাই হতে পারিনি।

লেখক ও ব্যক্তি জীবনের পার্থক্য কি?

লেখক মানবীয় অস্তিত্বের বিচিত্রতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেই তার সৃজন অভিপ্সার মধ্যে মগ্ন থাকেন। আত্মবিশ্লেষন বা আত্মোপলব্ধির দ্বারা জীবনের চিত্র আঁকার প্রয়াস নেন। অপরদিকে ব্যক্তি মানুষ জৈবনিক জিজীবিষায় ব্যস্ত থাকেন কিংবা থাকতে বাধ্য হন। ব্যক্তি জীবন জীবনের নানা অনুষঙ্গের সাথে বিচিত্রভাবে গ্রথিত।

বাংলাদেশকে কেমন মিস করেন ?

বাংলাদেশকে তো মিস করিই। প্রতিনিয়ত একটি পাললিক মাটির, নিসর্গের টান চোরাস্রোতের মতো বহমান থাকে। শারীরিক উপস্থিতির অভাব তো প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়। তবে হালে ভার্চুয়াল নৈকট্য অনেকখানিই পুষিয়ে দেয় বলে অভাবটা থিতিয়ে আসে। শারীরিক উপস্থিতির অভাব তবু পূরণ হবার নয়।

বাংলা কবিতা নিয়ে আমেরিকায় বেশ ভালো কাজ হচ্ছে কী ভাবে ?

এখানে বেশকিছু সাহিত্য সংগঠন আছে, যেগুলো খুব নিয়মিত সাহিত্য অনুষ্ঠান করে থাকে। এগুলোতে লেখাপাঠ, আলোচনা হয়। কবি শহীদ কাদরী জীবিত থাকাকালীন তাঁর পরিচালনায় 'একটি কবিতা সন্ধ্যা' দেশে-বিদেশে প্রভূত সাড়া জাগিয়েছিল। এর মাধ্যমে কবি ও কবিযশোপ্রার্থীরা নিয়মিত একত্রিত হতেন। কবিতা পাঠ হতো, বাংলাদেশের সিনিয়র কবিদের কবিতা আবৃত্তি হতো। শহীদ কাদরীর আলোচনা, পর্যালোচনায় সেটি অনবদ্য হয়ে উঠতো। এখন 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক' এ কাজটি নিয়মিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে বেশ ক'টি বাংলা পত্রিকা বেরোয়। এ**(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী'র জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন

তমিজ উদ্ দীন লোদীর কবিতা শিল্পভ্রমণের মসৃণ পথরেখা

ফারুক মাহমুদ

কত-যে শুনতে হয়েছে, এখনো শুনি, প্রায়শ । 'কবিতার পাঠক কমে যাচ্ছে' । মনে পাল্টা প্রশ্ন উঁকি দেয়, 'কবিতার পাঠক কখনো কি বেশি ছিল?' এ-সব নিয়ে কিছু বলি না । শুনি তাদের কথা । বছরে যত বই প্রকাশ পায়, বড় অংশটি কাব্য । পাঠক মুখ ফিরাল যদি, এত কাব্য কেন বাজারে আসে? কবিতা কতটা হয়ে উঠছে, এ তর্ক চলতে পারে । এখনো সাহিত্যের কবিতা-শাখাতেই বেশি ফুল ফোটে ।

কবিতার পাঠক হ্রাস, (আদৌ যদি হয়ে থাকে), এর কারণ কী? অনেকে সোজাসাপটা উত্তর দেন, দুর্বোধ্যতা । পাঠক সহজ আনন্দে কবিতায় প্রবেশাধিকার পান না । সেটি কেমন? কাঁটাতারের বেড়ার মতো । বিষয়ের কাঁটাতা । শব্দের কাঁট-াতার ছন্দের পদচ্যুতি তো আছেই । কাঁটাতারের ওপারের অনেক কিছু দেখা যায়, পৌঁছানো যায় না ।

আধুনিক, উত্তরাধুনিক, যাদুবাস্তবতা, বিমূর্ত কত ভার চাপানো হয় কবিতার ঘাড়ে! নিরীক্ষার নামে কবিতাকে হাঁটতে দিই এলোমেলো পথে । নতুন কিছু করছি, মানে কবিতার পায়ের নীচে কাঁটা-কাঁকড়-কাদা । পাঠকের কী দায়, এত যামেলায় যাওয়া! কঠিন ক্লান্তি নয়, পাঠক চাইতেই পারেন পাঠের আনন্দভ্রমণ ।

যেকোনো রচনার বেদীমূল হলো শব্দ । এমনিতে সে নিঃসঙ্গ । যুৎসই ব্যবহারে শব্দ হয়ে ওঠে দ্যুতি ও বর্ণিল । শব্দর ব্যুহ তৈরি করে গাম্ভীর্যের ইঙ্গিত আনা যায়, কবিতার লালিত্য পাওয়া যাবে না ।

তমিজ উদ্দিন লোদীর একটি কবিতা প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি : 'আমার কবিতা হোক মাটিতে শিকড়/ ধীবরের জালে ওঠা মাছ/ তাঁতির মননে সিক্ত মায়াময় তাঁত/ চাষীর গায়ের ঘর্মাক্ত লবন ।'

এখানে, শব্দসকল আমাদের দেখা-জানার মধ্যেই বিরাজিত । পাঠক পেয়ে যান পাঠ-পরিবেশ । ব্যুহ তো নেই-ই, আছে অবাধ প্রবেশাধিকার ।

হতে পারে হর্ম্যপ্রসাদ । সদর দরজায় যদি দুর্বোধ্যতার কঠিন প্রহরী থাকে, দর্শণার্থী ফিরে যাবে । শব্দ হচ্ছে কবিতার সদর দরজা । এখানে সহজগম্যতা থাকতে হয় । প্রাঙ্গণ প্রাসাদ, বিরলবস্তু দেখার সময় আসবে, নানা রকমের মুগ্ধতা । শব্দ ধরে ধরে কবিতা বোঝার কিছু নেই । কবিতা পাঠের আনন্দ সামগ্রিকতায়, শব্দের সংমিশ্রণে । বনে বিচিত্র পাখি, নানা সুরে গায় । তারপরও, একপাখির কণ্ঠ অন্য পাখিতে মিলে তৈরি হয় কলতান । হাটের গমগম শব্দ কিছু বোঝা যায় না, কোথায় যেন



একটা সুর বেজে ওঠ । নিঃসঙ্গ শব্দের একটা অর্থ থাকে, কবিতায় প্রতিবেশী শব্দের সঙ্গে মিলে তৈরি হয় করে বহু মাত্রিক দ্যুতনা ।

শব্দের কত মাপজোখ । ভারী, হালকা, ম্লান, ঝকঝকে, ধারালো, ভোঁতা এরা সবাই মিলে তৈরি করে কবিতার সামিষ্টক প্রবাহ । তমিজ উদ্দিন লোদী যখন বলেন,'ওই বাগানটি হতে পারে শুশ্রুষা আর অনিরাময়ের/ কারুকার্য খচিত দরজা কিংবা দক্ষিণের জানালা / যেখানে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারি বৃষ্টি / নিঃশব্দ সম্পর্কের গাঢ় বিষাদ/ যা আটকানো শিকলের মতো আটকে থাকে/ পৃথক করা যায় না ।'

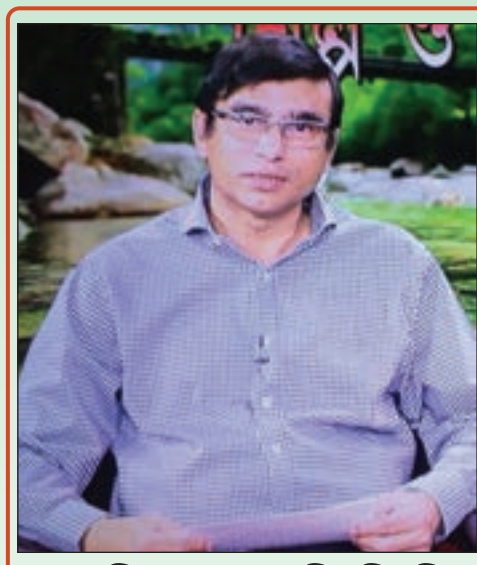
আমরা অন্তত দুটো বিষয় লক্ষ করি; শব্দের সামষ্টিকতা, শব্দে শব্দে অনিবার্য আত্মীয়তা । কবিতাংশে কোনো শব্দ আচম্বিত নয়, বরং অনিবার্য । 'সম্পর্ক' শব্দটির আগে ও পরে 'নিঃশব্দ', 'গাঢ় বিষাদ' বসায় অর্থব্যঞ্জণায় সে আর নিঃসঙ্গ থাকেনি পূর্ণ, বর্ণিল, বিস্তৃত ।

একই কবিতায় কবি যখন উচ্চারণ করেন, 'তবু বিষণ্ণতা বোধ এসে হানা দেয়, প্রায়ান্ধকার একটি গুহা/ খুব অর্থবহ হয়ে ওঠ/ অসংখ্য বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দে/ প্রতিধ্বনি জাগে/ দেয়ালে দেয়ালে, যেন একটি অনুচ্চারিত ঢেউ ভেঙে পড়ে জলে'; দেখা যায় কবির শব্দ ব্যবহারের পারিদর্শিতা । 'ঢেউ', সে আবার 'অনুচ্চারিত' ! হ্যা, লেখা যেত 'নিঃশব্দ ঢেউ' কিংবা 'বোবা ঢেউ' । শব্দ আছে, কিন্তু শোনা যায় না এমন ব্যঞ্জণার্থ তো 'অনুচ্চারিত' শব্দই ধারণ করতে পারে । দেখার মধ্যে থাকে নানা রকম দেখা । কারো চোখেই পড়ে না । যদিও পড়ে, গুরুত্ব পায় না । বস্তু বিষয়, ভাবনা দূরে থাক, এদের ছায়াটুকুও অনেকের নজরে আসে না । কবি দেখেন, কবি দেখতে পান 'অন্তরালের আলো' ।

তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চোখে না-পড়াকে মাহার্ঘ করে তুলেছেন । ময়না পাড়ার মাঠে, যাকে দেখেছেন, 'কালো তারে বলে গায়ের লোক' । রবীন্দ্রনাথের চোখে সে 'কৃষ্ণকলি', কবি দেখছেন 'তার কালো হরিণচোখ' । এ-তো হলো একটা উদাহরণ । এমন ভুরি ভুরি পাওয়া যায় তাঁর লেখায় ।

কাচপোকা, ঝিঝি, কাঁটাবহেরার ফল্গু এমন অনেক অসংখ্য কীটপতঙ্গের কথা আছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় । 'আকন্দ বাসক লতা' এড়ায়নি কবির মায়াময় চোখ । একদিন, অমরায় গিয়ে ইন্দ্রের রাজসভায় বেহুলা নেচেছিল । 'বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায় ।'

এ-কালের কবিদের রুচিমেজাজে কি সংশিষ্ট হয় না অকুলীন শব্দ? অসলে শব্দের কোনো কুলবিচার হয় না । শব্দের ব্যবহ-ারটি যথাস্থানে হওয়াটাই জরুরি । তমিজ উদ্দিন লোদীর কবিতায় লোকজ, আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার চোখে পড়ার মতো । কয়েকটি নমুনা, 'হাম **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**



সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কবি তমিজ উদ্দিন লোদীর জন্ম ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে । পিতা মরহুম আব্দুর রকিব লোদী এবং মাতা বেগম তফুরন নেছা । দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি প্রথম ।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু এবং পঞ্চখ-হরগোবিন্দ হাইস্কুল থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পাশ করেন । ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেট সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে এইচএসসি অর্জন করে সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন । এ শিক্ষালয় থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাভ করেন ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং । ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এএমআইই পার্ট-১ এবং পার্ট-২ মেকানিক্যাল ডিগ্রি লাভ করেন । কর্মময় জীবনে তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের সহকারী প্রকৌশলী ছিলেন এবং সেখান থেকেই স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন ।

তমিজ উদ্দিন লোদী'র এ পর্যন্ত অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । নির্বাচিত কবিতা ছাড়াও তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে–কাব্যগ্রন্থ : ১. কখনো নিঃসঙ্গ নই (১৯৮৫), ২. এক কণা সাহসী আগুন (১৯৯২), ৩. নানা রঙের প্যারাশুট (১৯৯৭), ৪. চাঁদভস্ম (২০০৪), ৫. আমাদের কোনো প্লাতেরো ছিল না (২০১২), ৬. অনিবার্য পিপাসার কাছে (২০১৬), ৭. নির্বাচিত কবিতা (২০১৭), ৮. আনন্দময় নৈরাশ্য ও ইস্পাত মানুষেরা (২০১৭), দৃশ্যকল্প ও কতিপয় রাতের রমণী (২০১৮) ।

গল্পগ্রন্থ : ১. হেষাধ্বনির বাঁকবদল (২০০৩), ২. নিরুদ্দিষ্টের জলাবর্ত (২০০৫), ৩. হাডসন স্ট্রিটের সুন্দরী এবং (২০১২), ৪. নির্বাচিত গল্প (২০২০)

অনুবাদ : শতাব্দীর সেরা আমেরিকার নির্বাচিত গল্প (২০০৩) ।

কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী

অনুপম শব্দের নিপুণ কারিগর

মালেক ইমতিয়াজ

কবি তমিজ উদদীন লোদীর শুরুটা সত্তরের দশকে হলেও তিনি বিকশিত আশির দশকে । আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবেই তিনি চিহ্নিত । তাঁর কবিতা শুধু মনতুষ্টিতে তন্ময়ী নয়, বরং তাঁর কবিতা লাভ করেছে এক নতুন গদ্যলিরিক এবং নিরেট গদ্যবিস্তারও । নানা তত্ত্বের সংমিশ্রণে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস চেতনা এবং সমাজ, রাষ্ট্র, মানব হিতৈষী, ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা করছে দ্ব্যর্থহীন । এক কথায় কাব্য সুষমার প্রাচুর্যে ভরপুর তমিজ উদদীন লোদীর কবিতা' । তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে বার বার মুগ্ধ হয়েছি ।

প্রথমে 'কী গান বাঁধলে হে রইয়ব মাঝি?' শীর্ষক কবিতাটি পড়া যাক,

'কী গান বাঁধলে হে রইয়ব মাঝি?
বর্ষা যে যায় যায়
জানো কি ওপাড়ায় কবিতা লেখে বৃষ্টি পড়ার
ওরা তো দিন শেষে বৃষ্টিরই গান গায় ।

এক বেলার অন্ন ঘরে
গান বাঁধতে শুধু ভুল হয়ে যায়
চারপাশে নদী একাকার, গাছে গাছে হিজলের ফুল
গলা ধরে আসে আর জলে গান ভেসে যায় ।'

গ্রামবাংলার ভাটি অঞ্চলের একটি চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে হতদরিদ্র রইয়ব মাঝিকে ঘিরে । বর্ষাকালের তুমুল বৃষ্টিপাত । জল থইথই নদী নালা খাল বিল মাঠ । হিজল ফুলের সমাহার । মাঝির মনমাতানো সুরের গান । অভাব তাড়িত মাঝিদের জীবন যাপন । এমন চিত্রকল্প শব্দের দ্যোতনা ও ভাবের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত । নিখুঁত কাব্য প্রাচুর্যে রইয়ব মাঝিকে এখানে উপস্থাপন করেছেন কবি । কবিরা দ্রষ্টা । কবিরা স্রষ্টা । জগতটাকে পাঠ করার জন্যই কবিরা প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন । কবি তমিজ উদ্দীন লোদী সেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পাঠ করেন কাব্যের অনুপম উপাদান । কাব্য সৃষ্টির রহস্য ভেসে ওঠে কবির স্বাতন্ত্র ভাবনায় ।

এবার 'নষ্টালজিয়া-২' শীর্ষক কবিতাটি পড়া যাক,

নষ্টালজিয়া-২

'লোলা নদী পাড়ি দিলেই সোপাতলার প্রবেশ মুখ । প্রবেশ মুখেই তাদের বাড়ি । **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী'র একগুচ্ছ কবিতা

মানুষের মুখ

আমাকে মানুষের মুখ আঁকতে বলা হয়েছিল ।
কিন্তু আমি আঁকতে গিয়ে টের পাই পৃথিবীর অন্যতম কঠিন একটি কাজে
আমার অজান্তেই আমি হাত দিয়ে ফেলেছি ।

বরং শৈত্যপ্রবাহের ভেতরে বরফ কুড়ানো কিংবা মরুভূর
তপ্ত বালির উপর হাঁটা ঢের ঢের সহজ কাজ ।
কপোল, চোখ ও থুতনি আঁকতে গিয়ে টের পাই
এদের নানা ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি-অভিন্ন রহস্যের চাদরে ঢাকা ।

মুখ আঁকতে গিয়ে দেখি মুখের আড়ালে আরো আরো মুখ আছে
যেন একটি দুরধিগম্য টানেল
অপার অন্ধকার ছাড়া যার সামনে আর কিছুই নেই ।

মানুষের মুখ আঁকতে গিয়ে অবশেষে
আমি প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই আঁকতে পারিনি ।

আলোটা এদিকে ফিরাও সুলোচনা

আলোটা এদিকে ফিরাও সুলোচনা
অন্ধকারে ছেয়ে গেছে এ'পাশ ।
যে সব কাঁচপোকা, যেসব নক্ষত্র এ যাবত আলো ফেরি করে বেড়িয়েছে
তারা হারিয়ে গেছে অরণ্যে ও ব্ল্যাকহোলে ।

এ সুযোগে বেরিয়ে পড়েছে চামচিকা, বাদুড় ও রাতপাখিগুলো
বেরিয়ে পড়েছে শ্বদন্ত সারমেয় সব
ফসফরাসের যেসব আলো প্রতিসরাঙ্কের ধরনে ইতিউতি বৃত্তের মতো
উঁকি দিচ্ছে তারা নিস্প্রভ তারার মতো জ্বলছে ।

গাঢ় এবং গাঢ়তর হচ্ছে এ'পাশে আঁধার
আলোটা এদিকে ফিরাও সুলোচনা ।

কবিতায় কি কি হয়

কবিতা লিখে কত টাকা পাও বাবা বলো? তার চেয়ে
চলে এসো আমার খামারে । এখানে ডিম হয়, মাংস হয় । প্রোটিনের
খুব ছড়াছড়ি । গাভীও আছে বেশ কটি । দুধ সেও পাবা খুব ।
খুব একটা কিছু করতে হবে না বাপজান । খানিকটা পরিচর্যা,
মাঝে মাঝে কিছু দেখভাল- এ আর এমন কি!

বাড়ি-গাড়ি দূরে থাক পেটে ভাতও জুটে না শেষতক । বিনয় নামের এক কবি
না খেয়ে না খেয়ে মরে ভূত হয়ে গেছে এই আলমডাঙ্গায় । তুমিও কি
এই পথে যাবা! তুমি দেখো নাই কেমন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে এইসব হাভাতে কবির দল!

কিন্তু চাচা যারা খুব খাচ্ছে দাচ্ছে, খেতে খেতে কেবল খেয়েই যাচ্ছে
তারাও কি খুব ভালো আছে? খাই খাই ইচ্ছেটা তো মরছে না কিছুতেই ।
ওরা তো খেয়ে ফেলছে সব, ব্যাংক নদী মাটি
আরে বেটা কি কথায় কি কথা বলিস যে তুই, আমি কি ওসব বলছি তোকে?
আমি দেখি চাচা রেগেমেগে সম্বোধনই পাল্টে ফেলেছে ।
আমি বলি, চাচা, কবিতা আর যা-ই দিক তস্কর করে না ।
আমি আকাশকে আকাশ আর নদীকে নদীই দেখতে চাই চিরকাল
খামার দোষের নয় ঠিক-তবে এটি লোভের দরজা
এ বড় অনন্ত চাচা, একবার পেয়ে গেলে কিছুতে ছাড়ে না ।

আমাকে পাগল ঠাওরে চাচা খুব মর্মাহত খামারে গেলেন ।

বিজয়ের দিনেঃ চুয়াল্লিশ বছর আগে

মাঠ ভরে গিয়েছিল সর্ষে ফুলে । আর কোথা থেকে যে এতো মৌমাছি এলো!
সজনে গাছের আড়াল থেকে উকি দিলো পিউকাঁহা
এতো পাখি এলো কোথা থেকে, এতো প্রজাপতি !
আর ঘাসের ডগায় এতো শিশির ! এতো স্নিগ্ধতা চারপাশে!

টিলার আড়াল থেকে উঠে এলো মতি ভাই
ঘাড় অব্দি চুল,কাঁধে অস্ত্র, যেন চেগুয়েভারা
আর এলো সূর্য, এলো আমাদের বাড়ির উঠোনে ।

যদিও তখনো ছাই উড়ছে, ভস্ম থেকে ভাপ উঠছে
যদিও তখনো মাটিচাপা স্বজনের লাশ
নদীতে দুর্গন্ধ, পচা মাংসের বিবমিষা ।
যদিও চাপাকান্না, তখনো থম ধরে আছে আকাশ ।

তবু আমাদের মনে হলো জানালা খুলে গেছে, দরজা খুলে গেছে
আকাশ-অব্দি রোদের পিচকিরি, হাওয়ার পাগলামি
আমাদের আঙ্গিনা ভরে গেছে ঘাসে, ফুলে
আর অজস্র পাখি এসে ডানা ঝাপটে যাচ্ছে অবিরাম ।

আমাদের হাসি ফিরে এসেছে, আমাদের প্রত্যয়
আমাদের মাটি ফিরে এসেছে, আমাদের ভাই ফিরে এসেছে
আমাদের বরাভয় ।
মতি ভাইয়ের অস্ত্র নিয়ে আমরা আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ি
আমরা আনন্দে লাথি দিই, ছিটকে যায় পাথর, নুড়ি । আর
আমাদের বধুরা, আমাদের বিধবারা কান্না চেপে এসে দাঁড়ায় দুয়ারে ।

আমাদের উঠোনে গলগল করে জ্যোস্না নামে, রোদ নামে
ছাতিম ও হাস্নাহেনার গন্ধে ভরে উঠে বাতাস ।

তোমার উৎসঙ্গে শুধু

মৃত মানুষের কাছে কবিতা আওড়ে গেলে কি লাভ? মৃতরা তো কবিতা শোনে না ।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর বৃদ্ধ প্রেমিকার মুখ যেভাবে পাথুরে ও নির্লিপ্ত সেভাবেই লীন কোনো
ফসিলের খোঁজে তুমি যতই হন্যে হও তোমার উৎসঙ্গে শুধু মাংশহীন হাড়ের ইতিহাস ।
পাথুরে শিলার ভেতরে অলীক ঝর্নার মতো যতই খুঁজে ফিরো ক্লেদজ ফুলের সৌরভ ।
তুমি ব্যর্থ হতে বাধ্য । তুমি শুধু পেতে পার গড়ানো পাথরের স্তুপ । কিংবা পাথরের কণা ।

যেমন ব্যর্থ হয় পাথুরে মুখের কাছে আওড়ে যাওয়া পয়ার কি গীতিকবিতার সুর । ব্যর্থ হয়
প্রার্থনা কি স্তব । ভেঙে পড়ে যাবতীয় অনুরাগের আয়না । ন্যাটিক মুহূর্ত । বরং খন্ড খন্ড
আয়নার ভেতর প্রতিবিম্বিত হয় অসূয়া ও রিরংসার চোখ । বীভৎস রস আর ক্রূরতা ।

গ্যালারিতে ঢিল ও বারুদের দাগ । ভেঙে পড়ে পিকাসো ও দাভিঞ্চির যাবতীয় চিত্রকলা ।

কেএফসির প্যাকেটে চোখ-ঠোঁট সহ আস্ত মুরগির মাথা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ কেএফসির সুস্বাদু হট উইংস খেতে কার না ভালো লাগে। জিভে জল আনা সেই হট উইংসে কামড় বসাতে গিয়েই আঁতকে উঠলেন ব্রিটেনের এক নারী। দেখলেন মুরগির ডানা নয়, আস্ত মুরগির মাথা দিয়েই তৈরি করা হয়েছে কেএফসির এই পদটি। সম্প্রতি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এমনই এক খবর।

এক টুইট বার্তায় ব্রিটেন নিবাসী গ্যাব্রিয়েলেন জানিয়েছেন, জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ চেন কেএফসি-র হট উইংস অর্ডার করে তিনি পেয়েছেন আস্ত এক মুরগির মাথা! পালক, ঠোঁট, চোখ সহ সেই মুরগির মাথা ভেজে দিয়ে দিয়েছে রেস্তোরাঁ। এমনই অভিযোগ তুলেছেন ওই গ্রাহক। তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে কেএফসি-র খাবারের মান নিয়ে।

ইন্ডিপেনডেন্ট ডট কম ডট ইউকে এর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, গত ৩ ডিসেম্বর টেকআওয়েট্রমা নামে একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ব্রিটেন নিবাসী গ্যাব্রিয়েলের এই আজব অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করে। পোস্ট করা হয় মুরগির মাথা দেওয়া কেএফসি-র খাবারের ছবিটিও। যেখানে উল্লেখ করা হয়, কেএফসি থেকে মিল বক্সে অর্ডার করেছিলেন গ্যাব্রিয়েল। বক্স খুলে হট উইংসে কামড় বসাতে গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ হয় তাঁর। হট উইংসের বদলে ঠোঁট-পালক সহ আস্ত একটি মুরগির মাথা খুঁজে পান গ্যাব্রিয়েল। যা নিয়ে হইচই পড়ে যায় নেটপাড়ায়। জনপ্রিয় ফ্রায়েড চিকেন রেস্তোরাঁ চেনের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

কেএফসির অফিশিয়াল বিবৃতি

টুইটার ছবিটি ভাইরাল হতেই তা নজরে আসে কেএফসির।এই বিষয়ে সংস্থাটির পক্ষ থেকে একটি অফিশিয়াল বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়। বিবৃতি কেএফসি কর্তৃপক্ষ বলেও আমরাও এই ছবিটি দেখে বিস্মিত। হতভম্ব। আমরা এই ঘটনার তদন্ত করছি। তবে এটুকু বলতে পারি আমরা আসল মাংস দিয়েই আমাদের সমস্ত পদ তৈরি করি। এবং এই জন্যই আমরা গর্বিত। যথেষ্ট যত্ন নিয়ে আমাদের রেস্তোরাঁগুলিতে পদ তৈরি করা হয়। এরকম ঘটনা সত্যিই বিরল। পাশাপাশি অভিযোগকারী গ্যাব্রিয়েলের কাছেও ক্ষমায় চেয়েছে কেএফসি। গ্যাব্রিয়েল এবং তাঁর গোটা পরিবারকে কেএফসি-র পক্ষ থেকে বিনামূল্যে একদিন খাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে উপস্থিত থেকে পদটি তৈরির গোটা প্রস্তুতি নিজের চোখে দেখার জন্যও আবেদন করা হয়েছে।







চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান-২০২১

ছবি: এম বিল্লাহ তুষার/এসএম সোলায়মান/সালাহউদ্দিন আহমেদ


কংগ্রেসম্যান হাকিম জাফরি


জন ল্যু


আবু তাহের


নাজমুল আহসান


এটর্নী মঈন চৌধুরী


ডা. মাসুদুর রহমান


শাহানা হানিফ

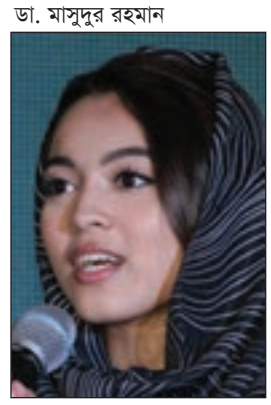

শাহ নেওয়াজ


গিয়াস আহমেদ


বেদারুল ইসলাম বাবলা


হাবিব রহমান


ড. নাহিদ খান


প্রিসিলা


দিমা নিফার তিতি

















চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান-২০২১

ছবি: এম বিল্লাহ তুষার/এসএম সোলায়মান/সালাহউদ্দিন আহমেদ





















এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বড় দিন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের মাঝে খেলনা বিতরণ





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আসন্ন বড়দিন উপলক্ষ্যে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ শিশু-কিশোরদের মাঝে খেলনা বিতরণ করেছে। এ উপলক্ষে গত ২১ ডিসেম্বর সোমবার বিকেলে স্থানীয় ৩৬ এভিনিউতে এক অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেস সদস্য কারোলাইন মেলোনি, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জহরান মামদানী। খবর ইউএনএ'র।

সংগঠনের সভাপতি সুহেল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও সালেহ চৌধুরী, এ-এইচ ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আলী হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এম আর সেলিম, এসোসিয়েশনের সদস্য সাব্বির আহমেদ, এরশাদুল আমীন, মাহমুদুল হাসান, আব্দুল মুহিত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে দেড় শতাধিক শিশু-কিশোরদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের খেলনা বিতরণ করা হয়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী সহ অন্যান্য কমিউনিটির শিশু-কিশোরাও তাদের অভিভাবকদের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে খেলনাগুলো গ্রহণ করে। এসময় তারা আনন্দে উৎফুল্ল প্রকাশ করে।

অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান কারোলাইন মেলোনি তার বক্তব্যে বড়দিন উপলক্ষ্যে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র আয়োজনে শিশু-কিশোরদের মাঝে খেলনা বিতরণ কর্মসূচীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আজ আর কোন রাজনৈতিক বক্তব্য নয়। আমাদের শিশুরা যাতে ভালো থাকে, আনন্দে থাকে তার জন্য এমন কর্মসূচী প্রশংসার দাবী রাখে। কমিউনিটির কল্যাণে তিনি তার সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.



SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে



Free Consultation
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না



কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ট্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট
• স্লুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্থ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম
কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)



ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বাইতুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি ।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত ।
- ✓ সরকার প্রেরিত ২% প্রণোদনা পাবার সুযোগ ।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি
আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

ঘরে বসে এখন App এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই-ফোন অথবা এনড্রয়েড ফোনে App টি ডাউনলোড করতে হবে।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন ।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন







ব্রঙ্কস বিএনপি'র আংশিক কমিটি ঘোষণা : সিটি বিএনপি'র বিজয় দিবস পালন

আ. লীগ মিথ্যার রাজনীতি করছে : অধ্যাপক দেলোয়ার

আ. লীগের দু:শাসন থেকে দেশ-জাতিকে মুক্ত করতে হবে : বাদল



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস পালন করেছে বিএনপি নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আকতার হোসেন বাদল সমর্থিত নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি। এ উপলক্ষ্যে গত ১৯ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ব্রঙ্ক বিএনপি'র অংশিক কমিটিও ঘোষণা করা হয়। সভায় বক্তারা অবিলম্বে দলীয় চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার ব্যবস্থার দাবী জানিয়ে বলেন, শেখ হাসিনার সরকার পতনে দেশ ও প্রবাসে এক দফার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কিছু হলে তার দায়-দায়িত্ব শেখ হাসিনাকেই নিতে হবে। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি সভাপতি শামীম আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও মূলধারার রাজনীতিক আকতার হোসেন বাদল। আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, জাতীয়তাবাদী ফোরামের নেতা রফিকুল ইসলাম ডালিম, বিএনপি নেতা শাহ রন, শাওন বাবলা, যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা সারোয়ার খান বাবু, সিটি বিএনপি সহ সভাপতি মাহবুব রহমান, ব্রঙ্কস বিএনপি নেত্রী নিগার সুলতানা সালমা প্রমুখ।

সভায় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা ছাড়াও শহীদ জিয়াউর রহমান সহ সকল শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, স্বাধীনার পর থেকেই আওয়ামী লীগ মিথ্যার রাজনীতি করছে। শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাননি, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন বলেই স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অপরদিকে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর পথ ধরেই বেগম খালেদা জিয়া জাতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনা করে বলে তিনি সুস্থ্য হয়ে আবার জাতিকে পথ দেখাবেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত দেশ ও প্রবাসে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

আকতার হোসেন বাদল বলেন, যারা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি-কে ভালো বাসেন তারাই আজ জেগে উঠেছেন। ইতিপূর্বে গঠিত সিটি বিএনপির নেতৃত্বে আজ ব্রঙ্কস কমিটি গঠিত হলো। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কমিটি গঠনের পর সবার মতামতের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র যুবদল ও মহিলাদল ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের কমিটি গঠন করা হবে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠন করা হবে। জিয়া-খালেদা-তারেকের দলে ব্যক্তি নয় ত্যাগি নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ণ হবে। এজন্য তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের আগামী দিনের একটি শ্লোগান খালেদা জিয়ার মুক্তি আর আওয়ামী লীগ সরকারের দু:শাসন থেকে দেশ-জাতিকে মুক্ত করা। তিনি বলেন, আমি ব্যক্তির চেয়ে দল, দলের চেয়ে দেশকে বেশী ভালবাসি। আমাদের মনে রাখতে হবে। দেশ থাককে দল থাকবে, দল থাকলে আমরাও থাকবো।

আকতার হোসেন বাদল আরো বলেন, রাজপথে আন্দোলনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সাথে কূটনৈতিক দেন-দরবার জোরদারের মধ্য দিয়েই বিএনপি চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ইউএস কংগ্রেসের লবিং জোরদার করা হয়েছে।

সভায় জীবন আহমেদ-কে সভাপতি ও মোহাম্মদ গিয়াস আহমেদ চৌধুরী-কে সাধারণ সম্পাদক করে ব্রঙ্কস বিএন-পি'র আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এই কমিটি ঘোষণা দেন আকতার হোসেন বাদল।

অনুষ্ঠানে ঘোষিত ব্রঙ্কস বিএনপি'র অংশিক কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- জীবন আহমেদ, সিনিয়র সহ সভাপতি- নাসির উদ্দিন সরকার, সহ সভাপতি- আমীর হোসেন সুজন, ফরিদ হোসেন, আরিফ হোসেন, সুজা উদ্দিন সুজা, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক- মামুনুর আলম (মামুন) ও নূরুল ইসলাম (নূরু), সাংগঠনিক সম্পাদিকা- নিগার সুলতানা সালমা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদিকা- আফরোজা বেগম, সদস্য সচিব- অধ্যাপিকা নাদিরা বেগম, অর্থ সম্পাদক- শাহীদুর রহমান সাঈদ, প্রচার সম্পাদক- তাপসী রাবেয়া, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক- হারুনর রশীদ, সদস্য- রোমা খালেদা, নওরিন আক্তার, মোসলেমা বেগম পলি, নাসিমা আক্তার, আসমা আক্তার সুইটি ও সাফায়েত উল্লাহ।

এছাড়াও ড. জাহাঙ্গীর সরদার-কে প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

প্রধান বিচারপতির 'প্রথম সাজা' দেখেছে মানুষ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অর্থ আত্মসাতের দায়ে এ বছর সাবেক প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার ১১ বছর কারাদন্ড হয়েছে। দেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে এটি ছিল নজিরবিহীন ঘটনা। এর আগে বাংলাদেশের সাবেক কোনো প্রধান বিচারপতির এমন সাজা হয়নি। অন্যদিকে অসৎ উদ্দেশ্যে জামিন মঞ্জুর করায় বছরের শেষ দিকে এসে জেলা জজ কামরুন্নাহারের ফৌজদারি বিচারিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ঘটনাও ছিল বেশ আলোচিত। আর বছরের শেষ দিনে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের অবসরের মধ্য দিয়ে ২০২১ সালকে বিদায় জানাবে বিচার বিভাগ।

এসব ঘটনার পাশাপাশি বছরজুড়েই উচ্চ আদালত দুর্নীতি-অর্থপাচারসহ নানা বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন। বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড (বিআইএফসি), পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ও ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, ই-ভ্যালিসহ বিভিন্ন ই-কমার্স কোম্পানির দুর্নীতি-অনিয়মের তদন্ত, সুইস ব্যাংকসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থপাচারের বিষয়ে উচ্চ আদালত থেকে আদেশ এসেছে। যদিও এসব আদেশ দুর্নীতি-অনিয়ম প্রতিরোধে তেমন শক্ত ভূমিকা রাখতে পারছে না বলে মত বিশ্লেষকদের। উচ্চ আদালত থেকে আদেশ দেওয়া হয়েছে রাজারবাগ দরবার শরিফের পীরের জমি দখল, মিথ্যা মামলা দায়েরসহ তার দুর্নীতি-অনিয়মের তদন্তের ব্যাপারেও। তবে বছরজুড়ে বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি ও দুর্ভোগ ছিল বিগত বছরগুলোর মতোই। মামলাজট কমাতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় এই দুর্ভোগ লেগেই আছে।



এদিকে দেশের অধস্তন আদালত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর বেশ কয়েকটি মামলার রায় হয় ২০২১ সালে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় সমাবেশস্থলের পাশে বোমা পুঁতে রেখে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় গত ২৩ মার্চ ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ১৪ জঙ্গিকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদ- কার্যকর করার রায় দেন। আমিনবাজারে ডাকাত সন্দেহে ছয় ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যার মামলার ১৩ আসামিকে মৃত্যুদ-ের পাশাপাশি ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদ- দেন বিচারিক আদালত। এ ছাড়া বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় গত ৮ ডিসেম্বর ২০ জনকে মৃত্যুদ- এবং ৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদ- দেওয়া হয়। রাজধানীর রেইনট্রি হোটেলে দুই তরুণীকে ধর্ষণের আলোচিত মামলার রায়ে সব আসামিকে খালাস দেওয়া হয় গত ১১ নভেম্বর। এসব মামলা বর্তমানে হাইকোর্টে বিচারের অপেক্ষায়।

এদিকে দুর্নীতি ও অর্থপাচার বিষয়ে সারাবছরই সোচ্চার ছিলেন হাইকোর্ট। গত ৯ মার্চ অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় ঢাকা-৭ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য হাজী মো. সেলিমের ১০ বছরের কারাদ- বহাল রাখেন উচ্চ আদালত। বছরের শুরুতেই প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ নিয়ে বিদেশে পালিয়ে থাকা প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদারের মা লীলাবতী হালদার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর ও সাবেক সচিব ও ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের চেয়ারম্যান এনআই খানসহ ২৫ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এরপর পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তিনটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের 'অনিয়ম-অসঙ্গতি-দুর্নীতি'র সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে সাত সদস্যের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করেন হাইকোর্ট। সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বরে এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট রাজারবাগ দরবার শরিফের পীর ও তার মুরিদদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে জমি দখল, ভুয়া মামলা দায়ের করে মানুষকে হয়রানির অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দেন। পরে সিআইডির তদন্তে এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে জোর করে জমি দখল, জমি দখল করতে না পারলে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করাসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে।





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

- নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য
- বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ পেপটিক আলসার ❋ টেনশন এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকোজি, স্পাইরোমেট্রি, মেগোগ্রাফি, টিবি টেস্ট, কাল ভূটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য প্রসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

166-32 Highland Ave. Jamaica, NY. ফ্রম 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগনা, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ভরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝাবরহধু ঝাবরবহ,
অংড়ভরধ, ঘঢ
ঘ রংবরহ ঢড় ৩০ অব. ঝাবঃরড়হ
ওরবঃ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

চেতন কবিতায় কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী'র নির্বাচিত ও আনন্দ পাঠ

(২৪ পাতার পর)

পাঠযোগ্যতার দিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে যে দ্বান্দ্বিক সংকটে পতিত হয়েছেন তা হলো চলমান 'মুখের আড়ালে আরো মুখ আছে' নানা আকারের নানা প্রকারের নানারূপভাষ্যের । এই আছের আরেক তাৎপর্য রয়েছে কারণ মানুষের মুখ যে 'দুরধিগম্য টানেল' এবং বাস্তবতায় সেখানে তিনি ব্যক্তিমানুষের তথা সমাজজমাট মানুষের ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করেন এরকম ভাষ্যে : 'আপার অন্ধকার ছাড়া যার সামনে আর কিছুই নেই' আর তা' রাজনৈতিক । মানুষ আজকের সমাজ রাজনৈতিক আঁটুনিদ্বারা এমনভাবে সংকুচিত এবং অবদমিত যেখানে তার মানকি সত্তা বা 'ডাজাইন' বিকশিত হবার সুযোগই স্তব্দ । 'ডাসম্যানের' আধিক্য প্রবল হয়ে উঠেছে এবং সত্য ন্যায় সুন্দর ক্রমাগত জীবন সংঘর্ষে অপসৃত হয়ে ফুটেছে অসায়ত্ব নানা উপসর্গের । 'কিন্তু আমি আঁকতে গিয়ে টের পাই পৃথিবীর অন্যতম কঠিন একটি কাজে/ আমার অজান্তেই আমি হাত দিয়ে ফেলেছি' কারণ কবির সত্তা মঙ্গলে আর আঁকতে চায় মঙ্গলময়তার চিত্রনাট্য । কিন্তু সে দেখে 'মুখের আড়ালে আরো আরো মুখ আছে' আর তখনই তার মনোদ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে কারণ কবিতো মিথ্যে বলতে চায় না । আর তিনি দেখেন 'টানেলের গভীর অন্ধকার' সেই অন্ধকার ভেদ করে কিছু আঁকতে পারেন না কবি, যা আঁকেন তা কেবলই একটা ছায়া । মানুষের ছায়া রূপ মানুষ নয় । এলিয়টের 'হলো ম্যান' ।

অস্তিত্বের অর্থহীনতা মানুষকে ভরিয়ে তোলে উদ্বেগ ও হতাশায়, আশাহীনতার বোধে ও গভীর বিষন্নতায় । আধুনিক মানুষের জীবনযাপন হতাশার, এবং এমন একজনও নেই যার অস্তিত্বের উদ্বেগ নেই । প্রতিটি মুখেই নিরাশার ছাপ, সন্তাপের । মানবজীবনে এই নিরাশার লক্ষনীয় স্থান আছে । অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেই মানুষের জীবনে সত্য অর্জিত হয় । মানুষ সবসময়েই স্বাধীন । স্বাধীনতাই মানুষকে সাহায্য করে সবকিছুকে চিনতে, ভাবতে ও অর্জন করতে । সার্ত্রে তার নানা সাহিত্য কর্মে দেখিয়েছেন একটি সমগ্র বিবেচনাহীনতার কাছে ব্যক্তিমানুষ কতই না অসহায়! তিনি মনে করেন এই মানবতাবাদ পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল মানুষের জন্য হতে পারে চূড়ান্তমানবতার । [সিহায়তা মিথ অব সিসিফাস] কবি তমিজ উদদীনের কবিতায় আমরা সেই মানবতার সুরটিই প্রধান অনুষঙ্গ বলেই টের পাই । যখন তিনি বলেনঃ

একজন বিপ্লবী কমরেডকে নিয়ে কবিতায়

'তখনো 'গ্লাসনস্ত', 'পেরেস্ত্রোইকার' ডাক আসেনি । তখনো বিপ্লব চারদিকে । কমরেডের বাণী শোনার জন্য তখন আলপথ, কাদামাখা, জলমগ্ন জঙ্গলের দঙ্গল মাড়িয়ে সে এসে দাঁড়াতো জীর্ণ কুড়ে ঘরে । তখনো খুব 'বিপব দীর্ঘজীবী হোক' ।

কমরেড তবু শুয়ে আছেন চুইয়ে পড়া রক্ত আর থিকথিকে মাংসের ভেতর খানিকটা বঙ্কিম খানিকটা ঋজু অথচ নির্বিকার এক বিপ্লবীরই বেশে ।'

মানুষের মুক্তির বন্দনা চিরকালের, লড়াইও লাগাতার । এই লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে অস্তিত্বের প্রশ্নটি সবসময়ই প্রধান হয়ে আছে । শাসনের নানা পদ্ধতির যা কিছু পরিবর্তন তাও এই লড়াইয়ের মধ্যদিয়েই অর্জিত । কিন্তু তারপরও মানুষের অস্তিত্ব প্রশ্নটি নানাভাবে ক্লেদাক্ত ও ছিনতাই হয়ে আছে । রুশবিপ্লবের পূর্বে প্যারী কমিউনের বিপ্লব তারও পূর্বে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে, চার্চের পাদ্রিতন্ত্রের বিরুদ্ধের লড়াইও মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নটিকেই সামনে এনেছে । তবে মার্কসবাদী চিন্তাসারে সংগঠিত রুশ বিপ্লব সারা পৃথিবীকে নাড়িয়েছে এবং আজও সে এক আলোক বর্তিকা হয়ে সমাজ বদলে মানুষের [কমরেডের] মনে চেতনায় প্রোথিত হয়ে আছে । আজও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তির পথ যে বিপ্লব এবং বিপ্লব যে একজন বিপ্লবীর ধ্যান জ্ঞান তাও স্পট হয়ে আছে কমরেডের আত্মচিত্তগঠনে । তাই তার 'চুইয়ে পড়া রক্ত আর থিকথিকে মাংসের ভেতর/খানিকটা বঙ্কিম খানিকটা ঋজু অথচ নির্বিকার এক বিপ্লবীরই বেশে' এমন দৃশ্যকল্প একজন সচেতন কবিই আঁকতে পারেন তার কবিতায় ।

০৩.

ফ্রয়েড মানুষের কামনা-বাসনার অবদমন শিল্প-সাহিত্যের উপর প্রভাব ফেলে বলে উলেখ করেছেন । কামনা-বাসনার অবদমনের মাত্রা প্রকাশমাত্রায় পরিস্ফুটিত হয় । মানুষের মন অবদমিত হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে । সামাজিক নিয়ম রীতি রিস্তা, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্র শক্তি মানুষের উপর যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং মুক্ত প্রকাশ প্রবাহকে রুদ্ধ করে তখন মানুষের মন অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং থাকে খাপবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত মন । ভাল মন্দের নিজস্ব বিচার বোধ অবরুদ্ধ হয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে নিয়ন্ত্রক শক্তির অসৎ নিয়ন্ত্রণে । ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের বাইরেও একটা সামাজিক পরিশোধনাগার রয়েছে, যে পরিশোধনাগার প্রতিমুহূর্তে তার নির্ণয়কে পরিমাপ করে এবং মানুষকে সনিয়ন্ত্রণে শক্তি যোগায় । নইলে সভ্যতার নানা জঞ্জাল অতিক্রমণে মানুষ পারঙ্গম হতো না বলতে পারতোনা 'রাস্তায় রাস্তায় জ্বালিয়ে রেখেছো হায়েনা ও নেকড়ের চোখ ।.... ঝড়ের মতো ক্ষিপ্র আগুন উড়বে! ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে পোড়া ছাই ।' কিংবা 'গায়ে গায়ে লেপ্টে যাচ্ছে নানা গন্ধ, পয়োপ্রণলীর পাঁক/এদিকে ধোঁয়ায় জ্বালা করছে চোখ-আগুন অন্তরালে/যত বেশি আগুনে পুড়ুক ঘরদোর/প্রয়োজনে আমরা নামবো গভীর পাতালে' এই বোধ সমাজ থেকেই আহরিত এবং এর প্রতীতিই প্রতিমুহূর্তে বদলিয়েছে মানুষ সামনে এনেছে তার অস্তিত্ব । তমিজের বহু কবিতায় এই অস্তিত্ব উদ্ধারের আশাবাদ আছে ।

তমিজ উদ্ দীন লোদী'র নির্বাচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ ফ্লাপে লেখক হাসান ফেরদৌসের একটা মন্তব্য আছে । তিনি বলেছেন 'আশ্চর্য সব দৃশ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষমতা রয়েছে লোদীর' । 'দুগ্ধ সরোবর' জ্যোৎস্নার চিতা' চমৎকার ব্যাঞ্জনা নিয়েই পাঠকের হৃদয়কে আপ্লত করে ।

০৪

'সমস্ত অনুযোগ আমি প্রুস্তের মতো প্লাতেরোর হাতে তুলে দিয়েছি ।'

প্লাতেরো হাতের তৈরি ছোট্ট ডঙ্কি/ঘোড়া যা সুন্দর, যার রয়েছে মসৃণ কেশর তুলতুলে নান্দনিক শরীর এবং অন্তর পূর্ণতার দৃষ্টির নন্দন, ভালোলাগে, তৃপ্ত করে-তার হাতে তুলে দিয়েছি মানে সমর্পন । এই সমর্পন হৃদয়কে সম্পন্ন করে, বেদনার দাগগুলোকে নির্লিপ্ত করে অভয় হয়ে দূর দেখায় । এই যে নিজের হাতের প্রস্তুত সুন্দর নিজের নির্মাণ যা সামাজিক কিন্তু ব্যক্তিক প্রসন্নতায় ছড়িয়ে পড়ে কাঙ্খায়, সত্য হয়, স্থিত হয়, যার অস্তিত্ব দ্বিসত্তায় বিরাজমান । প্লাতেরো ঘোড়া হতে পারে, প্রশান্তির ক্ষুদ্র কোনো অস্তিত্ব হতে পারে, ভাবনার কোন প্রতীক হতে পারে, যদিও নানা দেশে এর নানা রকম অর্থ আছে সে নির্মাণের সংগেই সম্পর্কযুক্ত । আর যে অদৃশ্য ঘোড়াটি বোধি ও ঈপ্সার ভেতর লাফিয়ে চলেছে তাকেও 'আমি মুঠোবন্দী পাথরের মতো বেদীতে দিয়েছি' এই ভাষণ কবির অন্তরযন্ত্রনার প্রকাশ করে সুন্দর ভালো লাগাগুলোকে নানা সামাজিক অসহিষ্ণুতায় কিন্তু বিসর্জন দিতে হয়, তুলে দিতে হয় পাথরের বেদীতে । এ হচ্ছে এক মানসিক ক্রিয়ার উর্ধমুখি ও নিম্নগামী ধারা যা নিসৃত অলক্ষ্যে নয় প্রকাশ্যে ইচ্ছেয় নয় পরিস্থিতিতে, প্রজ্ঞায় নয় জবরদস্তিতে আর তখন এই ভাষণ বলে দেয় যে শত প্রলোভন বাঁধার দেয়াল পেরিয়ে গেলেও টানেলের অন্ধকার শেষ হয় সেখানে যেখানে দাঁড়ায় বুকখোলা আকাশের মতো উদার মানুষ যে প্রান্তিক যে নষ্ট হয়ে যেতে জানেনি সে দেবদূত নয়, সে নির্মিত প্লাতেরোও নয়, সে চাষি, সে মানুষ যার হারানোর কিছুই থাকে না, সে হাঁপরের মত 'গনগনে নেহাইয়ের স্ফূ'লিঙ্গ ইস্পাতকঠিন প্রত্যয়ী তৃষ্ণার জলের মতো পবিত্র- তৃপ্ত করে, প্রশান্ত করে । 'আমাদের কখনো প্লাতেরো ছিল না' । বাস্তবে আর্তচিৎকার ধ্বনিরই ছিল হিমছায়া প্রাত্যহিক । আমরা হারিয়েছি 'প্লাতেরো' কিংবা ছিলইনা কোনো কালে । এই সাদামাটা কথাটি 'আমাদের কোনো প্লাতেরো ছিল না' সাধারণ হয়ে থাকেনা, হয়ে যায় একটা গভীর ভাবনা ও উপলব্ধির বিষয়াবলী । 'জুডাস জানেনি । জুডাস জানে না ।'

তারা জানবে না কোনো দিন-মৃত্যুও অমরতা এনে দেয় বোধের অধিক

যীশুরা অকুতোভয়. চিরকাল যূপকাষ্ঠে দাঁড়িয়েছে হেসে' [জুডাসেরা জানে না]

আমাদের চারিদিকে যুডাস, এই যুডাস বিশ্বাস ঘাতক শুধুমাত্র যীশুর হত্যাকারী নয় বরং চলমান এক মানসিকতা নিষ্ঠুরতার প্রেত লোপাট করছে মানুষের মুক্ত জীবনবোধ স্নেহশীলতা, সে কোলাহল নয় ঘাতক সুস্থকে গ্রহণ করে না, যুদ্ধ-বিগ্রহ-হত্যা-ধ্বংস বিনাশই তার কাজ । মানুষ দাঁড়ায় কবি দাঁড়ায় এবং তারা যীশুর মতো আত্মাহুতি দেয় সুন্দরের জন্য স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য । জুডাসরা পাতেরোকে খুন করে কিন্তু সে জানে না 'ফ্যাসিস্ট টিকেনি কখনো/টিকেনি বোথাও কালো মানুষের দেশে/পৃথিবীতে মলোয়সি ম্যান্ডেলারা আসে-কালোহীন শাদাহীন মানবতা, দেশ ভালবেসে' এই হলো প্রতিপাদ্য । 'জুডাসেরা জানে না' শিরোনামের কবিতাটির এই বিস্তার এক বৃহত অনুসন্ধানের দিকে পাঠককে নিয়ে যায় ।

০৫.

কবিতা মানব জীবনের আদিম শিল্প যা ধারাবাহিক ভাবে নতুন আঙ্গিকে নতুন হয়ে চলমান । সেই কাল থেকে মানুষ তার অনুভূতি প্রকাশের জন্য প্রকাশ কাব্যাকারে তুলে ধরতো সে প্রমাণ রয়েছে প্রাচীন কালের আইন শাস্ত্র, ইতিহাস, ধর্মানুষঙ্গ থেকে । যদিও আজ তা' আধুনিক অর্থের কাব্য নয় তার বৈশিষ্ট ছিল আবেগময় ভাষা । শব্দে, ঝঙ্কারে,ছন্দে, অনুপ্রাসে আদিম ভাষা যে মোহ ও আকর্ষণ তৈরি করতো তাই হলো কাব্য যা আজও আমাদের কাব্যে নতুন শরীর নিয়ে বিরাজমান । জীবন যাত্রার পরিবর্তন, বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার সমাজ রাষ্টধারণার পরিবর্তন-এর সাথে কাব্য ভাষার পরিবর্তন ঘটে গেছে । আদিম শব্দ ঝংকার, ছন্দ থেকে উলম্ফন নয় বিবর্তন ধারায় কাব্য শরীরের যে পরিবর্তন তা একদিনেরও নয় বহু সময়ের । আজকের কাব্য প্রথাগত ছন্দের দুলুনির ভিতর আটকে নেই, সামন্তীয় ভাব বিলাসেও নিমগ্ন নয়, আজকের কাব্য ক্রমেই লাভকরছে এক নতুন গদ্যলিরিক এবং নিরেট গদ্যবিস্তারও ।

'সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে চাইলাম
ইতোমধ্যেই আমরা পদছাপ ও কিছু উচ্ছিষ্টের সন্ধান পেয়েছি
লোমের উতিহাস তো আমাদের জানাই ছিল তবু আমরা কিছু লোমও আবিস্কার
করে ফেলেছি এখন শুধু গন্ধের অপেক্ষা'
অথচ আমাদের প্রতীক্ষাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে
যারা পাশ কাটিয়ে চলে গেল
তারা বুড়ো-ধাড়ি কয়েকটি শৃগাল ব্যতীত আর কিছুই নয়' [বাঘ দেখার প্রতীক্ষা]

কবিতাটিতে রাজনীতির হালচাল পরিবর্তন আকাংখায় কবির আশাচুর্নির আর্তনাদ । তিনি বাঘ দেখতে চেয়েছিলেন এবং সেই জন্য তার অপেক্ষা সারাদিনের তিনি এও জানেন যে কম্বলের লোম ঝাড়লে আর কম্বল থাকে না, কিন্তু তবু একটা আশা সুন্দরের মুগ্ধতা মুক্তি ও স্বাধীনতার অমেয় আস্বাদ পাবার তীব্রবাসনায় যারা হাঁটছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল পড়ন্তবেলায় দেখা গেলো তারা সব ধাড়ি শৃগাল । যারা চালাকি আর স্বার্থ অন্বেষণ ছাড়া প্রকৃত সুন্দর উদ্ধারে উচ্ছিষ্ট । এই অভিব্যক্তির আশা ব্যক্ত হয়েছে 'আমাদের কোনো প্লাতেরো ছিল না' যেখানে টানেলের শেষ প্রান্তে যে উজ্জ্বল আলোর উপস্থিতি ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে রয়েছে কৃষক, অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষ, যে আশার প্রতীক নতুন যাত্রার । আধুনিক কবিতার আকাঙ্খাই হচ্ছে নতুন শরীর, 'ঐতিহ্যের নবায়ন' । আর রাজনীতিও তার শরীর কলায় লেপ্টে থাকে । এ কারণে লুস্যুনের মতে সকল শ্রেণির শিল্প রাজনৈতিক ভাবে কোন না কোন শ্রেণির সেবা করে । কবিতায় রাজনীতিই প্রথম ।' 'আমরা সর্বোচ্চ ঔৎসুক্যে চোখ সেঁটে রেখেছি' এই যে বিবৃতি এ কোন সাদামাটা কথা নয়, এর অন্তরালে আছে পরিবর্তন আকাঙ্খা যা তীব্র ভাবে এই কবিতায় উপস্থিত রয়েছে আর শেষ বিবৃতিটুকু হতাশা মনে হলেও এর দ্বারা মধ্যবিত্ত চরিত্রের একটা নিপুঁণ চিত্র আমরা পাই যা চালাক শৃগালের সাথেই তুলণীয় । বাঘের যে দেখা পাওয়া গেল না তা কারা কে সে ঠিকানা আমরা পেয়ে যাই তার অন্যান্য কবিতায় আর 'প্লাতেরো' কবিতায় তার আভাস তো রয়েছেই । কবি তমিজ উদ্ দীন লোদীর কবিতায় একটা কি আছে, সেই কি কে শনাক্ত না করতে পারলে তার কবিতার আস্বাদ নেয়ায় খানিকটা অপূর্ণ থেকে যায়,কারণ তার একটা বড়গুণ যে তিনি বিষয়ের অনুভব পাঠকের দিকে ঠেলে রাখেন এবং নিজে বসে থাকেন তার সৃষ্টির সামনে- শিল্পী যখন কোন ব্যক্তির চিত্র চিত্রণে যত্নবান হয় তখন সেই ব্যক্তিটি আবিস্কারের অপেক্ষায় কম্পমান এক অনাবিস্কৃত জগতের মতো । 'মাইকেল এ্যাঞ্জেলো বলেছিলেন শিল্পী তাঁর হাত দিয়ে ছবি আঁকেন না আঁকেন মস্তিষ্ক দিয়ে' । লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তার বিখ্যাত চিত্র লাস্ট সাপারে-র সামনে দিনের পর দিন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তুলি দিয়ে রং বা রেখার কোন টানই দিতেন না । লিওনার্দেও এই মানস সক্রিয়তা এবং কায়িক নিস্ক্রিয়তা বুঝিয়ে দেয় যে মানুষের মন যখন কোন কিছুতে [সৃজনশীল] কাজে নিমগ্ন থাকে তখন বাহ্যিক হয়ে ওঠে নিস্ক্রিয় । একজন শিল্পী তখনই শিল্পী হয়ে ওঠেন যখন অন্যমানুষের চকিতে অনুভব করা বিষয়কে সৃষ্টিযোগ্য বিষয়রূপে দেখেন ।

ক্রিস্টোফার কডওয়েল কবিতাকে জমাটবাঁধা 'সামাজিক ইতিহাস' বলেছিলেন । এবং তার মত অনুসারে কবিতা যৌথ এবং সামাজিক ক্রিয়াকান্ডের রসায়ন । মানুষের আবেগবাহিত সকল ভাবনা কল্পনার সাথে মিশে যে প্রতিচ্ছায়ার সৃষ্টি করে শিল্পের ছন্দে তাই রূপায়িত হয় যা সামাজিক বস্তুলগ্ন এবং আকাঙ্খার বিশেষ উৎস থেকে বহির্গামী একটা বিশেষে যা পাঠকের পঠন ও আত্মস্তকরণ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় এবং পাঠকের আগ্রহ থেকে তৈরি হয় আর একটি বিশেষ যা তার আকাঙ্খায় প্রতিফলিত হয় বস্তুর কেন্দ্রে । ভাবনায় বস্তু নয় বস্তুতে ভাবনা । 'তুলির টানে তুমি ক্যানভাস ছুঁয়েছিলে/তাই দেখো বিমূর্ত-' কারণ ছবি শিল্প বা ভাষা শিল্প কোনটাই মানুষের বেদনার পরিমাণ কে তার স্তরিক বিশ্লেষণকে এবং তার শারীরিক ক্রিয়াকে শতভাগ প্রকাশ করতে পারে না । ঈর্ষা হিংসা ক্রোধ-এর পরিমাপক নেই, কেবল একটা অনুমান আর এসব নিয়ে মানুষের মধ্যে যে স্বপ্ন গড়ে ওঠে তা' শাসক টের পায় না । যেমন পায়নি ৭১ সালে আর তা যখন বাস্তব হয়ে উঠলো এবং প্রকাশ্য হলো তখন বোঝাগেলো 'স্বপ্নের ঘোড়া দৌড়ায়..' তার একটা ছন্দ আছে ।

'আলোটা এদিকে ফিরাও সুলোচনা
অন্ধকারে ছেয়ে গেছে এ'পাশ ।
যে সব কাঁচপোকা, যেসব নক্ষত্র এ যাবত আলো ফেরি করে বেরিয়েছে
তারা হারিয়ে গেছে অরণ্যে ও ব্লাকহোলে' ['আনন্দময় নৈরাশ্য ও ইস্পাত মানুষেরা']

কাব্যের নামকরণ অর্থবোধকতার দ্যোতনা দেবে পাঠককে । সুন্দর এর বহুমুখী কবিতাগুলো । প্রত্যেকটি কবিতা পাঠক-হৃদয়কে স্পর্শ করবে । চমৎকার কাব্যশৈলী আর ভাষ্যবুননে বহুমাত্রিক ভাবনার যোজনা । যেমন 'আনন্দময় নৈরাশ্য' খুব সাধারণ ভাবে যে কেউ বলবে নৈরাশ্য আনন্দময় কেন? এরকম এক দ্বিধা শুরুতেই । এই যে কুটাভাষ কবিতার এক বিশেষ গুণ । হ্যাঁ যখন মানুষ অধিকার হারা, সমাজ রাজনীতির শিকার হয়ে বোধ চেতনা লুপ্তিতে পড়ে, নিজেকে যখন আর আবিস্কার করতে পারে না- সে নিজে আর নিজে কিনা, তখন স্পষ্টতই সে যে জীবনকে বহন করে তার কোনো কিছুই যেন তাকে আর স্পর্শ করে না । কোনো কিছু যেন তার নয়, কোনো কিছুর দায়ভাগও তার নয় । এমন এক নৈরাশ্যপূর্ণ জীবন বদ্ধ মানবপ্রাণালী এক অদ্ভুত ধারায় স্থাপিত হয় । সে হয় কোনো শক্তিরই সেবাদাস যাকে সে চিনতে পারে প্রভু রূপে । এতে তার কোন ক্ষোভ দুঃখ হতাশা কোনোটাই তার নেই, জাগ্রতও হয়না । সে সারাটা জীবন-যৌবন এমন এক বোধের ভেতরে স্থাপিত করে যেখানে সে কেবলই একটি প্রাণী । সে বুঝতেই পারে না আসলে কি হারানো গেছে । ঠিক তার সংগে যুক্ত হয়েছে 'ইস্পাত মানুষেরা' । তমিজের কবিতার পরতে পরতে রয়েছে তারই ইঙ্গিতের জয়ধ্বনি ।

'আনন্দময় নৈরাশ্যে ডুবে আছে দিন । রোদের ভেতর হেঁটে যাচ্ছে ইস্পাত মানুষেরা । শিরস্ত্রাণে পালকের স্তুপ । দস্তানায় লেগে আছে শুকিয়ে যাওয়া কালচে রক্তের ধারা'

এমনি এক বুননের মধ্যদিয়ে মৃদু উচ্চারণে তিনি বুনে গেছেন 'চারাবীজ' এমন এক পরিপাটি করা কাব্যফসল যেনো আত্মউচ্চারণের শব্দমালায় গোটা বিষয়টি উচ্চারিত হচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে এবং আপন বৈভবে সুর হয়ে উঠছে কানে । 'আনন্দময় নৈরাশ্যে যতই ডুবে থাক দিন । গোধুলি শেষে তবু মানুষেরা ঘরে ফেরে' এই যে নেই এবং আছে, আছে এবং নেই এর অনুসন্ধান তার কবিতাগুলোর প্রায় সবকটিতেই । তিনি হৈ চৈ করে কোনো কিছু বলেননি, বলেছেন 'কাব্য-শিল্প আনন্দকে' পূর্ণ মাত্রা দিয়ে । 'বার বার ঘুরে ঘুরে আসে পাঞ্চালের সামন্ত সমাজ । ঘুরে ঘুরে আসে কুরুক্ষেত্র' । নয় কি? কারণ যতবার মানুষ দখল হয় ততবারই মানুষেরা মুক্তির মহা লড়াইয়ে জাগ্রত হয় লড়ে জীবন দেয় । 'মার্কেজ এবং কফিরঙ মেয়েটি' একটি অসাধারণ কবিতা । 'তার চোখে জল, আনন্দাশ্রু! /-আমি তবে শুধু খুন, গুম আর ড্রাগের দেশের মানুষ নই! আমার রয়েছে মার্কেজ, একজন নোবেল লোরিয়েট, একজন মহান লেখক' এই পঙক্তি যা কফি রঙের মেয়েটির বোধের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত এবং কবি তমিজ উদ্ দীন লোদীর কাব্য-বুননের মধ্যদিয়ে । দেশ আর সীমারেখাদ্বারা সীমিত হয়ে থাকেনা, হয়ে যায় সকল দেশের সকল মানুষের স্ব-আত্মার ধ্বনি । খুঁজে পায় দেশমাতৃকার মহত্ব, নিজ পরিচয় । [এই কাব্যগ্রন্থটি নির্বাচিত গ্রন্থে আসেনি পাঠক চাইলে স্বতন্ত্র সংগ্রহ করে নিতে পারেন]

আমি আগে বলেছি তমিজের কবিতায় একটা কী আছে, সেই কী-টা জানতে তাঁর কবিতাগুলো আদ্যপান্ত পাঠের প্রয়োজন । তবে আমার ভাল লাগছে এজন্য যে নির্মাণ কলায় তিনি এমন একটা সম্মোহন তৈরি করতে পেরেছেন সহজ করে বলার মধ্য দিয়ে যা পাঠককে নিয়ে যাচ্ছে নিজের দিকে চোখমুখ খুলে জানবার ও চিনবার দিকে, তার পরিপার্শের দিকে আর অবারিত করছে দুঃখের উৎসগুলোকে কাব্যিক শিল্প চেতনায় । তার কবিতা চেতনার কবিতা, নিছক কবিতার জন্য কবিতা নয় । এক লাবণ্য ছড়িয়ে তিনি সেই কথাগুলোই বলতে চাইছেন- মানুষের দুঃখ বেদনার রাশি রাশি ইতিহাস ।

'যুবকটি দৌড়াচ্ছে! উর্ধ্বশ্বাসে । পেছনে চাপাতি বাহিনী ।' নিশ্চয়ই কবিকে কবির সচেতনাকে সনাক্ত করা যায় মুহূর্তে ।





মেসির ‘অ্যাসিস্ট’ রেকর্ড ভাঙতে পারেননি তাদিচ

ঢাকা ডেস্ক, ২৪ ডিসেম্বর : দুসান তাদিচ, নামটা অচেনা হলেও লিওনেল মেসির খাতিরে সপ্তাহখানেক আগে ফুটবল বিশ্বে বিপুল পরিচিতি লাভ করেছেন। আয়াক্স আমস্টারডামের এই মিডফিল্ডার খবরের শিরোনাম হয়েছেন মেসির রেকর্ড ভেঙে। ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের ‘অ্যাসিস্ট’-এর রেকর্ড ভেঙেছেন তাদিচ। আদতে খবরটি ভুল!

২০১১ সালে এক বছরে সতীর্থদের দিয়ে ৩৬ গোল করিয়েছিলেন মেসি। তিনি নিজেও করেন ৫৫ গোল। সেবার তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে লা লিগা এবং চ্যাম্পিয়নস লীগ জেতে বার্সেলোনা। আর মেসি পান ব্যালন ডি’অর।

খবর প্রকাশিত হয়, মেসির সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তাদিচ। গত ১২ই ডিসেম্বর নেদরল্যান্ডসের ঘরোয়া লীগে আলকমারের বিপক্ষে ম্যাচের ৭৩ মিনিটে সতীর্থ সেবাস্তিয়ান হলারকে দিয়ে গোল করান দুসান।

তাতেই মেসির কীর্তিকে পেছনে ফেলেন এই সার্বিয়ান ফুটবলর। চলতি বছরের ৩৭তম অ্যাসিস্ট ছিল সেটি দুসানের। নিজেদের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে আয়াক্স তাদিচের রেকর্ড গড়া নিয়ে পোস্ট করে, ‘বিশ্বরেকর্ড। সর্বকালের সর্বোচ্চ অ্যাসিস্ট, এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বাধিক অ্যাসিস্টের কীর্তি অর্জন করলো দুসান তাদিচ।’

তবে ক্রীড়া ওয়েবসাইট ইএসপিএন ও ইংলিশ ক্রীড়া পরিসংখ্যান বিষয়ক সংস্থা অপ্টা জানাচ্ছে ভিন্ন খবর। চলতি বছর তাদিচের অ্যাসিস্ট সংখ্যা ৩৭ নয়; বরং ৩৫! প্রশ্ন উঠেছে, আয়াক্সের পরিসংখ্যানে তাদিচের দুটো বাড়তি অ্যাসিস্ট এলো কোত্থেকে? জানা গেছে, চলতি মৌসুম শুরুর আগে আন্ডারলেখট ও লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে দুটো প্রীতি ম্যাচে সেই দুই অ্যাসিস্ট করেছিলেন তাদিচ। আয়াক্সের হিসেবে চলে এসেছে সেগুলোও।

মেসির ১০ বছর আগের সেই ৩৬ অ্যাসিস্ট এসেছিল ক্লাব প্রীতি ম্যাচ বাদ দিয়েই। আর ক্লাব প্রীতি ম্যাচ হিসেবে আনলে ২০১১ সালে মেসি সবমোট গোল করিয়েছেন ৪০টি।

মেসিকে টপকাতে না পারলেও তাদিচের কীর্তিতে কপাল পুড়েছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। পর্তুগাল কাতার বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ হারিয়েছে তাদিচের নৈপুণ্যেই। সিআরসেভেনের দলকে প্লে-অফে অবনমন করিয়ে সার্বিয়াকে বিশ্বকাপের টিকিট পাইয়ে দেয়ায় বড় ভূমিকা ছিল তার। পর্তুগালের বিপক্ষে আলেকজান্ডার মিত্রোভিচের জয়সূচক গোলটাও এসেছিল তার অ্যাসিস্ট থেকেই।

অ্যাশেজ নয়, পরিবারকে বেছে নিলেন হ্যাজলউড!

(ছবি আছে স্পোর্টস পিকচার নং-২

ঢাকা ডেস্ক, ২৪ ডিসেম্বর : ব্রিসবেন টেস্টের মাঝ পথে চোটে পড়েন জশ হ্যাজলউড। যে কারণে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে পারেননি এই অস্ট্রেলিয়ান পেসার। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ঘোষিত স্কোয়াড অনুসারে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট দিয়ে ফেরার কথা হ্যাজলউডের। চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের দলেও রয়েছে তিনি।



চোট পুরোপুরি না সারায় বক্সিং ডে টেস্টে ফেরা হচ্ছে না হ্যাজলউডের।

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের মধ্যকার ঐতিহ্যের লড়াই অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টে ব্রিসবেনে সাইড স্ট্রেইনের চোটে পড়েন হ্যাজলউড। মাত্র ১৪ ওভার বল করতে পেরেছিলেন এই অজি পেসার। এবার সেই চোটেই ছিটকে গেলেন তৃতীয় টেস্ট থেকে। জাস্টিন ল্যাঙ্গারের কথায় অন্য কিছুরই আভাস মিলছে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচের ভাষ্য অনুযায়ী, বক্সিং টেস্টের সময় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন হ্যাজলউড! তবে কি ফিটনেসহীনতা শুধুই অজুহাত?

ল্যাঙ্গার বলেছেন, ‘এটা একজন খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পছন্দ। সে (হ্যাজলউড) ইতিমধ্যেই পরিবারের সঙ্গে বড়দিন পালনের পরিকল্পনা করেছেন। এই কারণে নয় যে তাকে খেলার জন্য প্রস্তুত করতে দেরি হবে।’

হ্যাজলউড না খেললেও অজি স্কোয়াডে রয়েছে এক ঝাঁক পেসার। অ্যাডিলেড টেস্ট দিয়ে দলে ফিরেছেন ইনফর্ম পেসার ঝাই রিচার্ডসন। স্কোয়াডে রয়েছেন মাইকেল নেসার। মিচেল স্টার্ক খেললে নেসার-রিচার্ডসনের যেকোনো একজন বাদ পড়বে তৃতীয় টেস্ট থেকে। কেননা কোয়ারেন্টিন ছেড়ে দলে ফিরেছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও।

অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটর করার সময় স্পগ-সুইপ খেলতে গিয়ে পাঁজরে ব্যথা পান স্টার্ক। চোট পেলেও বল হাতে আলো ছড়িয়েছিলেন এই তারকা পেসার। চতুর্থ ইনিংসে (ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস) ২৭ ওভার বল করে জো রুট ও অলি পোপের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন স্টার্ক। অ্যাডিলেড টেস্টে ৪৩.১ ওভার বল করে ৮০ রানের বিনিময়ে ৬ উইকেট শিকার করেন তিনি। তৃতীয় টেস্টে স্টার্কের খেলার সম্ভাবনা নিয়ে ল্যাঙ্গার বলেন, ‘আমি অবাক হব যদি সে বক্সিং ডে টেস্টে না খেলে।’

ল্যাঙ্গার বলেন, ‘মিচেল স্টার্ক অ্যাডিলেডে দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। সে অবিশ্বাস্য একজন ক্রিকেটার এবং ফিট। ম্যাচ জয়ে তার দারুণ ভূমিকা ছিল। সে আমাদের আক্রমণভাগের নেতা হয়ে উঠেছিলেন।’

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যাওয়ায় দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেননি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। কোয়ারেন্টিন মেয়াদ শেষে তিনি বক্সিং ডে টেস্ট দিয়ে দলে ফিরবেন।

এদিকে ব্যাট হাতে ঠিক চেনাছন্দে নেই মার্কাস হ্যারিস। দুই টেস্টে চার ইনিংস ব্যাট করে অজি ওপেনারের সংগ্রহ মাত্র ৩৮ রান। স্পেশালিস্ট ব্যাটারের এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পরও তাকে একাদশে রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন ল্যাঙ্গার। তিনি বলেন, ‘কোনো সন্দেহ নেই সে (হ্যারিস) খেলবে। এটা (মেলবোর্ন) কার হোমগ্রাউন্ড। দুই টেস্টে ভালো করতে না পারলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে আমরা তার দাপট দেখেছি। তাছাড়া টেস্ট ক্রিকেটেও তার রেকর্ড বেশ সমৃদ্ধ।’

বক্সিং ডে টেস্টের পর অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড পাড়ি জমাবে সিডনিতে। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ৫ই জানুয়ারি শুরু হবে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। অ্যাশেজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টের ভেন্যু হোবার্ট। ১৪ই জানুয়ারি শুরু হবে দিবারাত্রির টেস্টটি।



‘টানা তিন ফরম্যাটে খেলা কঠিন’

ঢাকা ডেস্ক, ২৪ ডিসেম্বর : নিউজিল্যান্ডের মাটিতে বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ, কিন্তু সাকিব আল হাসান খেলবেন না। টেস্ট ক্রিকেট কি তাহলে এড়িয়ে যাচ্ছেন সাকিব? এমন প্রশ্ন ওঠার পর সংবাদমাধ্যমকে সাকিব বললেন, তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। সেজন্য তিনি বেছে বেছে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২০১৭’র দক্ষিণ আফ্রিকা ট্যুরের পর থেকে অনেকগুলো সিরিজ খেলেননি সাকিব। মাঝে এক বছর ছিলেন আইসিসির নিষেধাজ্ঞায়। আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকে সাকিবের বিশ্রাম নেয়ায় বিষয়টি বিতর্কের জন্ম দেয়। কারণ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) প্রথমে বলেছিল সাকিব এই সিরিজে অংশ নেবেন। কিন্তু পরে সাকিব জানান, তিনি ছুটি নিচ্ছেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে ছুটির আবেদন করার পর তাকে ছাড়পত্রও দেয় বিসিবি। আর দু’দিন আগে দেশের একটি টিভি চ্যানেলকে সাকিব বলেন, ‘আমি জানি কোন ফরম্যাটকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। আমার মনে হয়, টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে ভাবার সময় এসে গেছে। আমি টেস্ট খেলবো কি খেলবো না। আর খেললেও কিভাবে খেলবো।’

শুধু টেস্ট নয়, যেসব ওয়ানডে ম্যাচ আইসিসি সুপার লীগের অন্তর্ভুক্ত নয় সাকিব সেগুলোও বাদ দিতে চাইছেন। তিনি বলেন, ‘যে ওডিআই ম্যাচগুলো খেলবো, সেগুলোতে পয়েন্ট আছে কি না সেটাও আমাকে বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া আমার হাতে আর কোনো অপশন নেই।’ সামনের দিনগুলোতে নিজের ক্রিকেট ভাবনা নিয়েও খোলাখুলি বলেছেন সাকিব, ‘আমি বলছি না টেস্ট থেকে অবসরে যাচ্ছি। এমনও হতে পারো ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর টি-টোয়েন্টি ছেড়ে দেবো। টেস্ট ও ওয়ানডে খেলতে পারি। তবে তিন ফরম্যাটেই খেলা চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ৪০-৪২ দিনের মধ্যে দুটো টেস্ট ফলপ্রসূ নয়। আমি অবশ্যই বিসিবি’র সঙ্গে নিজের পরিকল্পনা করবো তারপর সামনে আগাবো। এটা যদি জানুয়ারিতে হয় আমি বুঝতে পারবো পুরো বছর কী করতে যাচ্ছি।’

করোনা মহামারীর এই সময়ে খেলোয়াড়দের থাকতে হচ্ছে বায়ো-বাবলে। দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাটা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করেন সাকিব। তিনি বলেন, ‘এটা (বায়ো-বাবল) জেলের জীবনের মতো। আপনি রেগুলার যখন আপনার ছোট তিনটি বাচ্চার থেকে দূরে থাকেন তখন সেটা মোটেও স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি নয়। এটা ওদের বেড়ে ওঠাকে ব্যহত করে।’ বাংলাদেশের আরেক সিনিয়র ক্রিকেটার তামিম ইকবালও অনেকদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়া তামিম পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে ছিলেন না। যদিও এখনো এই ফরম্যাট থেকে অবসরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি।



লেখক না হলে চিত্রকরই হতাম কবি তমিজ উদ্‌দীন লোদী

(২৪ পাতার পর)

গুলোর কয়েকটি সাহিত্য পাতাটি ক্রমশ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

কবিতায় নিজেকে কেমন অনুভব করেন ?

বলতে গেলে কবিতা যাপিত জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কবিতা থেকে বিচ্যুতি এখনো ভাবতে পারি না। দেশ ও বিদেশের কবিতা পাঠ, নিজের কবিতা নির্মাণে নিমগ্ন থাকতে পেরে আনন্দে থাকি, অনেক দু:খ কিংবা বিষাদ ভুলে যাই।

সমাজের প্রতি একজন কবির কি দায় ?

দীর্ঘকাল আগে প্লেটো এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর বিচারে দায়িত্ব সমাজের কাছে, সত্যকথনের দায়িত্ব, ন্যায়বোধের দায়িত্ব। বাংলা সাহিত্যের দুই প্রধান পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নে দু'রকমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিম খুব স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন সমাজের কল্যাণ সাধন সাহিত্যের উদ্দেশ্য; যদি লেখার দ্বারা সমাজের হিত না হয় তা হলে লেখনী ধারণ অকর্তব্য। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সমাজের প্রতি তাঁর সুগভীর দায়িত্ববোধ ছিল; সে দায়িত্ব পালনে তিনি মোটেই পরাঙ্মুখ ছিলেন না; নানাবিধ উদ্যোগের দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধনে তিনি তাঁর জীবনের অনেকখানি শক্তি এবং সময় নিয়োজিত করেছিলেন। একটা সময় শ্রেণীসংগ্রামে বিপ্লবের হাতিয়ার হওয়াই সাহিত্যের মুখ্য ভূমিকা এবং দায় বলে সোচ্চার প্রচারণা হয়েছিল। সুতরাং এই দায় অনেকটাই সময় ও কালের প্রেক্ষিতে আপেক্ষিক। তবে সমাজের প্রতি যদি কোনো দায় বা দায়িত্ব থাকে তবে তা সমগ্রভাবে মানবসমাজের কাছে- কোনো শ্রেণী, দল, বিশেষ সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে নয়।

সৃজনশীল রচনা শিল্পসম্মত হওয়ার পূর্বশর্ত কী ?

* নন্দন-জিজ্ঞাসা ও জীবনঘনিষ্টতার সমন্বয় সাধনই শিল্পসম্মত হওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত বলে মনে করি। শুদ্ধ অনুভবের ভেতর অন্তবিক্ষোভকে চূর্ণ করার মধ্য দিয়েই শিল্পরচনা বহুলাংশে নির্ভর করে।

আমেরিকার সাম্প্রতিক কবিতার প্রবণতা কি ?

মূলত পঞ্চাশের দশক থেকেই আমেরিকার কবিতা একটি নতুন মোড়ের দিকে যাত্রা করে। প্রচলিত ধারাকে উপেক্ষা করে তারা নতুন ধারা সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন। এ্যালেন গীন্সবার্গ, ফিলিপ লার-কিন, রবার্ট লাওয়েল, চার্লস ওলসন প্রমুখ কবিরা নতুন ধারার কবিতা লিখে সাড়া জাগান। এই ধারাটি বর্তমান সময়ে এসেও সোচ্চার ভূমিকা রাখছে। আত্মতা, মনোবিকলন, অন্তর্জগতের অনিকেত পরিস্থিতি, বুদ্ধিদীপ্ততা ও সমাজহিতৈষণার এষণা এসে যুক্ত হয়েছে কবিতায়। উত্তরআধুনিকতার প্রবণতাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

জীবনের ব্যর্থতার কথা বলুন

মানুষের জীবনে চাওয়া এবং পাওয়ার তো কোনো শেষ নেই। সেইক্ষেত্রে ব্যর্থতা থাকাটাই স্বাভাবিক, তবে ব্যর্থতার চেয়ে জীবনের সফলতার কথা বলা বরং ভালো। আপেক্ষিকভাবে যদি বলি তবে বলব জীবনের খামতিগুলোর চেয়ে পাওয়ার ভাগটাই তো বেশি ।

কবিতা যেমন উন্নত হতে হবে, কবিকেও হতে হবে উন্নত মানুষ, আমাদের কবিরা কি এ কথা ভাবেন ?

এর উত্তর অনেকটা দ্ব্যর্থবোধক। হয়তো ভাবেন কিংবা ভাবেন না। একজন কবির কবিতা উন্নত কিংবা মানসম্মত অথচ কবি ব্যক্তিজীবনে স্বেচ্ছাচারি, আবার কবি ব্যক্তিজীবনে উন্নত মানুষ কিন্তু তার সৃষ্টি তেমন উন্নত নয়। আবার একই সাথে তিনি উন্নত মানুষ এবং কবিতায়ও তিনি অসাধারণ এরকমও হতে পারে। এর উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে এবং বিশ্বসাহিত্যে ভুরি ভুরি মিলবে। সুতরাং একক কোনো সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়।

আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের মধ্যে আপনার প্রিয় কে কে ?

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের অনেকেই ভালো লিখছেন। সুযোগ পেলেই তাদের কবিতা আমি পড়ি। এদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে প্রায়শই মুগ্ধ করেন। তাদের কবিতায় অধিকতর মনোযোগ দিই। তবে আলাদা করে তাদের নাম না বলাই উত্তম।

সমসাময়িক বাংলা কবিতাকে কিভাবে দেখছেন ?

কবিতার বিষয়টি একটি স্বতশ্চল নদীর মতো। পৃথিবীর আদি কবি এনহেদুয়ান্না থেকে শুরু করে আজ অবধি কবিতা নানা বাঁক বদলে বদলে এগিয়েছে। বাংলা কবিতায় সেই চর্যাপদ থেকে আজকের কবিতা নানা রূপ ও বাঁক বদলের প্রয়াস চালিয়েছে। তবে একথা মানতে হবে তিরিশের দশকে বাঁক বদলে যে পরিক-ল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তা আর দেখা যায়নি। সবাই মিলে আমার মনে হয় একই ধরনের কবিতা লিখে যাচ্ছি আমরা। সাড়া জাগানো কোনো একক কবির দেখা মিলছে না। এক প্রকার স্লাট অবস্থা যাচ্ছে। এটা শুধু বাংলা কবিতায় নয়, সারা বিশ্বেই একই অবস্থা। ইতিহাস ঘাটলে এই অবস্থার নজির মিলবে। তবে ভবিষৎ উজ্জ্বল হতে বাধ্য।

আপনার কবিতার দর্শন কি ?

প্রথমত মানবতা। মানবিক যা কিছু তা ধারনের, আত্মস্তের, প্রকাশের সদিচ্ছা। দ্বিতীয়ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, 'ভূয়োদর্শন বলিতেছে, আজ যে নিয়মে জাগতিক কার্য চলিতেছে, হাজার বৎসর পূর্বেও ঠিক সেই নিয়মে চলিয়াছিল। আবার হাজার বৎসর পরে কেমন চলিবে তাহাও আমরা গণিয়া বলিতে পারি। গণনা ও ঘটনা উভয়ে মিল ভিন্ন অমিল কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু একটা কথা আছে, ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শন মাত্র; ভূয়: শব্দের অর্থ ভূয়:, চির নহে।' আমি সেই 'চির নহে'র বাইরে নিয়ত অনুসন্ধিৎসু। একঅর্থে একেই আমার দর্শন বলা যেতে পারে।

খ্যাতির তৃষ্ণা একজন কবির জন্য ক্ষতিকর নয় কি?

অবশ্যই ক্ষতিকর। খ্যাতির তৃষ্ণা সৃজনশীলতাকে অনেকটাই রুদ্ধ করে। একজন সৃজনশীল কবি যখন তাঁর সৃষ্টিকে ঋদ্ধ করেন তখন খ্যাতি এমনিতেই আসে। একজন বড় মাপের কবি তার সৃষ্টিতেই মগ্ন থাকেন। খ্যাতি এলো কিনা তার তোড়াই তোয়াক্কা করেন।

নিজের সম্পর্কে যে অভিযোগ মিষ্টি মনে হয় ?

লেখালেখি আর পড়াশোনায় সময় কাটিয়ে দিল। জাগতিক বা বৈষয়িক বিষয়ে কোনো সিরিয়াসনেস দেখা গেল না। এমত অভিযোগ নিকটজনদের।

এখনো অপূর্ণ যে স্বপ্ন ?

স্বপ্ন মানুষ সারা জীবনই দেখে যায়। ফ্রয়েডের ভাষায়, 'স্বপ্ন হচ্ছে মানুষের অবচেতন মনের গভীরে যাওয়ার বড় রাস্তা। অবচেতন মনে কি ঘটছে, তার প্রতিফলন হচ্ছে স্বপ্ন।' সে অর্থে অপূর্ণ স্বপ্ন থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে জীবনের শুরুতে স্বপ্নের যে তীব্রতা থাকে তা সময়ের সাথে অনেকটাই হ্রাস পায়। সব স্বপ্ন পূরণ হবার নয়।

কোন বই পড়ার ইচ্ছে এখনো তাড়িত করে ?

একক কোনো বই নয়। এ জীবনে বলতে গেলে পড়ার মধ্যেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছি। তবু মনে হয় এ কিয়দংশ মাত্র। জ্ঞানরাজ্যের বিপুল সম্ভার ছুঁয়ে দেখার সুযোগ হলো কই। কত বই পড়ার যে ইচ্ছে হয়। একজীবনে তা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই।

নিজের লেখা কোন বইটি অধিক প্রিয় ?

লেখকের কাছে তার সব বই-ই প্রিয়। মায়ের সব সন্তানের মতো। তবু আমার 'অনিবার্য পিপাসার কাছে', 'আনন্দময় নৈরাশ্য ও ইস্পাত মানুষেরা', এবং 'আমাদের কোনো প্লাতেরো ছিল না' হালে বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

পাঠকের ভালোবাসা কেমন পান?

পাঠকের ভালোবাসা পাই। দেশে এবং বিদেশে পাঠকের ভালোবাসায় আপ্লুত হই। পাঠকের ভালোবাসা লেখক জীবনের অন্যতম চালিকাশক্তি।

এখনো উজ্জিবীত রাখে যে বাণী ?

'হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?/ বলো মানুষ সন্তান মরিছে মোর মা'র।' এটি শুধু হিন্দু-মুসলিম নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

তমিজ উদ্‌ দীন লোদীর কবিতা শিল্পভ্রমণের মসৃণ

(২৪ পাতার পর)

হুম পালকির গান', 'হাঁসের কলতান তই তই', 'ইরির ঘ্রাণ', 'গেরবাজ পায়রা', 'মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সুতা' ইত্যাদি।

তিনি শব্দ ও বিষয় সন্ধান করেছেন ভারতীয়, গ্রীক পুরাণে, ধর্মীয় আখ্যানে। ইংরেজি শব্দ, বিশেষ করে বিজ্ঞানের নানা শব্দ বা শব্দানুষঙ্গ তমিজ উদ্দিন লোদীর কবিতা এসেছে সহজ স্বাভাবিকতায়। তিনি যখন লিখেন, 'যেন নুহ নবী আবারো ভাসাবেন কিশতী পানির পাহাড়ে'। আমাদের সামনে কয়েকমাত্রিক দৃশ্যের অবতাণা হয়। নুহ নবী কোন প্রেক্ষাপটে নৌকা ভাসিয় ছিলেন, এ বয়ান আমাদের জানা। উদ্ধৃত বাক্যে কবি 'পানির পাহাড়' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। অনুপ্রাশের অনুষঙ্গে আঁকা হয়েছে একটি চিত্রকল্প। বিপুল পানি বোঝাতে 'সমুদ্র' ব্যবহৃত হয়। কবি জুড়েছেন 'পাহাড়'। শব্দর এমন অপূর্ব ব্যবহারের উদাহণ অনেক পাওয়া যাবে তমিজ উদ্দিন লোদীর কবিতায়।

গ্রীক পুরাণের 'আফ্রিদিতি' ভালোবসা, সৌন্দর্য ও চিরযৌবনের দেবী। পুরাণের পুরনো গল্পছায়া তমিজ উদ্দিন লোদীর লেখায় এসে নতুন কবিতারেখা তৈরি করেছে। অনুষঙ্গের যৌক্তিক ব্যবহারে লেখায় সৌন্দর্য যোগ হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণের গড়ুত্ব মানুষ আকৃতির ঈগল, অথবা ঈগল আকৃতির মানুষ। নিজে আহরণ করলেও অমৃতের প্রতি তার কোনো লোভ ছিল না। প্রতীকী ব্যঞ্জণায় গড়ুর এসেছে তমিজ উদ্দিন লোদীর কবিতায়। কবির কাছে আমাদের প্রত্যাশা বা পাঠকের প্রথম দাবী কী? যদি এমন প্রশ্নের দিকে তাকাই, যদি উত্তরটি হয় জীবন; কবি জীবন কতটুকু ছুঁতে পেরেছেন, এর মধ্যেই কবিতার সাফল্য। জীবন মানে শুধু জন্ম মৃত্যুর মধ্যের সময়-পরিধিটাই নয়। উপস্থিত সময়, গত সময়, আসন্ন সময়ও জীবনের অংশ। দৃশ্য, অদৃশ্য, চিন্তায়, কল্পনায় যা আসে, সবই জীবনসময়। কবি তার চাক্ষুষ দর্শনে এবং মনোলকের দর্শনচেতনায়, বোধে যে-জীবনচিত্র দেখন, তার ছন্দময়তাই কবিতা। একটি লেখা ছন্দের পায়ে দাঁড়িয়েই হয়ে ওঠে কবিতাদ্যুতি। তাই বলে ছন্দই কবিতা নয়, একটি অনুষঙ্গ মাত্র। আরো আলংকারিক পথরেখা পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় কবিতার কাছে।

কোনো শিল্পই মিমাংসিত স্থিরবিন্দু নয়। কবিতাও এর ভেতর-বাইরে বদল হচ্ছে। কাল, সমকালীনতায় সংলগ্ন থেকেও তমিজ উদ্দিন লোদী বাংলা কবিতার ধারাবহিকতা রক্ষা করছেন। ছন্দের স্থানে তিনি একবার নিরেট, নিরঙ্কুশ; অন্যবার মুক্তক। বাংলা কবিতার বহুলাংশ জুড়ে থাকা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এই কবির হাত যেমন পাকা, মুক্তক ছন্দেও স্বাচ্ছন্দ্য। অন্তমিলের বেলায় অনেক ঝিলিক লক্ষ করা যায়। একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি :

'স্মৃতির পাখির মতো জল মাটি কোমল স্বভাব
মাটিতে বিন্যস্ত করে তুমি আসো শব্দে জাগরণে
ধানক্ষেত বাঁশবনে প্রকৃতির আর্দ্র আলিঙ্গনে
অবিমিশ্র ঝরে যাক মানবিক সকল অভাব'

এই কবিতাংশে আমরা দেখছি অক্ষরবৃত্তের ৮ + ৪ + ৬ মাত্রার চাল এবং রয়েছে অন্তমিলের কাজ।

বাংলা কবিতার আলংকারিক শর্ত মেনে লেখার একটি প্রবণতাস্রোত এই কবির লেখায় লক্ষ করা যায়। উপমা এবং চিত্রকল্পের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

ক) ভাজ করা টুপির মতো অসম্পূর্ণ চাঁদ/ দ্রুতগতি ট্রেনের সঙ্গ পাল্টা দেয় খ) টলটলে নীল সমুদ্রের মতো আয়ুস্মতি গ) ফোটানো ডিমের মতো পানসে আর ঘোলা হয়ে আছি। ঘ) অক্ষমের আক্রোশের মতো ইস্পাতের ছুরি ঙ) তোমার চকচকে চোখর ভেতর রুখে উঠল ঝড়।

এই কবির কাব্যপ্রবণতার একাধিক দিক রয়েছে, একই উদাহরণে বলা গেলে পাঠকের পাঠশ্রম কিছুটা কমতে পারে। একটি উদ্ধৃতি, 'আমাদের ছিল কাচের ঘর কাচের জানালা/ আমার পিতামহ এ ঘরটি বানিয়েছিলেন সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর/ ঠুনকো, পলকা আর জোড়াতালিময়/ পিতামহ ভেবেছিলেন বেশ হল এমন ঝকঝকে আর রৌদ্র হাওয়ায় ভেজা/ ঘরটি বড় দ্যুতিমন্ত্র মাঙ্গলিক আরাধনা আর রক্তের দাগ মাড়িয়ে/ মাথা উঁচু করে আছে, যেন বুরুজ উঁকি মারছে আকাশে/ বায়ান্নর এক তপ্ত দুপুরে ঝাঁক ঝাঁক সিসার আঘাতে/ আমাদের কাচের ঘরটি ভেঙে গেল.২। এই উদ্ধৃত কবিতাঅংশটি, মুক্ত কবিতার উদাহরণ, আছে উপমার ঝিলিক। কবির ইতিহাস-চেতনার চিত্রটির সঙ্গেও আমাদের দেখা হয়। সাতচল্লিশে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা নামের অন্তরালে আমরা একটি কাচের ঘরই নির্মাণ করেছিলাম। কবিতার বিবরণীতেই আছে, বায়ান্নতে এসেই সেই কাচের ঘর ভেঙে গেল। ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতির দূরবর্তী দুটি জনপদ দিয়ে অভিন্ন রাষ্ট্র হতে পারে না। একদিন-না-একদিন এমন উদ্ভট রাষ্ট্র ভেঙে যাবে। কবিতাটি প্রতীকাশ্রয়ী, তবে সত্যবাদী।

কবি, তিনি বাঙালী, তাঁর কবিতায় প্রেম উঁকি দেবে এটাই চিরস্বাভাবিক। তমিজ উদ্দিন লোদী এমন ধারার বাইরে থেকে যাবেন! কোনো বাস্তবতা নেই। তবে প্রেমানুভূতি প্রকাশে তিনি অকারণ-উচ্চকণ্ঠ নন। মৃদু, অথচ জোরালো; শীর্ণধার, কিন্তু বেগবান। বিন্ন, পরিখা, মরুময়তা, আবার অতল সৌন্দর্য, এত এতকিছু। কবির অনন্ত আহ্বান, 'তুমিও চলে এসো আমার অঞ্জনা'।

এমনি বৈরীকাল, নিরঙ্কুশনিরাপত্তা নেই কারো। 'সোনার হরিণ চাই' এই মিথ রবোটিক হয়ে/ বিষধর ময়ালের মতো ধেয়ে যাচ্ছে সারি সারি স্বপ্নের দিকে ।/ অনভূতি, প্রেম ও ভালোবাসার দিকে/ কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ আর সমস্ত সৌরভের দিকে।'

কবি তো চিরকাল স্বপ্নময় আকাঙ্খার ফেরিঅলা। সবাই স্বপ্ন দেখেন, কবি স্বপ্ন লেখেন। জেগে থেকে কবির দেখা স্বপ্ন ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন ছুঁতে না-পারলেও উচ্চতায়, দৈর্ঘ্য-প্রস্তে, স্বচ্ছতায় সেই স্বপ্ন অতিক্রম করে যায়। কবির স্বপ্ন কত সাধারণ সরলতায় অঙ্কুরিত হয়! 'মাঝে মাঝে খুব সবুজ দেখতে ইচ্ছে করে', কবির এ সামান্য ইচ্ছের পরিধিটা বিস্তৃত, ব্যপক। কিন্তু সেই স্বপ্নের বিপরীতে 'বেগুনি রশ্মির প্যাশনে/ অচেনা বর্ণের তরল গলে যাওয়া জল...' নিরেট পাঁচিল গড়ে তোলে।

শুভ কল্যাণ সত্যি সৌন্দর্য সাহস্র কবির এমন প্রত্যাশার সামষ্টিক রূপটি চিরায়ত হয়ে ওঠে মানুষ সমাজ এবং দেশের স্বপ্নের সঙ্গে। সুদৃঢ় উচ্চারণে কবি বলেন, 'কখনো মরিয়া জাতি আগন্তুক ক্ষমতার কাছে / নতজানু করে না সাহস/ বিশ্বাসই যে জাতির ভাগ্যলিপি/ কারো কোনো সাধ্য নেই ঠেকায় তাদের।'

কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যেও তমিজ উদ্দিন লোদী সক্রিয়। পদ্য-গদ্য, অনুবাদ মিলিয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। কাজের সূত্রে তিনি প্রবাসে অবস্থান করছেন। তবে সাহিত্য সমাজ স্বদেশের মাটি থেকে তার পরিব্রত্তের শেকড় বিযুক্ত হয়নি। দেশের সব কাগজে তিনি নিয়মিত লিখছেন। প্রাপ্তির তৃপ্তি আর আলস্য তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

আমরা তাঁর সৃজনসচল দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

অনুপম শব্দের নিপুণ

(২৪ পাতার পর)

বাড়ি মানে তকতকে মাটি লেপা একটি কুড়েঘর
আঙিনায় ঝিঙেফুল, খোয়াড়ে নানা বয়সী শুয়রের পাল
বাড়ি থেকে উঠে আসে আঠা ও চামড়ার গন্ধ
ভাত পচানো দেশি মদের গন্ধ
আঙ্গিনায় লালপেড়ে শাড়ি, কপালে টিপ, মাথায় লেপ্টে থাকা সিঁদুর,
পান-খাওয়া লালঠোঁট বধূ
জুতো সেলাই ও মেরামতের ভাসমান দোকানে তাদের সুখি সুখি মুখ
যেন এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়া পাওয়া নেই
মাঝে মাঝে তারা বেরিয়ে পড়ে পাল্কির কাজে
হুমহাম শব্দ ওঠে
হাওয়ায় ওড়ে পায়ের ধুলো, মাইল মাইল পথ পাড়ি দেয় তারা
পাল্কির ভেতরে ঘামে নববধু, মুখে রুমালচাপা বর যায় রাজকীয় বেশে
এই দৃশ্য একদা সুদৃশ্য হয়ে ছিল পাশাপাশি গোষ্ঠীজীবনে
এখন সেই বাড়ি নেই
শুয়রের পাল নেই, ঝিঙেফুলের দৃশ্য কিংবা লালপেড়ে
শাখা-সিঁদুরের সেই বধূটিও নেই
অনাদরে, খুব হেলাফেলায় পড়ে আছে বাড়িটির সব
তারা হারিয়ে গেছে সময়ের ঘোর মারপ্যাঁচে।'

গ্রামীন জীবন ঐতিহ্যের একটি নিখাদ বর্ণনা দেখতে পাই এই কবিতায়। অনুপম প্রকাশভঙ্গির কারণে পাঠকমাত্রই স্বাচ্ছন্দে ঢুকতে পারবেন কবিতার মর্মমূলে। খুব চেনাজানা দৃশ্যপট। শব্দের দ্যোতনায় গ্রামের তাবৎ চিত্র প্রাঞ্জলভাবে বিধৃত হয়েছে নষ্টালজিয়ায়।

তমিজ উদদীন লোদী বরাবরই আত্মস্বাতন্ত্র রক্ষা করে কবিতা নির্মাণ করেন। শহরে বসবাস করলেও গ্রামীন জীবনকে কবিতায় ধারণ করেছেন খুব দক্ষতার সাথে। ঐতিহ্য রূপ বৈচিত্র্যের নান্দনিক উপাদানে আধুনিক বাংলা কবিতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করছেন তিনি।

তমিজ উদ্‌দীন লোদী এখনও সমানভাবে পাঠকপ্রিয়, পাঠক নন্দিত। কাব্য সমালোচকদের বিচারেও ইতোমধ্যে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন। অগ্রজ কবিদের বিবেচনায় কাব্যপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বীকৃতিও পেয়েছেন সেই আশির দশক থেকে।

সমসাময়িক বিষয় ছাড়াও কবিতার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন প্রকৃতি ও সৃষ্টির অপার মহিমা। 'নির্বাচিত কবিত' যত পড়েছি ততই মুগ্ধ হয়েছি। গ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই সুখপাঠ্য। কাব্যিক শব্দচয়নে তিনি দক্ষ কারিগর। যার জন্য তাঁর কবিতাগুলো স্বকীয় ভাবধারায় উদ্ভাসিত।

'ধস্ত জীবনের অন্ধকার গলি' শীর্ষক কবিতার কয়েকটি লাইন পড়া যাক।

'জানালা খুলে বসে আছি। দেখছি গাঢ় সবুজের উপর ঘনকৃষ্ণ মেঘ। বাগাড়ম্বরের মতো কালিঘোলা আকাশে উড়ছে হাউই। দেখছি শব্দ খেলোয়াড়ের হাতে ঢোল। তবে এর মধ্যেও কে যেন খুব নিমগ্ন তান দিচ্ছে এস্রাজের ছড়ে রাগের মূর্ছনায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। ধ্যানী পাখিরাও নিঃশব্দে ডানা মেলে দিয়েছে বাতাসে।' মেঘলা আকাশের রূপরঙ নিয়ে কী চমৎকার বর্ণনা দিলেন। মেঘকে দেখেছেন ঘনকৃষ্ণ রূপে। আকাশকে ভাবছেন কালিঘোলা। ঘনকালো মেঘ আর আকাশের এমন আবছা দৃশ্য ঘোলাচোখে দেখার কাব্যিক বর্ণনা কেবল একজন ধ্যানী শব্দশিল্পী দিতে পারেন। এস্রাজের ছড়ে তথা তারের এই বাদ্যবিশেষে তোলা সুরের মূর্ছনায় মোহাবিষ্ট হয়ে একটি আবহ তৈরি করেছেন। সেতারের এমন দ্যোতনা পাঠকের মনকেও আবিষ্ট করবে।

'গেড়ে বসা অপার মৌনতা' শীর্ষক কবিতার মাত্র তিনটি শব্দের ঝলকানিতে রয়েছে অপার মুগ্ধতা ছড়ানো বিশাল দৃশ্য। 'কাকচক্ষু বৃষ্টির মাদল।' বৃষ্টির বর্ণনা দিতে কাকচক্ষুর স্বচ্ছতার সাথে মিল দেখছেন কবি। কাকের চোখের মত নির্মল, স্বচ্ছ বৃষ্টির স্বচ্ছতা। কী অসাধারণ উপমা। আবার বৃষ্টি পতনের শব্দকে বাদ্যযন্ত্রের ঝংকারের সাথে তুলনা করেছেন। কী অনুপম বৃষ্টির বর্ণনা। যা কবিতার বিভায় ছড়িয়ে দিয়েছেন কবি।

'কাঁটাতার' শীর্ষক কবিতার একটি লাইন, 'যেন অপরূপ আকাশে মেঘের সজ্জা। 'ভাসমান মেঘকে আকাশের সৌন্দর্যের অলংকার হিসেবেই দেখছেন কবি। এখানেও চমৎকার একটি দৃশ্য নির্মাণ দেখা গেল। প্রকৃতিকে পাঠ করতে নান্দনিক দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন। তাহলেই মেঘকেও আকাশের অলংকরণ বলে তুলনা করা সম্ভব।

'বৃষ্টির মতো সুন্দর এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়' শীর্ষক কবিতাটিতে একটি চেনাজানা দৃশ্যপট ভেসে ওঠে। এটাও প্রকৃতি ও বৃষ্টি সংশ্লিষ্ট একটি কবিতা। 'শৈশবের সবুজ ঘাস তার শিশির-সমেত লাফিয়ে ওঠে/বিশাল কচু পাতা থেকে গড়িয়ে নামে জল/বৃষ্টি পতনের শব্দে বাঙময় হয়ে ওঠে টিন-ঘেরা চাল আর অনেকগুলো নৈঃশব্দ্য! 'বৃষ্টি পতনের সৌন্দর্য আমরা অনেকেই উপভোগ করি। বৃষ্টি পড়ার সময় কচুপাতা থেকে গড়িয়ে পড়া জলের ফোঁটার দৃশ্য অপূর্ব লাগে। চিত্রটা মনোমুগ্ধকর।

'পাখিরাও নিরাপদ নয়' শীর্ষক কবিতার শেষ লাইনটি 'অথচ মানুষের রক্তপাত স্পৃহায় পাখিরাও নিরাপদ থাকে না এখন।' মানুষে মানুষে চরম হানাহানি রক্তপাতের কারণে বর্তমান সংঘাতময় পৃথিবীতে নিরীহ পাখিরাও নিরাপদ নয়! শান্তি ও মানবতার পক্ষে উজ্জীবিত কবিরাই এমন প্রতিবাদী শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন।

'ভ্রুকুটির উপাত্তে যারা' শীর্ষক কবিতায় বলেছেন, 'উনুনে আগুন জ্বালা যুবতী মায়ের রক্তাক্ত গায়ে শিশির বিন্দুর মতো/ অশ্রুভেদ করে লকলকে আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে;'একটি চমৎকার উপমায় কী সুন্দর আবহ তৈরি করেছন। এই দৃশ্যের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। মহিলারা রান্নার জন্য চুলাতে আগুন জ্বালালে এটি দেখা যায়। আগুনের ভাপে রমণীদের চেহারা তখন লাল হয়ে ওঠে। কপোল ছুঁয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরতে থাকে। কবির ভাবনা শক্তির গভীরতা এখান থেকেও আঁচ করা যায়।

'স্বগোত্রীয়দের সপক্ষে' শীর্ষক কবিতার কয়েক ছত্র পড়া যাক,

'পৃথিবীকে গতিরুদ্ধ যাবে না কখনো করা আর
মুছে গেছে আদ ও সামুদ
কদম ফেলো না আর
চারদিকে বারুদের বিস্ফারণ শুধু।'

আজকের পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারী মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়।আমাদের আগেও এই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারি মানুষের বসবাস ছিল ।ইতিহাস বলে দিচ্ছে যাদের মতো এমন শক্তিশালী জনগোষ্ঠী এর আগে বা পরে পৃথিবীতে আসেনি ।সেইসব অহ-ংকারী, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আদ ও সামুদ জাতির কথাই বলছেন কবি। অভিশপ্ত জাতিগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা ধ্বংসের কথাই উঠে এল কবিতায়। কবিতা হয়ে গেল ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক। এভাবেই তমিজ উদদীন লোদীর কবিতা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ভাবধারায় স্বকীয়তা অর্জন করে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা



আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372





‘গিয়াস-তারেক’ এবং ‘টুকু-মুনির’ প্যানেলের মনোনয়নপত্র দাখিল

(শেষের পাতার পর)

করেন। নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ ভূইয়ার নেতৃত্বে প্রার্থীদের কেউ কেউ এককভাবে আবার যৌথভাবেও মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এসময় কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে জাফর মিতা, আবু হেলেন হোসেন ও বেলায়েত হোসেন এবং জেবিবিএ’র সভাপতি শাহ নেওয়াজ সহ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সদস্য উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ’র।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনে ‘গিয়াস-তারেক’ এবং ‘টুকু-মুনির’ প্যানেল হচ্ছে। ‘গিয়াস-তারেক’ থেকে সভাপতি পদে কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ এবং জেবিবিএ’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান এবং ‘টুকু-মুনির’ প্যানেল থেকে সভাপতি পদে জেবিবিএ’র সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান টুকু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুনির হাসান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্যানেল দুটি থেকে জেবিবিএ’র কার্যকরী কমিটির ১৫টি পদে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। আগামী ৯ জানুয়ারী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর ভোটার হচ্ছেন ৪২১জন।

নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ ভূইয়া জানান, জেবিবিএ’র নির্বাচন ঘিরে সংগঠনের ১৫টি পদে মোট ৩০মনোনয়নপত্র জামাদান থেকে প্রার্থীদের কাছ থেকে মোট ৩০ হাজার ৪০০ ডলার আয় হয়েছে।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯

৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE

Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
ডিভোর্স কন্সিলশন
এভিডেন্সিটি অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুপাস
রিমিটেন্স, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্স ক্যাব ও ফুড ট্রেডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১ — $ 7.00
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-২ — $ 8.00
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-৩ — $10.00
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-৪ — $11.00
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527



নিউইয়র্কে একই হোটেলে ছিলেন শাকিব-বুবলী?

(শেষের পাতার পর)

সারা পৃথিবীতেই এ চর্চা রয়েছে। ঢালিউডও ব্যতিক্রম নয়। ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খানকে ঘিরে চিত্রনায়িকা শবনম বুবলীর প্রেম-বিয়ের গুঞ্জন নতুন নয়। সম্প্রতি ফের সেই গুঞ্জন উসকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে একই হোটেলের সামনে দুজনের ছবি প্রকাশ্যে আসার পর।

গত ২০ ডিসেম্বর অন্তর্জালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির মাঝারি দামের, সীমিত পরিষেবা হোটেলগুলোর একটি হিলটন গার্ডেন ইনের সামনে বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করে শবনম বুবলী ক্যাপশন জুড়েছেন, 'থ্রোব্যাক যুক্তরাষ্ট্র অনেক স্মৃতির দেশ'।

পরদিন ২১ ডিসেম্বর একই হোটেলের সামনে নিজের ছবি শাকিব খান অন্তর্জালে প্রকাশ করেছেন। তার পর থেকে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাচ্ছেন ভক্তরা। তবে কি ইঙ্গিতে দুই তারকা তাঁদের সম্পর্কের বার্তা দিলেন? এমন জল্পনা সিনেপাড়ায়।

যদিও নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি শাকিব-বুবলী। চিত্রনায়িকা বুবলী সব সময়ই দাবি করে এসেছেন, শাকিব খান তাঁর অভিভাবকের মতো। যদিও একাধিক বার শাকিব খানের সাবেক স্ত্রী অপু বিশ্বাস দুজনকে জড়িয়ে নানা মন্তব্য করেছেন।

গুঞ্জন তো গুঞ্জনই, সত্যটা বলবে সময়।

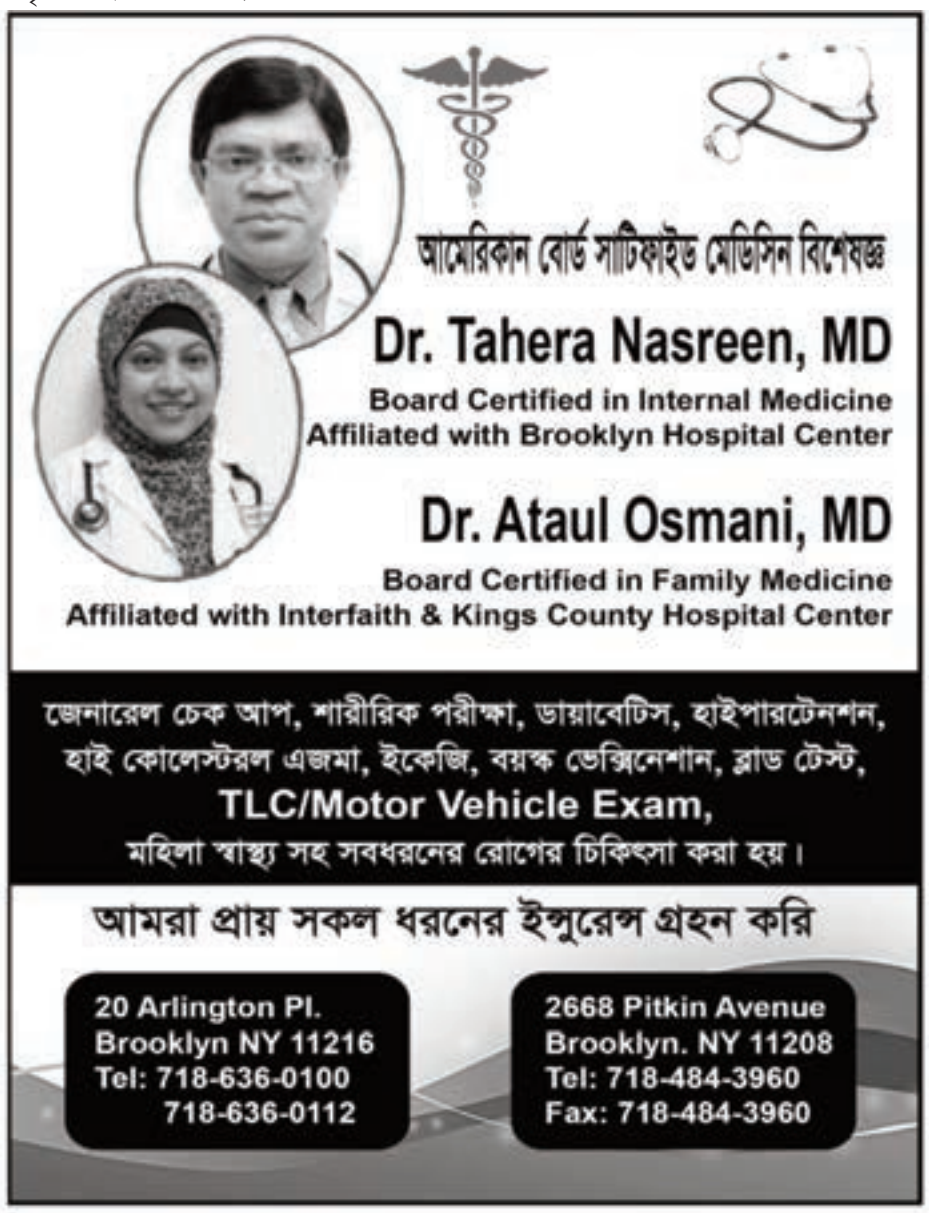
বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)







আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২
ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

মেডালিয়ান বিক্রি

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার মেডালিয়ান ইয়েলো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
ন-২৯/ডি-০৬

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

রুমমেট আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়ে স্ট্রীট সাবওয়ের পাশে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ পহেলা ডিসেম্বর থেকে তিনজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৩৪-২১৬-৫২০৬
ন-২২/২৯

আবশ্যক

হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩
ন-২২/২৯

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

সোফা বিক্রি

উডসাইড এলাকার বাসা বদলের প্রেক্ষিতে একটি বড় সোফা বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৮৬-৪৫৭৭
ডি-১৩/২০

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের নিকটে ৭০ স্ট্রিটে নর্দান বুলেবার্ড, মসজিদ সংলগ্ন সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ন নতুন ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ কিচেন ও ১ বাথরুমের একটি সেমি বেইসমেন্ট বাসা পহেলা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: পাভেল (৯২৯) ৪২৪-৭৮৮১ অথবা (৬৪৬) ৯৫৭-৫১৫৪
ন-১৫/২২

আবশ্যক

এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউর একটি রেষ্টুরেন্টে কাজের জন্য কাউন্টার পার্সন ও কিচেন হেলপার আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯২৯-৪৭১-৫৭৪৩
ডি-১৩/২০

রুম ভাড়া

সানিসাইডের ৪৪ স্ট্রীট-এ সেভেন ট্রেন এর ৪৬ ষ্ট্রীট ষ্টেশন থেকে দুই মিনিটের দূরত্ব) একটা বড় রুম শুধুমাত্র একজন অধুমপায়ী ও কর্মজীবি'র কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৮০০ ইউএস ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯৫-৫১৭৯
ডি-১৩/২০

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের এফ ট্রেনের বেলপার্কওয়ে সাবওয়ে ষ্টেশন ও বি৬ বাস স্টপ একই ব্লকের মধ্যে ১ রুমের বাসা ভাড়া হবে। আলাদা লিভিং ও কিচেন। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৫৯-৫১৪৯ অথবা ৭১৮৫৫২৬৯৩১
অ-২৫/ন-০১/০৮

কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact # **934-234-7361**

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ডিসেম্বর মাস থেকে দ্বিতীয় তলায় তিন রুম, ১ বাথরুম, লিভিং রুম, এবং ডাইনিং ও কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযাগে: ৭১৮-৬০০-৬০৫৮
ন-৮/১৫

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কস কেসেলহিল সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ বেড রুমের সেমিবেসমেন্ট রুম ভাড়া ও রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭

বাড়ী ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে (১৪৬৮ হোয়াইট প্লেইন্স রোড, ফাস্ট ফ্লোর) তিন বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাড়া নভেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৬৭-৮১২৯ অথবা ৭১৮-৫৬১-০৬৯৯
ন-০১/০৮

আবশ্যক

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ইংলিশ জানা ৩৫ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যে। প্রতি ঘন্টা ১৭ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ আবশ্যক ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
অক্টো-১১/১৮

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444









বিভিন্ন সংগঠনের বিজয় দিবস ও সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

(শেষের পাতার পর)

পালন, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহবায়ক কমিটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ড'র সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ড ইন্‌ক এর উদ্যোগে বিজয়ের ৫০ বছর-সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস পালকি পার্টি হলে গত ১৭ ডিসেম্বর বিকেলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত আব্দুল চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত ডিপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম আজিমের পরিচালনায় এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশনের প্রেস মিনিস্টার নূর-ই-এলাহি ও ডেমক্রেটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত সম্মিলিতভাবে পরিবেশন করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ উদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এরপর 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এএইএম কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী, মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিবাহিনীর সকল সেক্টর কমান্ডার, মুজিব বাহিনীর ৪ সেক্টর কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধা সহ সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের আরোগ্য ও সুস্থ্যতা কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল আমীন। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস উদ্দিন আহমদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল হক।

অনুষ্ঠানে নাজমুল হাসান বলেন, কন্স্যুলেটে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তার অফিসকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তার সরকারের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

নূর-ই-এলাহি তার বক্তব্যে 'জাতির জনক'-এর নেতৃত্বে জাতিকে স্বাধীনতার জন্য তৈরী করার ইতিহাস বিস্তারিত তুলে ধরেন।

এটর্নি মঈন চৌধুরী তার বক্তব্যে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার সহায়তার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত এবং অনুষ্ঠানের পুরো স্পনসরশীপ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে আমানত উল্লাহ, আবুল কাশেম সরকার, শরীফ উদ্দিন, আবু মোঃ সাব্বির রহমান, সৈয়দ মঈনুর রহমান, মলিন চন্দ্র সাহা, নুরল আমীন, মঈন উদ্দিন আজহার, সুব্রত বিশ্বাস, মতিউর রহমান, মোঃ আব্দুল আজীজ, মোঃ রফিক চৌধুরী (রানা), হাদী হোসেন বাবুল, আব্দুর রহমান, আলী আহমদ, জাফর আলী খান, শামছুল হক, আলেয়া শরীফ, মোঃ শফিকুর রহমান, মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, মোঃ মঈন উদ্দিন, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জামান আক্তার যুদ্ধাকালীন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মুকিত আব্দুল চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির জনকের কন্যার ঘোষিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে "জিরো টলারেন্স" বাস্তবায়নে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করে সোনার বাংলা গড়ার শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান। সভা শেষে সকলে মিলে জয় বাংলা শ্লোগান দেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বিজয় দিবস পালন

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব করেছে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক। গত ২০ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এ বর্ণাঢ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধকালে দেশে-প্রবাসে সিলেটবাসীর বীরত্বপূর্ণ আবদান, বিদেশি নাগরিকদের সমর্থন-সহযোগীতা ও বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে অসামান্য ভূমিকা পালনকারীদের সহ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করেছে প্রবাসে সিলেটবাসীর প্রাচীন এ সংগঠনটি। আয়োজনের মধ্যে আরও ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃত্তি, গীতিনাট্য বিজয়ের গান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও স্মরণিকা প্রকাশ। এসোসিয়েশনের সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলালের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সহ-সভাপতি উদযাপন কমিটির আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্পাদক উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব শরিফুল হক মনজুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য এডভোকেট নাসির উদ্দিন, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, বদরুল হোসেন খান ও বদরুন নাহার খান মিতা, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী ও সাবেক সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত আব্দুল চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ কামাল উদ্দীন আহমদ, এটর্নী মঈন চৌধুরী, সংগঠনের সহ-সভাপতি উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক শফি উদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ ও উদযাপন কমিটির সমন্বয়কারী ময়নুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমদ, উদযাপন কমিটির সদস্য জামিল আনসারী, শাহিন কামালী, মান্না মুন্তাসির ও রোকন হাকিম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুল মান্নান, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, দেওয়ান শাহেদ আহমেদ, হাজী আব্দুর রহমান, শমশের আলী, মখন মিয়া, বশির উদ্দীন, বিলাল চৌধুরী, দরুদ মিয়া রনেল, শেখ জামাল হোসেন, হুমায়ূন আহমদ চৌধুরী, আব্দুল করিম, জাকির হোসেন, ইমরান আলী টিপু প্রমুখ। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী জালালাবাদবাসী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। পুরো জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বক্তারা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশের অর্থনেতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অব্যাহত অবদানকে স্মরণ করে বলেন, প্রবাসে পরবর্তী প্রজন্মকে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করাসহ তাদেরকে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিকার গোপন সাহা। পুঁথি পাঠ করেন মিনহাজ আহমেদ সাম্মু। সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মরিয়ম মারিয়া, শাহ মাহবুব ও আমানত হোসেন আমান। নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্যাঞ্জলির শিল্পীরা। শিল্পীদের পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে 'সুবর্ণ অভিযাত্রা' শিরোণামে তথ্য সমৃদ্ধ একটি বিশেষ স্মরণীকা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে সমবেত জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহবায়ক কমিটির বিজয় দিবস উদযাপন

যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে বিজয় দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৯ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে এক সভায় আয়োজন করা হয়। ওমর ফারুকের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং সদস্য সচিব আসেফ বারী টুটুলের পরিচালনায় বিজয় দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় সাবেক এমপি সহিদুর রহমান, পার্টির সাবেক চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা গোলাম মেরাজ সহ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, আহবায়ক ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, যুগ্ম আহবায়ক সবির লস্কর, তোফায়েল চৌধুরী এবং ওসমান চৌধুরী, সদস্য সচিব আসেফ বারী টুটুল, যুক্তরাষ্ট্র যুব সংহতির সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু, মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ গিয়াস, সদস্য শাহজাহান সাজু, সদস্য শক্তি দাস গুপ্তা, সদস্য রবিউল, সদস্য ওয়সিম আকরাম, নূর ইসলাম বর্ষন, ওমর ফারুক আওয়াল কাজী প্রমুখ।

সভায় ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের তাৎপর্যতা ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন বক্তারা বলেন, জাতি স্বাধীনতার ৫০ বৎসর উৎযাপন করছে, কিন্তু মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে দেশের মানুষ বন্চিত। মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে জাতীয় পার্টির সরকার দরকার।

অতিথি গোলাম মেরাজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে যথাশিঘ্র সময়ের মধ্যে কংগ্রেসনাল বাংলাদেশ ককাসকে স্বক্রিয় করার কাজ শুরু করবে।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহবায়ক এবং সভার সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া বলেন, আসছে জানুয়ারী মাস থেকে কর্মী সংগ্রহ অভিযান শুরুর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি সুন্দর সম্মেলনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে, তাই সকল নেতা ও কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে পার্টিকে শক্তিশালী করার আহবান জানান।

ভ্রমণে পিসিআর টেষ্ট আপডেট

(শেষের পাতার পর)

মাধ্যমে ওমরা হজ্ব এবং এয়ার লাইন্সের পিসিআর টেষ্ট-এর নতুন কিছু তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানান, ১৮ বৎসর থেকে শুরু করে যে কোন বয়সের ব্যক্তি বৈধভাবে ওমরা পালন করতে কোন প্রকার বাধা নেই।

সম্প্রতি প্রবাসী মুসলিম কমিউনিটিতে কে বা কারা ৫০ বৎসরের বেশী বয়সী কোন লোক ওমরা পালনে সুযোগ পাবে না এমন গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকে প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও ওমরা পালনে বিরত থাকছেন। বাস্তবে এই ধরনের কোন রকম ঘোষণা সৌদি সরকার এই পর্যন্ত দেয়নি। করোনা পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার পর সম্প্রতি আবারে ওমরা হজ্ব ব্যবস্থা চালূ করেছে সৌদি সরকার। ইতিমধ্যে কর্ণফুলী ট্রাভেল এর মাধ্যমে অনেকগুলো গ্রুপ পবিত্র ওমরাহ হজ্ব পালন করে এসেছেন। গত ২ ডিসেম্বও থেকে ৩৫ জনের একটি গ্রুপ ওমরা পালনে সৌদি আরবে এখনও অবস্থান করছেন। গত ৬ ডিসেম্বর আরো একটি গ্রুপ ওমরা পালনে সৌদিতে আছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ৭০ বৎসরের উপরে বয়স। গুজবে কান না দিয়ে সঠিক তথ্যের জন্য কর্ণফুলী ট্রাভেলস এর সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এয়ার লাইন্সের পিসিআর টেষ্ট এর ব্যাপারে নতুন নিয়ম এসেছে। আমেরিকা থেকে অর্থাৎ জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে যারা বাংলাদেশের ঢাকায় ফ্লাই করবেন তাদেরকে অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার পিসিআর টেষ্ট নেগেটিভ রেজাল্ট নিয়ে এয়ারপোর্ট যেতে হবে এবং ঢাকা থেকে যারা যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করবেন তাদের অবশ্যই ২৪ ঘন্টার মধ্যে পিসিআর টেষ্ট নিতে হবে। প্রত্যেক যাত্রী অবশ্যই ফ্লাই করার ২৪ ঘন্টা আগে ট্রাভেল এজেন্সীর সাথে যোগাযোগ করে টিকেট এর কনফারমেশন নিয়ে নিবেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের শোক

(শেষের পাতার পর)

ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউএজ)-এর সাবেক সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ-এর ইন্তেকালে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব সহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিক গবীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। পৃথক পৃথক বার্তায় তারা বরেণ্য সাংবাদিক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, ৭৬ বছর বয়েস তিনি শনিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টায় রাজধানী ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ঢাকার ইংজৌ দৈনিক দ্যা ফিনান্সসিয়াল এক্সপ্রেস-এর সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমদ-এর ইন্তেকালে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর পক্ষে সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম গভীর শোক প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

এছাড়াও সাংবাদিক রিয়াজ উদ্দিন আহমদ-এর ইন্তেকালে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন পরিবারের পক্ষ থেকে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন সম্পাদক/সিইও আবু তাহের। আরো শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন প্রবীণ সাংবাদিক, সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, বার্তা সংস্থা ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সিলেট প্রেসক্লাব-এর সাবেক যুগ্ম সম্পাদক এমদাদ চৌধুরী দিপু প্রমুখ।


সতর্কীকরণ: সীসা থাকতে পারে
সিঁদুরে সীসা থাকতে পারে, যা শিশুদের মধ্যে শেখা ও আচরণের সমস্যা তৈরি করতে পারে, গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত এবং বন্ধ্যাত্ব ঘটাতে পারে।
- ব্যবহার করার পরে আপনার হাত ধুয়ে নিন।
- শিশুদের থেকে দূরে থাকুন।
- আপনি যদি সিঁদুর ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার ডাক্তারকে রক্তে সীসার উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য বলুন।
আরো তথ্যের জন্য **311** নম্বরে ফোন করুন বা **nyc.gov/leadfree** দেখুন।
NYC Health
Bill de Blasio মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc কমিশনার


শিশু বিশেষজ্ঞরা এখন COVID-19 টিকা সুপারিশ করেন 5-17 বছর বয়সীদের জন্য।
আমার শিশুর কি COVID-19 টিকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে যেমন আমার হয়েছিল?
5-11 বয়সের শিশুদের জন্য যে ডোজ দেওয়া হয় তা প্রাপ্তবয়স্কদের ডোজের কেবল এক-তৃতীয়াংশ হয় এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি অনুগ্র বলে মনে হয়।
COVID-19 টিকা জীবন বাঁচায়। আপনার শিশুকে টিকা দেওয়ান।
COVID-19 টিকা সম্পর্কে আরো জানতে nyc.gov/covidvaccine এ যান
অথবা 212-268-4319 নম্বরে কল করুন।
NYC VACCINE FOR ALL: SAFE, FREE, EASY
NYC Health
Bill de Blasio মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc কমিশনার

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

প্রবাসী মতলব সমিতির সভা অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

সদস্যদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শাহাদত হোসেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নে বর্নিত সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বসম্মতিক্রমি গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তসমূহ: (১) সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ফারুক হোসেন মজুমদার সমিতির সভাপতি হিসেবে মো: রবিউল আলম এবং সম্পাদক হিসেবে নাজির উদ্দিন পাটোয়ারী নাম প্রস্তাব করেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য গোলাম সরোওয়ার উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। উপস্থিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগনের সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থনের মাধ্যমে উক্ত প্রস্তাব গ্রহীত হয়। এবং সেই সাথে বিগত কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষনা করা হয়। (২) নতুন সভাপতি ও সম্পাদক আগামী ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষনা করবেন। (৩) কোভিড-১৯ মহামারীর কারনে বিগত কমিটি সার্বিকভাবে কর্মসূচী/দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। তথাপি সমতিতে বিগত দিনে তাদের সার্বিক অবদানের কথা বিবেচনা করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অবশেষে সভার সভাপতি শাহাদাত হোসেন করোনা মহামারীতে প্রবাসী মতলব থানাবাসীর যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং অসুস্থ্যদের সুস্থ্যতা কামনা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে বড়দিন উদযাপিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ও মনোরম গীর্জাটি কুইন্সের উডসাইডে অনুষ্ঠিত। জনপ্রিয় পাদ্রী রেভারেন্ড জেমস রয় এবারের ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বড়দিনের অনুষ্ঠানেও কমিউনিটির গণ্যমান্য ও আন্তধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সেখানে আমন্ত্রণ জানান। জ্যাকসন হাইটস মোহাম্মদী সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম কাজী কায়্যুম আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

অতিথিদের মধ্যে বড়দিনের শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির বাণী পৌঁছে দিতে অতিথি মঞ্চ থেকে রেভা: জেমস তাঁর কাংগ্রেগেশনকে অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে মাইকটি সর্বপ্রথম ইমাম কাজী কায়্যুমের হাতে তুলে দিলে তিনি তাঁর শুভেচ্ছা বাণীতে বলেন, আমি আমার বাংলাদেশী খৃষ্টান ভাইবোনদের বড়দিনের শুভেচ্ছা দিতে আজ এখানে এসেছি মূলত দুটো কারনে। এক, শান্তিকামী মুসলমান হিসেবে আমরাও আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ (সা) এর জন্মোৎসব পালন করে থাকি ঠিক একই উদ্দীপনায়। এমনকি 'বড়দিনের' মত 'মহাদিনে' অর্থাৎ ঈদে মীলাদুন্নবীর দিন 'এপ্রিলের শেষ সোমবার' মোহাম্মদী সেন্টারের প্রস্তাবনায় আমরা ২০১২ সন থেকে আমেরিকায় অবস্থিত প্রায় ৩ মিলিয়ন মুসলমানের পক্ষ থেকে ফেডারেল হলিডে'র দাবীটি উত্থাপন করি এবং ক্যাম্পেইন চালিয়ে আসছি। আমরা মনে করি মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে নবী ঈসা আ: এর জন্মোৎসবে আমরা যত বেশি সম্পৃক্ত থাকবো, আমাদের পক্ষে তত বেশি আমরা সমর্থন ও সাড়া অর্জনে সক্ষম হবো। কেননা মহান আল্লাহ শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং বিশ্ব মানব জাতির জন্য যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, সেই মহা কিতাবে বড়দিনের নবী হজরত ঈসা আ: এর অলৌকিক জন্মোৎসবকে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে পুরো একটি সূরা 'মারইয়াম' অবতীর্ণ করে দিয়ে নবীদের জন্মোৎসব পালনের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় কারনটি হলো, মনে হয় এজন্যই মহান সৃষ্টিকর্তা আমার প্রথম সন্তান মারইয়ামকে ২০০২ সনের এই বড়দিনেই আমার ঘরে তার জন্ম দিয়েছেন। যেজন্য তার নামটিও আমি রেখেছি মারইয়াম। যেহেতু তিনটি সন্তানের বড় সন্তানটির জন্ম এই পবিত্র দিনে, তাই সবকিছুকে ভুললেও বড়দিনকে আমি আর ভুলতে পারবোনা।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আরোও যারা বড়দিনের শুভেচ্ছার বাণী পৌঁছে দেন, তাঁরা হলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কন্সুলেট জেনারেলের ডেপুটি কন্সাল নাজমুল হাসান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, এটর্ণি মঈন চৌধুরী প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে কেক কাটা, বাচ্চাদেরকে বড়দিনের উপহার প্রদান ও নৈশ ভোজের ছিল চমৎকার আয়োজন। অতিথিরা আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে গীর্জা কমিটি ও সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।





সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MET A.B.(CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

সিগ্নাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর

Special Eid-Sale

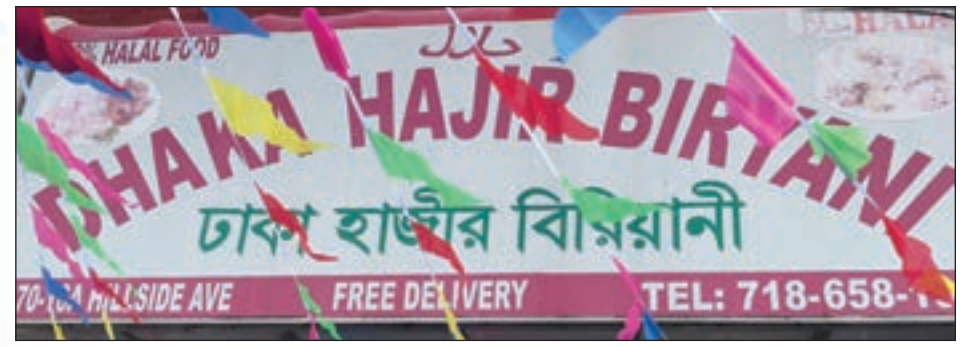
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472









জ্যামাইকায় ঢাকা হাজীর বিরিয়ানী রেষ্টুরেন্টের উদ্বোধন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকায় নতুন ব্যবস্থাপনায় যাত্রা শুরু করলো ঢাকা হাজীর বিরিয়ানী রেষ্টুরেন্ট। এ উপলক্ষ্যে শুক্রবার (২৪ ডিসেম্বর) বাদ জুমা এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ১৭০-১৬এ হিলসাইড এভিনিউ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত রেষ্টুরেন্টটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা মনজুরুল করীম। এসময় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দুই বাংলাদেশীর যৌথ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত রেষ্টুরেন্টটির অন্যতম স্বত্তাধিকারী মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর ভূঁইয়া আগত অতিথিদের স্বাগত জানান। অপর স্বত্তাধিকারী হচ্ছেন বিশিষ্ট ফার্মাসিস্ট আব্দুল আওয়াল।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432

Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



রিয়াজ উদ্দিন আহমেদর ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের শোক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক, জাতীয় প্রেসক্লাব ও বাংলাদেশ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৪



গত সপ্তাহে কাজ শেষে বাসায় ফিরছিলাম। মাঝপথে ট্রেন বদল করার সময় দেখি এক মাঝ বয়সী শেতাঙ্গ মহিলা বেশ বড়, ভারী একটা টেবিল ল্যাম্প (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

জেবিবিএ'র নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল : ইসি'র আয় ৩০,৪০০ ডলার

'গিয়াস-তারেক' এবং 'টুকু-মুনির' প্যানেলের মনোনয়নপত্র দাখিল



গিয়াস আহমেদ



তারেক হাসান খান

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই ইনক (জেবিবিএ)-এর দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে (২০২২-২০২৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতারী প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল মোতাবেক শুক্রবার (২৪ ডিসেম্বর) রাতে তারা তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



মাহবুবুর রহমান টুকু



মুনির হাসান

নতুন মেয়রের ট্রানজিশন টিমে মোর্শেদ-শাহরিয়ার-আজম

বিশেষ প্রতিনিধি: নতুন বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ আগামী ১ জানুয়ারী নিউইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র হিসেবে শপথ নিচ্ছেন এরিক অ্যাডামস। তিনিই হবেন নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে দ্বিতীয় মেয়রের ট্রানজিশন টিমে কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র। শপথ অনুষ্ঠানের জন্য চলছে ব্যাপক আয়োজন। ওই আয়োজনে নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ মেয়রের শুভাকাঙ্খীরা উপস্থিত থাকবেন। সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা এরিক মেয়র নির্বাচিত হওয়ার আগে ব্রুকলীন বরোর নির্বাচিত (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

বিয়ানীবাজার সমিতির নতুন কমিটির অভিষিক্ত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবাসে অন্যতম আঞ্চলিক সামাজিক সংগঠনে বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা অভিষিক্ত হয়েছেন। গত ১৯ ডিসেম্বর রোববার ওজোনপার্কের দেশী সিনিয়র সেন্টার মিলনায়তনে অয়োজিত অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা শপথ নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান। অনুষ্ঠানের (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

বিভিন্ন সংগঠনের বিজয় দিবস ও সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় বিভিন্ন সংগঠন বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস ও বিজয়ের ৫০ বছর-সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছে এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ড'র সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বিজয় দিবস (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

প্রবাসী মতলব সমিতির সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কবির রতন এর আহ্বানে গত ১২ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যায় সমিতির জ্যাকসন হাইটস অস্থায়ী কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠাতা (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

১৮ বৎসরের উর্ধ্বে ওমরা পালনে বাধা নেই

ভ্রমণে পিসিআর টেষ্ট আপডেট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটির সুপরিচিত ট্রাভেল এজেন্সী কর্ণফুলী ট্রাভেলস এর কর্ণধার মোহাম্মদ সেলিম (হারুন) বিভিন্ন পত্র পত্রিকার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



আল্লাহ ন্যায়সঙ্গত বিচার করবেন

জাফর আহমাদ

ভয় করুন সেই দিনকে যেদিন আপনার সুপ্রিয় অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। আজ আপনি আপনার যেই অঙ্গগুলোর পরম যত্নে মেতে উঠেছেন, অসুস্থ হলে (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

খেলার খবর

দুইশ রানও করতে পারল না ইংল্যান্ড!

স্পোর্টস ডেস্ক: বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিনের দুই সেশনেই অল-আউট হয়ে সফরকারী ইংল্যান্ড! বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন অজি পেসার প্যাট কামিন্স-মিচেল স্টার্ক। আর নাথান লায়নের ঘূর্ণির মায়াজালে ধরা (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

রোগ প্রতিরোধে চিংড়ির গুণাগুণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাগদা চিংড়ি বা চিংড়ি মাছ আমাদের বেশ পছন্দের খাবার। তবে চিংড়ি নিয়মিত খেলে স্বাস্থ্যগত সুবিধা পাওয়া যেতে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

বিনোদন

নিউইয়র্কে একই হোটেলে ছিলেন শাকিব-বুবলী?

বিনোদন ডেস্ক: তারকাদের জীবন আলোচনা আর সমালোচনায় ঘিরে থাকে বছরজুড়ে। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
929-207-1516
info@zakircpa.com
1500 Castle Hill Ave, 2nd Floor, Bronx, NY-10462

সাফওয়ান ট্রাভেল এন্ড মার্স্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন


বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা নিন
Cell : 917-741-5308
Email : ashif.choudhury@gmail.com
169-24 Hillside Avenue, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432.
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
Each office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়


গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com